বিশ্বজননীর জয়।

ব্রাহ্মিকাদিগের প্রতি

শ্রীমদাচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনের

উপদেশ।

[দ্বিতীয় ভাগ।]
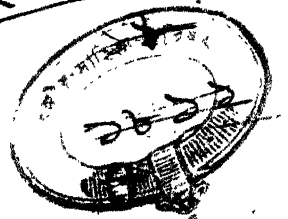
কলিকাতা।

ব্রাহ্মট্রাক্ট সোসাইটী দ্বারা প্রকাশিত।

৭৮ নং অপার সারকিউলার রোড।

১৮০৯ শক।

মূল্য ৷৹ আনা

সূচীপত্র।

ব্রাহ্মিকাদিগের প্রতি

আচার্য্যের উপদেশ।

আদি শাস্ত্র।

বৃহস্পতিবার, ২০ শে বৈশাখ, ১৭৯৫।

ব্রাহ্মিকাদিগকে ধর্ম্ম জ্ঞান বিতরণ করিবার জন্য অদ্য এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। ঈশ্বর, পরলোক ও নীতি সম্বন্ধীয় সমুদায় তত্ত্ব স্পষ্টরূপে ও সরল ভাষায় এখানে বিবৃত হইবে। কেবল কতকগুলি শুষ্ক মত বুঝাইয়া দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নহে। যাহাতে তোমাদের ভ্রম ও সংশয় দূর হয় এবং ঈশ্বর ও সত্যের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস হয়, যাহাতে তোমাদের হৃদয় কুটিলতা ও কঠোরতা পরিত্যাগ করিয়া প্রেমিক হয় এবং যাহাতে অসৎ কর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া তোমরা সৎকর্ম্মশীল হইতে পার, এরূপ উপদেশ এই বিদ্যালয়ে প্রদত্ত হইবে। নিয়মিতরূপে এখানে আসিয়া ধর্ম্মালোচনা ও ধর্ম্ম সাধন করিলে তোমাদের সমস্ত জীবন উন্নত হইবে এবং ব্রাহ্মিকা নামের গৌরব প্রকাশ করিবে। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন এই ক্ষুদ্র বিদ্যালয়কে রক্ষা করেন এবং ইহা দ্বারা তোমাদের মঙ্গল সাধন করেন। তোমাদিগকে এই অনুরোধ করি যত্নপূর্ব্বক তোমরা উপদেশ গুলি শুনিবে ও পালন করিবে।

সর্ব্ব প্রথমে তোমাদিগের জানা কর্ত্তব্য যে ব্রাহ্মধর্ম্মে ঈশ্বর স্বয়ং গুরু ও উপদেষ্টা। ধর্ম্মের মূল সত্য তিনিই প্রেরণ করেন অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীরা এক এক সাধুকে গুরু ও পুস্তক বিশেষকে এক মাত্র অভ্রান্ত ধর্ম্মশাস্ত্র মনে করেন। হিন্দুদিগের বেদ ও অবতারগণ, খৃষ্টানদের

বাইবেল ও ঈশা এবং মুসলমানদের কোরাণ ও মোহম্মদ, এ কথার সাক্ষ্য দিতেছে। ব্রাহ্মেরা কোন মনুষ্য বা গ্রন্থ বিশেষের উপর নির্ভর করেন না। আমরা স্বয়ং ঈশ্বরকে একমাত্র আদি গুরু বলিয়া স্বীকার করি এবং তাঁহারই নিকট ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করি। তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে পার, ঈশ্বরের রূপ নাই তাঁহাকে কেহ দেখিতে পান না, তাঁহার মুখ নাই তিনি কথা কহিতে পারেন না, তবে তিনি কিরূপে মনুষ্যের নিকটে আসিয়া শিক্ষা দিবেন? নিরাকার ঈশ্বর মুখে উপদেশ দেন না, হস্ত দ্বারাও পুস্তক রচনা করিয়া প্রকাশ করেন না ইহা সত্য বটে, অথচ তিনি আমাদিগকে যে গুরুর ন্যায় উপদেশ দেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তবে তিনি কিরূপে শিক্ষা দেন? তাঁহার শিক্ষাপ্রণালী দুই প্রকার। প্রথমতঃ তাঁহার সৃষ্ট কার্য্য মধ্যে আমরা ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করিতে পারি। তাঁহার সৃষ্ট জগৎ দুই ভাগে বিভক্ত—মন ও জড়। আমাদের অন্তরে মানসিক প্রকৃতি, বাহিরে ভৌতিক প্রকৃতি। এই দুই প্রকৃতি তাঁহার রচিত গ্রন্থস্বরূপ; উহা যতই আমরা পাঠ করি ততই আমরা তাঁহাকে জানিতে পারি। সৃষ্টির আশ্চর্য্য কৌশল দেখিয়া কে না চমৎকৃত হয়? তন্মধ্যে স্রষ্টার মহিমা দেখিয়া কে না অবাক্ হয়? আকাশে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা ধূমকেতু; পৃথিবীতে গিরি পর্ব্বত, নদনদী, মহাসাগর, অসংখ্য প্রকার জীব জন্তু উদ্ভিদ্ ও ধাতু, এ সমুদায় পর্য্যালোচনা করিলে জগদীশ্বরের আশ্চর্য্য জ্ঞান শক্তি ও দয়া আমরা স্বীকার না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না। যখন ভয়ঙ্কর বজ্রনির্ঘোষে মেদিনী বিকম্পিত হয়, যখন প্রবল বাত্যার দুর্জ্জয় আন্দোলনে প্রকাণ্ড বৃক্ষ সকল মূলোৎপাটিত হয় এবং সাগরতরঙ্গ ভীষণাকার ধারণ পূর্ব্বক ঊর্দ্ধে উত্থিত হয় এবং নিদারুণ প্রহারে কঠোর পাষাণও চূর্ণ করিয়া ফেলে, যখন ভাবি যে শূন্যের মধ্যে সূর্য্য চন্দ্র পৃথিবী প্রভৃতি কোটি কোটি লোকমণ্ডলী বিনা অবলম্বনে ঝুলিতেছে, তখন এই সকল ঘটনাতে যে অদৃশ্য ও অদ্ভুত দেবপরাক্রম প্রকাশ হয় তাহার পরিচয় পাইয়া কে না বিস্ময়াপন্ন হয়? সূর্য্য কেমন বহুদূর হইতে আলোক ও উত্তাপ বিস্তার করিয়া অন্ধকার দূর করিতেছে ও শস্যোৎপাদন করিতেছে! চন্দ্র কেমন সুস্নিগ্ধ জ্যোৎস্না বিকীর্ণ করিয়া

পরিশ্রান্ত জগৎকে শান্তি ও নিদ্রার ক্রোড়ে সমর্পণ করে। ভাবী শিশু সন্তানের জন্য মাতার স্তনে কেমন যথা সময়ে দুগ্ধের সঞ্চার হয়! গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে কেমন সরস ফলের প্রাচুর্য্য ও শীতপ্রধান দেশে জন্তু সকল কেমন উষ্ণ বস্ত্রোপযোগী লোমে পরিপূর্ণ! ইহাতে, ঈশ্বরের অপার দয়া দেখিয়া কে না বলিয়া উঠে "ধন্য কৃপানিধি!" আবার যখন দেখি কেমন সুন্দর কৌশলে ও পরিপাটী নিয়মে এই জড় জগতের কার্য্য চলিতেছে এবং জীবদিগের প্রাণ রক্ষা ও বিবিধ অভাব মোচন হইতেছে, তখন তাঁহার গভীর জ্ঞানের প্রমাণ পাই। এই চক্ষুরূপ ক্ষুদ্র যন্ত্রের ভিতর কত কারখানা, একটী সামান্য পাতা ও ঘাসের মধ্যে কত শিল্প নৈপুণ্য, কে বুঝিয়া শেষ করিতে পারে? বহির্জগৎ ছাড়িয়া যদি আবার মনের মধ্যে প্রবেশ করি, সেখানে আরও আশ্চর্য্য ব্যাপার সকল দেখিতে পাই। মনের বিষয় অতি অল্প লোকে চিন্তা করে, কিন্তু ভাল করিয়া ভাবিলে সকলেই স্বীকার করিবেন যে ইহার সঙ্গে জড় জগতের কিছুরই উপমা হয় না। এক জন সুবিজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়াছেন, "জগতে মনুষ্য অপেক্ষা মহৎ আর কিছুই নাই; মনুষ্যের মধ্যে মন অপেক্ষা মহৎ আর কিছুই নাই।" মনের প্রকৃতি, মনের সুচারু নিয়মাবলী, মনের তেজঃ, এ সমুদায় ভাবিলে জ্ঞান থাকে না, এমনি চমৎকার! আপাততঃ বোধ হয় এই তো ক্ষুদ্র মন, চক্ষে দেখাও যায় না, হস্তে ধরাও যায় না, কি প্রকার বস্তু কেহ বলিতেও পারে না। কিন্তু ইহার পরাক্রম কত! আমি এখানে বসিয়া আছি কিন্তু ইচ্ছা হইলে এখনি আমার মন ইংলণ্ড, আমেরিকা ও আরও দূর দেশে ভ্রমণ করিয়া তথাকার বিচিত্র দৃশ্য দর্শন করিয়া সুখভোগ করিতে পারে, অথবা অকাশপথে কোটি ক্রোশ অন্তরে কোন দূরস্থ নক্ষত্রে অবস্থান করিতে পারে। সময়ক্ষেত্রেও মন মুক্ত ভাবে বিচরণ করিতে পারে। চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারত ভূমিতে বা অন্যান্য স্থানে কি হইয়াছিল তাহা স্মৃতিনেত্রে দেখিতে পারি, আবার চারি সহস্র বৎসর পরে কি হইবে তাহা নিরীক্ষণ করিতে পারি। দেখ মনের কেমন ক্ষমতা! বাহিরে যেমন অখণ্ড নিয়মে সমুদয়

বস্তু দেখিলে, মনের ভাবৎ বৃত্তিও সেইরূপ সুন্দর নিয়মে শাসিত, এবং তন্মধ্যে আশ্চর্য্য কৌশল সুশৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য দেখা যায়। আমাদিগকে সুখী ও ধার্ম্মিক করিবার জন্য ঈশ্বর মনকে কেমন উপযোগী করিয়াছেন তাহা দেখিলে তাঁহার দয়ার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বোধ করি এখন তোমরা বুঝিতে পারিয়াছ কিরূপে বাহ্য জগৎ ও মনরূপ গ্রন্থ পাঠ করিলে জগদীশ্বরের জ্ঞান শক্তি ও দয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। এই জন্য ব্রহ্ম-বাদী পণ্ডিতেরা প্রকৃতিকে ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বাস্তবিক উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান, জন্তুবিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব, জ্যোতিষ, রসায়ন প্রভৃতি ভৌতিকবিজ্ঞান ও অপর দিকে মনোবিজ্ঞান ও নীতিবিজ্ঞান এ সমুদায় ব্রাহ্মের পক্ষে উৎকৃষ্ট ধর্ম্মশাস্ত্র এবং অতি আদরণীয়। বিজ্ঞানের প্রত্যেক সত্য ঈশ্বরের অভ্রান্ত সত্য, উহার প্রত্যেক অক্ষর ঈশ্বরের হস্তলিখিত। উহা যতই ভক্তি সহকারে পাঠ করি ততই আমরা তাঁহাকে জানিতে পারি। বিজ্ঞানবিৎ হইলে ব্রহ্মজ্ঞ হওয়া যায়।

সৃষ্ট পদার্থ সকল আলোচনা করিয়া স্রষ্টার গুণ অবধারণ করা, ইহা বুদ্ধির কার্য্য, অর্থাৎ আমরা বুদ্ধি সহকারে এবং যুক্তির নিয়মানুসারে নানা বিষয় সূক্ষ্মরূপে দর্শন পরীক্ষা ও বিচার করিয়া অবশেষে বিজ্ঞানের সত্য সকল সিদ্ধান্ত করি। সুতরাং ঐ সকল সত্য যুক্তিসাপেক্ষ। উহা একেবারে পাওয়া যায় না। কার্য্য দেখিয়া আমরা কারণ নির্ণয় করি, প্রমাণ দেখিয়া তবে আমরা বিশ্বাস করি, ঘটনা দেখিয়া পরে নিয়ম ও নিয়ন্তা স্থির করি। বিজ্ঞানরাজ্যে ক্রমে সোপানের পর সোপানে উঠিয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হয়। কিন্তু ঈশ্বর আর এক প্রণালীতে আত্মপরিচয় দেন, এবং ধর্ম্মজ্ঞান প্রকাশ করেন। এ প্রণালীতে যে জ্ঞান আইসে তাহাকে সহজ ও স্বাভা-বিক জ্ঞান বলা যায়। ইংরাজীতে ইহাকে ইন্টুয়িসন্ [Intuition] বলে। ইহার প্রধান লক্ষণ এই যে, ইহা বুদ্ধি দ্বারা পাওয়া যায় না, তর্ক দ্বারা সপ্র-মাণ করা যায় না, ইহা প্রত্যেক মনুষ্যের হৃদয়ে সহজে উদিত হয়। ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য। তোমরা যদি কেহ ক্ষেত্রতত্ত্ব পড়িয়া থাক, তাহা হইলে স্বতঃসিদ্ধ ও প্রমাণসাপেক্ষ সত্যের প্রভেদ কি তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবে। ক্ষেত্রতত্ত্বের সমুদয় বিষয় প্রমাণ করা যায় এবং সপ্রমাণ

না হইলে কেহ বিশ্বাস করে না; কিন্তু ইহার মূলে যে কতকগুলি প্রত্যয় আছে তাহা স্বতঃসিদ্ধ অর্থাৎ আপনাকে আপনি প্রমাণ করে। এই একটি দৃষ্টান্ত ধর—লক্ষ্মী ও কুমারী উভয়ের বয়স যদি সারদার বয়সের সঙ্গে সমান হয়, তাহা হইলে তাঁহারা দুই জনে সমবয়স্কা হইবেন। আমার যতগুলি দাঁত রামেরও ততগুলি দাঁত; তোমার যত দাঁত রামেরও তত দাঁত; তাহা হইলে তোমার ও আমার দাঁতের সংখ্যা সমান হইবে। ইহাতে কি তোমাদের কিছুমাত্র সন্দেহ আছে? না; অথচ যদি ইহার প্রমাণ কি জিজ্ঞাসা করি, তোমরা বলিবে ইহার আবার প্রমাণ কি? ইহা সত্য, স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। দুইটি বস্তু যদি তৃতীয় বস্তুর সঙ্গে প্রত্যেকে সমান হয় তাহা হইলে তাহারা পরস্পরের সঙ্গে সমান হইবে, এটী সহজ ও স্বতঃসিদ্ধ সত্য। কি পণ্ডিত কি মূর্খ সকলের মন স্বভাবতঃ ইহাতে সায় দেয়। মনোবিজ্ঞানের দুই একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। তোমরা যখন কোন বস্তু দেখ তখন বাস্তবিক কি দেখ? কেবল কতকগুলি গুণ দেখ, পদার্থ কি তাহা মানুষ দেখিতে পায় না। বল দেখি কাগজ কি? তোমরা বলিবে, পাতলা ও সাদা রঙ্গের এক পদার্থ যাহাতে লেখা যায়। সূর্য্য কি? সাদা গোলাকার পদার্থ যাহা আলোক ও উত্তাপ দেয়। গোলাপ ফুল কি? নরম সুন্দর দলবিশিষ্ট ছোট বস্তু যাহাতে সৌরভ আছে। আমরা দ্রব্যের গুণ বর্ণনা করিয়া থাকি, কিন্তু দ্রব্যগুলি যে কি তাহা কেহ বলিতে পারে না। ভাল, যদি পদার্থ কি না জান তবে পদার্থ বল কেন? কেবল গুণগুলি বল না কেন? সূর্য্যের ব্যাখ্যা করিতে হইলে শুদ্ধ সাদা ও গোল বল না কেন? ফুলের অর্থ কেবল সুন্দর ও সুগন্ধ বলিলে দোষ কি? আধার ভিন্ন আমরা গুণ ভাবিতে পারি, না। যদিও আধার দেখিতে পাই না, কেবল গুণ দেখিতে পাই, তথাপি এমনি আমাদের স্বাভাবিক বিশ্বাস যে আধার ছাড়া গুণ থাকিতে পারে, ইহা আমরা কখনই মানিতে পারি না। পুস্তক বস্তুতঃ কি, ময়দা কি, জল কি, তাহা আমরা জানি না, কিন্তু তথাপি আমরা বলি যে উহাদের যে সকল গুণ আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা জানিতে পারি, সেই গুণগুলি একটি একটি আধার অর্থাৎ বস্তুতে সংলগ্ন আছে। গুণের আধার দ্রব্য অবশ্যই মানিতে হইবে, কিন্তু ইহার প্রমাণ নাই, ইহা একটি স্বতঃসিদ্ধ

স্বাভাবিক জ্ঞান। যখন কোন বস্তু একটি কার্য্য করে, অমনি তোমরা বল ইহার এই কার্য্য করিবার "শক্তি" আছে। শক্তি কি তোমরা কি তাহা জান? দ্রব্যের শক্তি কি কেহ দেখিতে পায়? কখনই না। আগুনে কাগজ সংযোগ করিবামাত্র কাগজ পুড়িয়া ভস্ম হইয়া গেল। তোমরা বলিয়া উঠিলে, দেখ কেমন দগ্ধ করিবার শক্তি। কৈ শক্তি তো দেখিলাম না, কেবল আগুণ ও কাগজ দেখিলাম ও অবশেষে ভস্ম দেখিলাম। তথাপি শক্তি মানিতে হইবেই হইবে। শক্তি ভিন্ন কখন কার্য্য হইতে পারে না। কে এ কথা বলিল? আমাদের স্বভাব, অর্থাৎ এটি আমাদের স্বাভাবিক বিশ্বাস। পুস্তকে পড়ি নাই, চক্ষে দেখি নাই, তর্কে প্রমাণও করিতে পারি না, তথাপি শক্তি মানিতে হইবে। প্রত্যেক কার্য্যের মূলে শক্তি আছে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ সহজ জ্ঞান। আর একটি উদাহরণ ধর্ম্মসম্বন্ধে দিব। তোমরা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আকাশ ও কালের অন্ত ভাব দেখি, কখনই ভাবিতে পারিবে না। এমন কোন স্থান নির্দ্দেশ করিতে পারিবে না, যাহার ও দিকে আর আকাশ নাই, সহস্র, লক্ষ, কোটি ক্রোশ দূরে কোন সীমা চিন্তা কর, তাহারও পরে আকাশ আছে। সেইরূপ দশ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বেও সময় ছিল, দশ লক্ষ বৎসর পরেও সময় থাকিবে। ভূত ভবিষ্যতের দিকে যত দূর যাই না কেন তার পরেও সময় আছে। আকাশেরও অন্ত ভাবা যায় না, কালেরও অন্ত কেহ ভাবিয়া উঠিতে পারে না। আমাদের স্বভাব এমনি যে আকাশ ও কাল অসীম ভাবিতেই হইবে। কিন্তু অসীম কি তাহা কেহ দেখে নাই। আমরা যাহা কিছু দেখিতেছি সমুদায়ের সীমা আছে, জগতের তাবৎ পদার্থ পরিমিত। তবে এ অনন্তের ভাব আমরা কোথায় পাইলাম? স্বাভাবিক জ্ঞান দ্বারা। আকাশ ও কালের অসীমতা কেহ সপ্রমাণ করিতে পারে না, অথচ সকলে উহা বিশ্বাস করে। এই কয়েকটী দৃষ্টান্ত দ্বারা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে যে, আমাদের মনে কতকগুলি স্বাভাবিক ও স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাস আছে যাহা বুদ্ধি ও তর্কের অতীত। এই গুলি ঈশ্বরের সাক্ষাৎ প্রত্যাদেশ; উহার উপর মনুষ্যের হস্ত নাই, উহা কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। ধর্ম্মসম্বন্ধীয় যে কয়েকটী স্বাভাবিক ও

স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান মনুষ্যমনে প্রতিষ্ঠিত আছে তাহাই ব্রাহ্মদিগের আদি শাস্ত্র, উহা হইতে আমরা সমস্ত মূল সত্য প্রাপ্ত হই।

ঈশ্বর-জ্ঞান।

মঙ্গলবার, ২৫শে বৈশাখ, ১৭৯৫।

মনুষ্যমনে যে কতকগুলি স্বাভাবিক সংস্কার আছে তাহা গত বারে বুঝাইয়া দিয়াছি। দৃষ্টান্ত গুলি বোধ করি তোমাদের মনে আছে। তদ্ব্যতীত আরো অনেক গুলি স্বাভাবিক সংস্কার আছে। ইহারা বিভিন্ন প্রকার বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় এবং তদনুসারে শ্রেণীবদ্ধ করা যাইতে পারে। ইহার মধ্যে যে গুলি ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সেই গুলি ব্রাহ্মদিগের আদি শাস্ত্র। অন্যান্য সম্প্রদায়ের পক্ষে বেদ, পুরাণ, বাইবেল, কোরাণ যেমন, আমাদিগের পক্ষে হৃদিস্থিত সহজ জ্ঞান ও স্বাভাবিক প্রত্যয় সেইরূপ। ধর্ম্মের সমস্ত মূল সত্য আমরা সহজ জ্ঞান দ্বারা লাভ করি; ঈশ্বর স্বয়ং তাহা সকলের অন্তরে প্রকাশ করেন, অর্থাৎ মনুষ্যের স্বভাবে ঐ সকল সত্য তিনি নিহিত করিয়াছেন, সুতরাং স্বভাবতঃ আমরা উহাতে বিশ্বাস করি। সকল দেশে সর্ব্ব কালে সকল জাতি মধ্যে উহা আছে, কেন না উহা স্বাভাবিক; উহা মনুষ্যপ্রকৃতির সঙ্গে সমব্যাপী। স্বাভাবিক সংস্কাররূপ আদি গ্রন্থ খানি তিনি মনুষ্যসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে রচনা করিয়া সকলকে উহার অধিকারী করিয়াছেন। এ সত্য গুলি পণ্ডিত মূর্খ, হিন্দু যবন সকলেরই মানসপটে অবিনশ্বর অক্ষরে মুদ্রিত আছে। ইহাতে বিবাদ নাই, সাম্প্রদায়িক বিভিন্নতা নাই। দেববাক্যের উপর নির্ভর করিলে মতভেদের সম্ভাবনা নাই। আপন আপন বুদ্ধির অনুগামী হইলেই সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়। যেখানে ঈশ্বর স্বয়ং গুরু, সেখানে ঐকমত্য হইবেই হইবে। কেন না সেখানে মনুষ্যের স্বাধীন মত ও স্বেচ্ছাচার যাইতে পারে না। সেই উচ্চ স্বভাবভূমিতে সকল মনুষ্য ও সকল জাতি ঈশ্বরের সত্যে এক হইয়া যায়। ভাল করিয়া দেখ, আমাদের সংস্কার দ্বিবিধ, বুদ্ধিগত ও স্বাভাবিক। প্রথমোক্ত গুলি মনুষ্যের স্বাধীন

মত, শেষোক্ত গুলি দেবদত্ত ও স্বর্গীয়। ঈশ্বর, মনুষ্য, পশু ও জড় এই চারি প্রকার প্রকৃতি আছে। মনুষ্যের গঠন আলোচনা করিয়া দেখিলে আমরা বুঝিতে পারিব যে উহার মধ্যে এই চারি প্রকার প্রকৃতিই আছে। আমাদের শরীর জড় সুতরাং, যাবতীয় ভৌতিক নিয়মের অধীন। জড়-জগতের নিয়মানুসারে ইহা হ্রাস বৃদ্ধি শীত গ্রীষ্ম রোগ সুস্থতা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার দাস হইয়া রহিয়াছে ইহা অন্ধ ভৌতিক প্রকৃতির সম্পূর্ণ বশীভূত। এই নিম্নতম ভূমির উপরে পশুজীবন দেখা যায়। আমাদের অন্তরে যে কতকগুলি পশুপ্রবৃত্তি আছে তাহা কে অস্বীকার করিতে পারে? আহার নিদ্রা ইন্দ্রিয়াসক্তি এসকল সম্বন্ধে আমরা ঠিক পশুদের ন্যায়; যাহারা কেবল ইন্দ্রিয়ের বশীভূত তাহাদিগকে পশুর সঙ্গে তুলনা করা হয়। এই দুই ভূমি ছাড়াইয়া উচ্চতর ভূমিতে আরোহণ করিলে দেখিতে পাই যে, মনুষ্য আপন উন্নত বুদ্ধি সহকারে নানাবিধ শারীরিক ও মানসিক অভাব সকল মোচন করিতেছে এবং জড় ও পশু প্রকৃতিকে বুদ্ধির বশীভূত করিয়া আপনার ও জনসমাজের অনেক উপকার সাধন করিতেছে। কিন্তু আমাদের জীবন এখানে পরিসমাপ্ত হয় না, ইহা হইতে উচ্চতর মঞ্চ আছে; তথায় মনুষ্য ঈশ্বরমন্ত্রে দীক্ষিত হয়। তাহার বুদ্ধি জ্ঞান ও সংস্কার ঈশ্বর জ্ঞানের প্রতিবিম্ব মাত্র এবং তাহার প্রেম পবিত্রতা প্রভৃতি সমুদায় ভাল ভাব তাঁহার দেবভাবের উচ্ছ্বাস। এ রাজ্যে ঈশ্বরের সঙ্গে মনুষ্যের সাক্ষাৎ যোগ হয়। মনুষ্য আপনার বুদ্ধি ও চেষ্টাতে সত্য ও সাধুতা সঞ্চয় করে না, কিন্তু ঈশ্বর তাহার হৃদয়-মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া সত্য ও সাধুতা নিয়ত প্রেরণ করেন এবং আত্মপরিচয় দেন। তিনি মনুষ্যের ন্যায় কথায় উপদেশ দেন না, পুস্তক লিখিয়াও শিক্ষা দেন না। তোমাদের স্বাভাবিক সংস্কারগুলিই তাঁহার সাক্ষাৎ উপদেশ, তোমাদের প্রকৃতিমূলক স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাসই তাঁহার রচিত ধর্ম্মশাস্ত্র। অতএব শ্রদ্ধার সহিত উহা দেববাক্য বলিয়া গ্রহণ করিবে এবং সাধন করিবে।

তোমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র কি তোমরা জানিলে। এখন এই শাস্ত্র হইতে ঈশ্বরের স্বরূপ কি তাহা নির্ণয় করিতে হইবে। আমাদের প্রত্যেকের

অন্তরে অনন্তের ভাব নিহিত আছে; ইহা একটী স্বাভাবিক সংস্কার। শিক্ষা দ্বারা আমরা ইহা লাভ করি না, বাহ্য জগৎ হইতেও ইহা পাওয়া যায় না। বাহিরে যাহা কিছু দেখি সকলই পরিমিত, অন্তবিশিষ্ট, সুতরাং উহা পর্য্যালোচনা করিলে কখনই অনন্তের জ্ঞান উপলব্ধি করা যায় না। পরিমিত হইতে অপরিমিত কিরূপে জানিব? এই অনন্তের জ্ঞান মনের একটি স্বাভাবিক ও সহজ জ্ঞান। ইহা এরূপে মনকে অধিকার করিয়া রহিয়াছে যে কেহই ইহা অতিক্রম করিতে পারে না। মনুষ্য স্বভাবতঃ এক অনন্ত পদার্থের প্রতি বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারে না। অনন্তের জ্ঞান অমিশ্রিত ভাবে মনে উদিত হয় না; ইহা অন্যান্য ভাবের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে; বুঝিবার সময় আমরা বিভিন্ন করিয়া লই। অর্থাৎ আমরা কেবল অপরিমিত ও অসীম ভাবিতে পারি না, কোন অসীমগুণবিশিষ্ট পদার্থ আমরা চিন্তা করি। অসীম ভাবিবার পূর্ব্বে আমরা জানিতে চাই কোন্ গুণের সঙ্গে অসীম ভাবিব? অসীম শক্তি কি অসীম প্রেম? এক্ষণে দেখা যাউক, এই অনন্তের ভাব কি রূপে মনের মধ্যে প্রস্ফুটিত হয়। প্রথমতঃ আমরা আপনাকে চিন্তা করিবার সময়, শক্তি উপলব্ধি করি। আমি কে? না কতকগুলি শক্তির সমষ্টি। শক্তি ছাড়া 'আমি' কেহ ভাবিতে পারে না। দেখিবার শক্তি, চলিবার শক্তি, চিন্তাশক্তি এই সকল শক্তি যিনি প্রকাশ করিতেছেন তিনিই 'আমি'। কিন্তু আমি যতই আমার শক্তি ভাবি, ততই দেখি যে উহা ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ শক্তি। আমি কিছু কিছু কার্য্য করিতে পারি, অনেক বিষয় পারি না। আমার বলের সঙ্গে দুর্ব্বলতা আছে। আমার ইচ্ছা যত দূর যায়, শক্তি তত দূর যায় না। আমার ক্ষুদ্র শক্তি নির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিতে গেলেই এক উচ্চতর শক্তি উহাকে বাধা দেয়। আবার দেখি যে, এই ক্ষুদ্র শক্তি আপনি আপনাকে সৃজন করে নাই, আপনি আপনাকে এক নিমেষও রক্ষা করিতে পারে না। ইহা স্বতন্ত্র নিরবলম্ব নহে, ইহা সৃষ্ট এবং আশ্রিত। আমাদের প্রতিজনের শক্তি এক আদি পূর্ণ শক্তিকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। ঘড়ী নির্ম্মাণ করিয়া কারিকর যেমন উহাকে ছাড়িয়া দেয় এবং উহা আপনাপনি চলে, আমাদের

সঙ্গে আমাদের স্রষ্টার সে রূপ সম্বন্ধ নহে। আমরা প্রতিক্ষণ বুঝিতেছি যে আমরা নিজের বলে এক মিনিট বাঁচিতে পারি না; আপনি আপনাকে সৃজন করি নাই, আপনি আপনাকে রক্ষা করিতেও পারি না। আর এক শক্তি হইতে আমাদের এই শক্তি উৎপন্ন হইয়াছে এবং সেই শক্তিকে ধারণ করিয়া ইহা জীবিত রহিয়াছে। চক্ষু কি নিজের বলে দেখে, না কর্ণ নিজ শক্তিতে শ্রবণ করে, না মন আপন বলে চিন্তা করে? ইহাদের কাহারও স্বতন্ত্র শক্তি নাই, আমার শারীরিক ও মানসিক সকল শক্তি এক মূল শক্তির উপর সংস্থাপিত। উপনিষদে লিখিত আছে ঈশ্বর আমাদের "চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, প্রাণের প্রাণ।" তিনি যদি আমাদের সকল শক্তি কাড়িয়া লন, আমাদের দর্শন, শ্রবণ, মনন এখনি বন্ধ হইয়া যায়, এবং জীবন একেবারে ধ্বংস হইয়া যায়। আমরা স্বভাবতঃ বিশ্বাস করি যে আমাদের অপূর্ণ শক্তি এক পূর্ণ অনন্ত আদি শক্তির উপর নির্ভর করিতেছে এবং সেই শক্তির অবলম্বন ভিন্ন ইহা কখনই থাকিতে পারে না। সে শক্তি অবশ্যই অনন্ত মানিতে হইবে, নতুবা সে শক্তি আবার কিসের উপর নির্ভর করিবে? ক্ষুদ্র পরিমিত শক্তির আশ্রয় স্থান অনন্ত শক্তি ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না; অপূর্ণ শক্তি আপনি থাকিতে পারে না বলিয়া স্বভাবতঃ আমরা উহার মূলে এক পূর্ণ শক্তি আছে বিশ্বাস করি। দেখ, শক্তি ভাবিতে গেলেই অনন্ত শক্তি আসিয়া পড়ে। সেই অনন্ত পূর্ণ শক্তি যাঁহার আছে তাঁহাকে আমরা ঈশ্বর বলি। তাঁহার সর্ব্বশক্তিমান স্বরূপ এইরূপে আমরা উপলব্ধি করি। অপরাপর স্বরূপও এইরূপে নিষ্পন্ন হয়। আমাদের শক্তি যেমন জ্ঞানও সেইরূপ পরিমিত। আমরা অতি অল্পই জানি, জানি না এমত সত্য অনেক আছে। মনুষ্য যতই পণ্ডিত হউন না, তাঁহার জ্ঞানের সীমা আছে, সে সীমা কখনই অতিক্রম করা যায় না। কিন্তু এই পরিমিত জ্ঞানের যিনি কারণ তাঁহার জ্ঞান অসীম। যিনি আমাদিগকে বিদ্যা বুদ্ধি দিতেছেন তিনি স্বয়ং জ্ঞানের আধার। যিনি আমাদিগকে কিছু কিছু দেখাইতেছেন ও জানাইতেছেন তিনি স্বয়ং সমুদয় দেখিতেছেন ও জানিতেছেন। যাঁহার জ্ঞানের উপর আমরা নির্ভর করিতেছি

তাঁহাতে অজ্ঞান নাই। আমাদের অন্তরে যাঁহা হইতে কিয়ৎপরিমাণে সত্যের আলোক আসিতেছে, তিনি স্বয়ং পূর্ণ সত্যের সূর্য্য। আমরা অল্প জ্ঞানে জ্ঞানী, তিনি নিজেই জ্ঞান, তিনিই পূর্ণ চৈতন্য। দেখ কেমন জ্ঞানের সঙ্গে অনন্তের যোগ হওয়াতে আমরা বাধ্য হইয়া অনন্ত জ্ঞান স্বীকার করিলাম। আমরা ঈশ্বরের কোন্ লক্ষণটী পাইলাম? সর্ব্বজ্ঞ। আবার যখন আমাদের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করি ও প্রেম ভাবের আলোচনা করি তখন দেখি যে উহার ভিতরেও অনন্তের ভাব আসিয়া যোগ দেয়। মনুষ্যের প্রেম অন্তবিশিষ্ট, উহা কতক দূর যায়, আর যাইতে পারে না। পূর্ণ ভালবাসা জগতে কাহার আছে? আমাদের প্রণয় অপ্রণয়ের সঙ্গে মিশ্রিত, আমাদের অল্প প্রেমের চারি দিকে অনেক অপ্রেম রহিয়াছে। কিন্তু যথার্থ প্রেম পূর্ণ হইবেই হইবে, আমরা অপূর্ণ ভালবাসাকে যথার্থ প্রেম বলিতে পারি না। যিনি আমাদিগকে প্রেম দিয়াছেন তিনি অবশ্যই প্রেমময়, তিনি কেবলই প্রেম, তাঁহাতে অপ্রেম থাকিতে পারে না। সকল প্রেমের মূল অনন্ত প্রেম। অনন্তের সঙ্গে প্রেমের যোগ করিলে আমরা পূর্ণ মঙ্গলময় ঈশ্বরকে লাভ করি, ঈশ্বরের শুদ্ধ স্বভাবও এইরূপে উপলব্ধ হয়। আমরা ধর্ম্মনিয়ম পালন করিয়া পুণ্যবান্ হই, কিন্তু অনেক সময় আমরা ধর্ম্মনিয়ম লঙ্ঘন করিয়া থাকি, আমাদের পুণ্যের সঙ্গে সঙ্গে অনেক দোষও আছে। যথার্থ পুণ্য কিঞ্চিন্মাত্র দোষসংস্পৃষ্ট হইতে পারে না। সম্পূর্ণ দোষশূন্য না হইলে শুদ্ধ বলা যায় না। যিনি ধর্ম্মনিয়ন্তা হইয়া আমাদিগকে শাসন করিতেছেন, তিনি ধর্ম্মের আদর্শ, তিনি পরিশুদ্ধ। তাঁহাকে পাপ স্পর্শ করিতে পারে না। আমাদের অল্প পুণ্য চিন্তা করিলে পূর্ণ পবিত্রতা না ভাবিয়া থাকা যায় না। দোষবিশিষ্ট মানবধর্ম্ম দেখিলে পূর্ণ ধর্ম্ম মানিতেই হইবে। আমাদের পুণ্য ভাবের সঙ্গে অনন্তের যোগ হইবামাত্র আমরা শুদ্ধ ঈশ্বরের দর্শন পাই।

কেমন সহজে ঈশ্বরের চারিটি লক্ষণ প্রতিপন্ন হইল,—সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বমঙ্গলময় ও সর্ব্বশুদ্ধ। এইগুলির মধ্যে একটি সাধারণ ভাব বর্ত্তমান রহিয়াছে—অনন্ত। তাঁহার শক্তি, জ্ঞান, দয়া ও পবিত্রতা সকলি

অনন্ত ও অসীম। তাঁহার প্রত্যেক গুণ অনন্ত। আমাদের হৃদিস্থিত স্বাভাবিক অনন্তের ভাব চারিটি গুণের সঙ্গে যুক্ত হইয়া ঈশ্বরকে জানাইয়া দেয়। আরও দুইটি লক্ষণ সে দিন উল্লেখ করিয়াছিলাম। কালের ও আকাশের সঙ্গে অনন্ত ভাব সংযুক্ত হইলে নিত্য ও সর্ব্বব্যাপী গুণদ্বয় সিদ্ধান্ত হয়। ঈশ্বর অসীম আকাশে বর্ত্তমান, তিনি চিরকাল আছেন ও থাকিবেন। দেখ এক অনন্তের সূত্র ধরিয়া মনুষ্য স্বভাবতঃ ঈশ্বরজ্ঞান লাভ করে। তোমরা ইতিপুর্ব্বে শুনিয়াছ যে বহির্জগৎ হইতে স্রষ্টার শক্তি, জ্ঞান ও দয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। হৃদয়ের অভ্যন্তরেও তোমরা ইহার সায় পাইলে। দুই দিক হইতে প্রমাণ আসিয়া ঈশ্বরজ্ঞান উজ্জ্বল ও সুদৃঢ় করিল। আমরা অন্তরেই দেখি আর বাহিরেই দেখি মানবপ্রকৃতি এরূপ যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও স্বরূপে বিশ্বাস না করিয়া আমরা ক্ষান্ত থাকিতে পারি না। যাঁহারা বলেন, ধর্ম্মপুস্তক অথবা গুরুর উপদেশ ভিন্ন ঈশ্বরের উল্লিখিত লক্ষণগুলি জানা যায় না তাঁহারা ঘোর ভ্রমে নিপতিত। ঐ পুস্তক ও গুরু আমাদের হিতের জন্য অভ্রান্ত সত্য শিখাইবার ভার লইয়া ঈশ্বরের নিকট হইতে প্রেরিত হইয়াছে, অগ্রে এইটি স্বীকার করিতে হইবে, তবে তো আমরা ঐ পুস্তক ও গুরুকে গ্রহণ করিব, নতুবা আমরা কেন উহাদের কথা বিশ্বাস করিব? অতএব স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে বাহ্যিক পুস্তকাদি বিশ্বাস করিবার পূর্ব্বে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও তাঁহার হিতেচ্ছা, ক্ষমতা ও পবিত্রতা মানিতে হয়। বাস্তবিক ব্রহ্মজ্ঞান স্বাভাবিক সংস্কারমূলক। যত দিন আমাদের এই স্বভাব থাকিবে তত দিন যে কেবল ঈশ্বরকে স্বীকার করিতে হইবে তাহা নহে, তাঁহাকে অস্বীকার করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইবে। জগদ্‌গুরুর সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ জীবন্ত যোগ, তাঁহাকে যে উদাসীন ভাবে শুষ্ক জ্ঞান দ্বারা জানিতেছি তাহা নহে, তাঁহাকে আশ্রয় ও অবলম্বনরূপে নিয়ত উপলব্ধি করিতেছি। আমাদের শক্তি, জ্ঞান, দয়া ও পুণ্য তাঁহার অনন্ত শক্তি জ্ঞান দয়া ও পুণ্যের উপর নির্ভর করিতেছে এবং সেই স্বর্গীয় উৎস হইতে নিরন্তর উৎসারিত হইতেছে। এই যোগসূত্রে আমরা তাঁর সঙ্গে গ্রথিত, কোন মতে উহা আমরা অতিক্রম করিতে পারি না। এই চারিটী প্রণালী দিয়া দেবভাব আমাদের ভিতর আসিতেছে যেটীতে বিশ্বাস-

তরী যাইবে; অবশেষে সেই অনন্তের নিকট উপনীত হইবেই হইবে যাঁহার সঙ্গে এমন নিগূঢ় জীবন্ত যোগ তাঁহাকে কিরূপে অস্বীকার করিবে?

স্বাধীনতা।

শুক্রবার, ২৮শে বৈশাখ. ১৭৯৫।

ধর্ম্মবিজ্ঞানের ন্যায় নীতিবিজ্ঞানের মূলেও কতকগুলি স্বাভাবিক সংস্কার আছে। তাহা বহির্ব্বিষয় হইতে পাওয়া যায় না, পুস্তক হইতেও আমরা শিক্ষা করি না। ঐ সকল সংস্কার আপনা হইতেই আমাদের মনে আইসে এবং আমাদের প্রকৃতিই উহার একমাত্র প্রমাণ। আমরা স্বাধীন ও আমাদের কতগুলি কার্য্য করা উচিত, এই দুইটি বিশ্বাস কোথা হইতে অমরা পাইলাম? কে আমাদিগকে শিখাইয়া দিল? কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলেই আমরা বুঝিতে পারিব যে, উহা স্বতঃসিদ্ধ ঈশ্বরপ্রদত্ত জ্ঞান। এই দুইটি সত্য না মানিলে নীতিবিজ্ঞান একেবারে অসম্ভব হইয়া যায়। এই স্তম্ভদ্বয়ের উপর নীতিশাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত। মনুষ্যের স্বাধীনতা ও ঔচিত্য অস্বীকার করিয়া তাহাকে নিকৃষ্ট জন্তু ও জড়ের সঙ্গে সমান করিলে তাহার পক্ষে আর ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের প্রভেদ থাকে না; ঈশ্বর বা জনসমাজের নিকট তাহার দায়িত্ব থাকে না। যদি নীতিসাধনের স্বাধীন শক্তি না রহিল, যদি উচিত ও অনুচিত জ্ঞানের লেশমাত্র না রহিল, তবে মনুষ্যের পক্ষে নীতিশাস্ত্র ও উহার শাসন কি প্রকারে সম্ভব হইবে? অবস্থা ও প্রকৃতি পরতন্ত্র হইলে ধর্ম্মপালনে অধিকার থাকে না, যেমন জড় ও পশু। কেবল স্বাধীন মনুষ্যেরই ঐ অধিকার আছে। অতএব স্বাধীনতা ও কর্ত্তব্য জ্ঞান সর্ব্বাগ্রে মানিতেই হইবে, নতুবা নীতিবিজ্ঞান পত্তনবিহীন গৃহ ও মূলবিহীন বৃক্ষের ন্যায় অসম্ভব হইবে। ঈশ্বর এই দুইটি মূল সত্য আমাদের প্রতি-জনের প্রকৃতি মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছেন, সুতরাং স্বভাবতঃ ও সহজে আমরা উহা উপলব্ধি করি, বিদ্যা বুদ্ধির প্রয়োজন হয়

না। জ্ঞানী মূর্খ সকলের পক্ষে ঐ জ্ঞান সুলভ। কেবল সুলভ নহে, স্বভাবের অনুরোধে ঐ সত্যে বিশ্বাস করিতেই হইবে। যাহারা মুখে বিশ্বাস করে না এবং নানারূপ কুতর্ক দ্বারা উহা অসিদ্ধ প্রমাণ করিতে চেষ্টা করে, তাহাদের মন কখনই উহা অতিক্রম করিতে পারে না। বাহিরে তাহারা যেরূপ বলুক না, তাহাদের অন্তরে অনুসন্ধান করিলে এই দুই সত্যের স্পষ্ট প্রমাণ নিশ্চয়ই পাওয়া যায়। যাহা হউক, এই বিষয় ভাল করিয়া, তোমাদের আলোচনা করা কর্ত্তব্য। যদিও তোমরা আত্মাকে স্বাধীন বলিয়া বিশ্বাস কর এবং পশুর সঙ্গে সমান কখনই মনে করিতে পার না, তথাপি এতৎসম্বন্ধে যে সকল কুতর্ক আছে তাহা ছেদন করা ও আপত্তি খণ্ডন করা তোমাদিগের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। তাহা হইলে তোমাদের সরল বিশ্বাস আরও দৃঢ়ীভূত হইবে, এবং সন্দেহতরঙ্গে কদাপি আন্দোলিত হইবে না।

পৃথিবীতে এমন লোক অনেক আছে, এমন পণ্ডিতও আছে, যাহারা স্বাধীনতা মানে না, কিংবা মানিতে চাহে না। ইহা স্বীকার করিতে গেলে ধর্ম্মাধর্ম্ম দায়িত্ব সমুদায় মানিতে হয়, এবং অনেক সুখ ও সম্পত্তির পথ বন্ধ করিতে হয় এবং সর্ব্বদাই পুণ্যের কঠোর ব্রত পালন করিতে হয়। এজন্য অনেক সুখপ্রিয় ও সংসারাসক্ত ব্যক্তি আত্মার স্বাধীনতা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হয় এবং বিজ্ঞানকে আপনাদের স্বেচ্ছাচারের প্রতিপোষক করিতে চেষ্টা করে। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতদিগের মধ্যে এমন একটি সম্প্রদায় আছে, যাহারা ভ্রান্ত যুক্তি দ্বারা মনুষ্য নিয়মের অধীন সিদ্ধান্ত করিয়া ঐ মত জগতে প্রচার করিয়াছে। এই নিয়তিবাদীদের মধ্যে অনেক সুযোগ্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির নাম দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা কোন ক্রমেই স্বাধীনতা স্বীকার করিবে না এবং ইহারা নীতি-শাস্ত্র সম্পূর্ণরূপে ভ্রমমূলক বলিয়া পরিত্যাগ করে। তাহারা বলে, সিংহ ব্যাঘ্র যেমন কুপ্রবৃত্তির দাস হইয়া কার্য্য করে, মনুষ্যও ঠিক সেই-রূপ; সে স্বাধীন ব'লে ইন্দ্রিয় দমন করিতে পারে না, ইন্দ্রিয় তাহাকে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়ায়। তাহার জীবনের সমুদায় চিন্তা ভাব ও কার্য্য অবশ্যম্ভাবী, তাহার উপরে আত্মার কিছুমাত্র কর্তৃত্ব নাই। এ ভয়ানক মত

দ্বারা জগতের কত অনিষ্ট হইয়াছে তাহা সহজেই অনুভব করা যায়। আবার যাহারা স্বাধীনতার মত স্বীকার করে, তাহাদের মধ্যেও অনেকে সময়ে সময়ে তাহার বিরুদ্ধ ভাব সকল প্রকাশ করিয়া ফেলে। তোমরা হয়তো কখন কখন পাপের প্রাবল্যের পরিচয় দিবার সময় বল যে, মন কোন প্রকারে বশ হইল না এবং পাপস্রোতে ভাসিয়া গেল; কিংবা হয়তো কোন বিশেষ অভ্যস্ত পাপের সম্বন্ধে বল যে এটি আমি কখনই ছাড়িতে পারিব না, আমি উহার রজ্জুতে এমনি বদ্ধ হইয়া রহিয়াছি। ভাষার মধ্যে এমন অনেক শব্দ দেখিতে পাওয়া যায় যাহা আত্মার অধীনতা ব্যঞ্জক। "মায়া শৃঙ্খলে বদ্ধ," "পাপস্রোতে পরিচালিত," "প্রলোভনে আকৃষ্ট," "অভ্যাসের দাস," এবম্প্রকার শব্দ প্রয়োগ করিলে বোধ হয় যেন অবস্থা বিশেষে মন যে অধীন হইয়া পাপের হস্তে পতিত হয় তাহা স্বীকার করা হইতেছে। যাহাহউক, এ সকল কথা যে ভাবে ব্যবহৃত হউক না কেন, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, অনেক ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিরাও সময়ে সময়ে আত্মসংযমে নিরাশ হইয়া কামক্রোধাদি রিপুকুলকে দুর্জ্জয় বলিয়াছেন। তোমাদের মধ্যে যাহারা অত্যন্ত রাগী, তাহারা রাগ দমনে অক্ষম হইলে কি সেই সময় বলে না যে, মনের উপর আমাদের কিছুই কর্তৃত্ব নাই, এত চেষ্টা করিয়াও পাপের অধীনতা গেল না? এ সকল ভাব কেন আইসে ও ইহার মধ্যে যথার্থ ও নিগূঢ়তত্ত্ব কিছু আছে কি না তাহা সমালোচনা করিয়া দেখা উচিত। আমাদের প্রকৃতি যে স্বাধীন অথচ আমরা যে সময়বিশেষে কুপ্রবৃত্তির দাস হইয়া পড়ি এ উভয়ই সত্য। কিন্তু ইহার সামঞ্জস্য কিরূপে হইবে? মনের প্রকৃতি কিরূপ ও উহার সঙ্গে প্রবৃত্তি ও প্রলোভনের কেমন সম্বন্ধ তাহা বুঝিতে পারিলেই এ বিষয়ের মীমাংসা হইবে।

স্বাধীনতাপ্রতিবাদীদিগের মত কি তাহা আগে স্পষ্টরূপে বর্ণনা করি, পরে তাহার ভ্রম ও অযৌক্তিকতা প্রমাণ করিব। তাহাদের মত এই;—মনুষ্যের মন কেবল কতকগুলি চিন্তা ও ভাবের সমষ্টি; সেই সকল চিন্তা ও ভাব ভৌতিক ঘটনার ন্যায় অপরিবর্ত্তনীয় প্রাকৃতিক

নিয়মের বশবর্ত্তী। জড় জগৎ যেমন কার্য্যকারণশৃঙ্খলে বদ্ধ, মনও সেইরূপ। দুইই নিয়মের অধীন, এবং কাহারও সে নিয়মকে অতিক্রম করিবার স্বাধীন ক্ষমতা নাই। মনুষ্যের মনে যে ভাল মন্দ ভাব আইসে তাহা তাহার ইচ্ছায় নহে, সে সমুদয় অবস্থানিবন্ধন। অবস্থা যেমন, মনের ভাব তেমনি হইবে। কারণ থাকিলে কার্য্য অবশ্যই হইবে। প্রকৃতি, শিক্ষা, সঙ্গ, অভ্যাস ও সাংসারিক অবস্থা যেরূপ, মনুষ্যের চরিত্র সেইরূপ হইয়া থাকে। বাল্যকাল হইতে এই সকল কারণ অনুসারে কার্য্য হইতে থাকে এবং চরিত্র সংগঠিত হয়। পরে যে সকল ভাব, চিন্তা, কথা ও অনুষ্ঠান দেখা যায়, সে সমুদায়ের কারণ পূর্ব্বে অনুসন্ধান করিলে অবশ্যই পাওয়া যায়। আজ এখন কেহ একটি পাপ করিল। কেন করিল যদি ইহার কারণ নিরূপণে প্রবৃত্ত হই তাহা হইলে হয়তো তাহার একটি বাল্য-সংস্কার কিংবা বিদ্যালয়ের শিক্ষকের অসৎ উপদেশ কিংবা কুসঙ্গ হইতে ঐ পাপ কার্য্যের উৎপত্তি ইহা স্বীকার করিতে হইবে। কোন একটি কার্য্য সহসা অনুষ্ঠিত হয় না, উহার পূর্ব্বে অনেক ইচ্ছা ও যুক্তি কারণ রূপে উপস্থিত হইয়া উহার উত্তেজক হয়। কার্য্য করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে একটী ইচ্ছা অথবা কামনা চাই, পরে সেই ইচ্ছা চরিতার্থ করা ভাল কি না তাহার বিচার হয়; দুই দিকের যুক্তি মধ্যে কোনটি প্রবল তাহার মীমাংসা হয়; এইটি স্থির হইলে সঙ্কল্প হয়; সঙ্কল্পের পর প্রতিজ্ঞা, প্রতিজ্ঞার পর অঙ্গ সঞ্চালন ও কার্য্য। মনের মধ্যে যতগুলি ব্যাপার হইল, এ সমুদয় একটির পর একটি কার্য্যকারণসূত্রে গ্রথিত, তাহার অন্যথা হইতে পারে না; তাহার উপরে মনুষ্যের হস্ত নাই। এমন কি কেহ কেহ এরূপ বলিয়া থাকে যে, মনুষ্যের দোষ গুণের কারণ তাহার শৈশবাবস্থায় পর্য্যবসিত হয় না, কিন্তু তাহার পিতা পিতামহকে অতিক্রম করিয়া পূর্ব্বপুরুষ হইতেও আরম্ভ হয়। বংশপরম্পরায় স্বভাবের দোষ গুণ কার্য্যকারণের স্রোতে চলিয়া আসিতেছে, কেহ বাধা দিতে পারে না। এ প্রকার যুক্তিতে এই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে আমরা ভাল মন্দ যে কোন কার্য্য করি তাহার আদিকারণ আমরা নহি, কিন্তু আমাদের বাসনা, চিন্তা, সঙ্গীদের দৃষ্টান্ত, শিক্ষকগণের উপদেশ, পিতা মাতার স্বভাব,

পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রকৃতি, দেশাচার ইত্যাদি। নিয়তি বা অধীনতাবাদীদের মতানুসারে এই সমুদায় ব্যাপার যদি বাস্তবিক আমাদের দোষ গুণের কারণ হয় তাহা হইলে আর মনুষ্যের কিছুমাত্র স্বাধীনতা রহিল না। তৃণ যেমন স্রোতে ভাসিয়া যায়, মানুষ সেইরূপ অবস্থা ও প্রবৃত্তির স্রোতে ভাসিয়া যায়।

এই অনিষ্টকর মতের ভ্রম কোথায় তাহা কি তোমরা দেখিতে পাইয়াছ? আপাততঃ শুনিতে ইহা নিতান্ত অযৌক্তিক বা জঘন্য বোধ হয় না। বরং ইহার বাহ্যিক চাকচিক্যে অনেকে মোহিত হইতে পারেন। কিন্তু সাবধান! ইহার ভিতরে গূঢ়রূপে ও প্রচ্ছন্নভাবে ভয়ানক ভ্রম লুকাইয়া রহিয়াছে, তাহা বাহির করিয়া খণ্ডন করিতে হইবে। অধীনতাবাদীদের মতে মন কিছুই নহে, "আমি" বলিয়া কিছুই নাই; কেবল কতকগুলি ভাব কার্য্য কারণ সূত্রে পরে পরে আইসে। যেটী পরে আইসে তাহার কারণ তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ভাব, এইরূপে কারণের কারণ ও তাহার কারণ অন্বেষণ করিতে হইলে ক্রমাগত একটী সূত্র ধরিয়া পশ্চাতে যাইতে হইবে। স্বাধীনতাবাদীদের মতে মন স্বয়ং সমুদায় কার্য্যের কারণ। জীবন একটী গোলাকার বস্তুর ন্যায়, উহার পরিধি সমুদায় চিন্তা ভাব ও কার্য্য, মনরূপ মধ্যবিন্দুর সঙ্গে যুক্ত রহিয়াছে। প্রত্যেকের কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে ঐ মধ্যবিন্দুতে উপস্থিত হইতে হইবে, ঐ শেষ সীমা আর অতিক্রম করিয়া যাইবার সম্ভাবনা নাই। যাবতীয় কার্য্যের হেতু ঐ বিন্দুতে পর্য্যবসিত হয়, ঐ স্থলেই সকলের উৎপত্তি। মনুষ্য আপনি আপনার দোষ গুণের আদি কারণ। এক মতে তোমরা দেখিলে কার্য্যের কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া একটী যেন দীর্ঘ সূত্র ধরিয়া ভূতকালের বাহ্যিক ও আন্তরিক ঘটনাবলীর মধ্য দিয়া ক্রমাগত পশ্চাতে যাইতে হইল, কারণের পর কারণ বহুদূর পর্য্যন্ত লক্ষিত হইল। অপর মতে সমুদায় কার্য্য মধ্যবিন্দুস্থিত মন রূপ একমাত্র কারণ হইতে সমুৎপন্ন, আর দ্বিতীয় কারণ নাই। এক মতে ভাবের কারণ ভাব, অবস্থার হেতু অবস্থা। অপর মতে সমুদায় ভাব চিন্তা ও কার্য্যের এক মাত্র হেতু "আমি"। তুমি কেন মিথ্যা কথা বলিলে, তুমি কেন প্রতিবাসীর প্রাণ বধ করিলে? এক পক্ষ এই উত্তর দিবেন,

লোভ অসৎসঙ্গ প্রভৃতি ইহার কারণ; অপর পক্ষ বলিবেন আমি ইচ্ছা পূর্ব্বক ঐ পাপ করিয়াছি, উহার কারণ আমার স্বাধীন ইচ্ছা। এই শেষোক্ত মতটী যে যথার্থ তাহা তোমরা সহজেই বুঝিতে পারিবে। তোমাদের নিজের মন কি ইহাতে সায় দিতেছে না? ইহার একমাত্র প্রমাণ তোমাদের স্বাভাবিক সহজ জ্ঞান। মনকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিবে যে তোমাদের যত দোষ গুণ তাহার কারণ কেবল তোমাদের স্বাধীন ইচ্ছা। আমাদের যেমন ইচ্ছা আমরা সেইরূপ কার্য্য করি। ইচ্ছা হইলে সত্য বলি, সৎকার্য্য করি; ইচ্ছা হইলে মিথ্যা বলি, অসদনুষ্ঠান করি। ইচ্ছার উপরে আর কোন কারণ নাই। যদি জিজ্ঞাসা কর, ভাল বা মন্দ দিকে যাইবার ইচ্ছা কেন হয়? কতকগুলি অভিসন্ধি ও পূর্ব্বসংস্কার কি ইহার কারণ নহে? ইহার উত্তর স্থলে আমি আবার এই প্রশ্ন করি যে সেই অভিসন্ধি ও সংস্কার গুলি গ্রহণ করিবার কারণ কি মনুষ্যের স্বাধীন ইচ্ছা নহে? তোমরা যে কারণ নির্দ্দেশ কর না কেন, তাহার কারণ আবার স্বাধীন ইচ্ছা, ইহা সকল কারণের মূল কারণ। এক জন দাসী ক্ষুদ্র শিশুর অলঙ্কার দেখিয়া লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া তাহাকে অন্ধকারে বধ করিল এবং অলঙ্কার গুলি হস্তগত করিল। এই শিশু-হত্যা কার্য্যের কারণ যদি প্রলোভন হয় তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই যে সে প্রলোভনের প্রাবল্যের কারণ কি সেই দাসী নিজে নহে। পাপে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে সে চারি দিক ভাবিয়া দেখিয়াছিল, অনেক বিবেচনা করিয়াছিল, ধর্ম্মের দিকেও এক এক বার তাহার দৃষ্টি পড়িয়াছিল, কিন্তু অবশেষে সে অলঙ্কার গ্রহণ করিব এরূপ সিদ্ধান্ত কেন করিল, ধর্ম্মের শাসন কেন মানিল না? ইহার কারণ স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, তাহার আপনার ইচ্ছা। কাম ক্রোধাদি প্রবৃত্তি অথবা যুক্তি অভিসন্ধি বা সংস্কার কখনই আমাদের কার্য্যের কারণ হইতে পারে না। তাহারা আমাদিগকে টানে না, আমরা তাহাদের দিকে যাই। তাহাদের নিজের বল নাই, আমরা তাহাদিগকে বল দান করি, তাই তাহাদের এত বল হয়। যদি টাকা দেখিয়া কেহ তাহা চুরি করিতে যায়, সে কি টাকার দোষ? চোর বলিতে পারে টাকা তাহাকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিল। কিন্তু টাকার মোহিনী

শক্তি কোথা হইতে আসিল। টাকার আকর্ষণের কারণ সেই ব্যক্তি। এমন লোক আছে যাহারা টাকা দেখিলে আসক্ত হয় না, তাহাদের উপর স্বর্ণ অলঙ্কারের কিছু মাত্র শক্তি নাই। মদ দেখিলে এক জন খুব আসক্ত হইয়া পড়ে আর এক জনের কিছুই হয় না; সুতরাং মানিতে হইবে যে মদের আপনার আকর্ষণ কিছুই নাই। যে মদ পান করে তাহার ইচ্ছা না হইলে মদ তাহাকে কখনই বশীভূত করিতে পারে না।

আমাদের সম্মুখে অনেক প্রকার বস্তু আছে, অন্তরে অনেক সংস্কার ও প্রবৃত্তি আছে; আমরা কতকগুলি বাছিয়া লইয়া তদনুসরণ করি। দুষ্প্রবৃত্তির দিকে গেলে মন্দ কার্য্য করি, ধর্ম্মভাবের আশ্রয় লইলে আমরা ভাল কার্য্য করি। এই দুই পথের মধ্যে আমরা যে এক পথ মনোনীত করি তাহা কেবল আমাদের স্বাধীন ইচ্ছার জন্য। অভিসন্ধি পরবশ হইয়া মনুষ্য যে কার্য্য করে তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু মন্দ অভিসন্ধি ছাড়িয়া ভাল ভাবকে নেতা করা নিশ্চয়ই আমাদের ইচ্ছাধীন। কোন অবস্থা আমাদিগকে মন্দ পথে টানিয়া লইয়া যাইতে পারে না যদি আমরা সম্মত না হই। কোন বস্তু আমাদিগকে আকর্ষণ করিতে পারে না যদি আমরা উহাকে আকর্ষণ করিবার ক্ষমতা অর্পণ না করি। কোন আসক্তি প্রবল হয় না যদি আমরা বারংবার অভ্যাস দ্বারা উহাকে প্রবল না করি। এখন বুঝিলে তো ধর্ম্ম সম্বন্ধে আর কেহ আমাদিগকে বধ করে না, আমরা আত্মহত্যা করি। আমার সমস্ত পাপের কারণ আমি। এ সমুদায় যুক্তি কেহ অস্বীকার কবিতে পারেন না, কেননা সকলে আপনা আপনি অনুভব করিয়া দেখিলেই ইহার যথার্থতা বুঝিতে পারেন। মুখে কুতর্ক করিলে কি হইবে? আপনার দোষ ঢাকিবার জন্য আপনাকে ঘটনার দাস বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা পাইলে কি হইবে? মনের স্বাধীনতার পক্ষে মন যে নিজে সাক্ষী হইয়া নিয়ত সাক্ষ্য দান করিতেছে। প্রত্যেক ব্যক্তি অন্তরে জানেন যে তাঁহার কথায় ও কার্য্যে যত কিছু অন্যায় আছে তাহার কারণ তাঁহার নিজের স্বাধীন ইচ্ছা। চলিত ভাষায় "খুশি" কথাটী আমরা প্রয়োগ করিয়া থাকি, ইহার অর্থ কি? যদি বার বার জিজ্ঞাসা করি কেন এই মন্দ কর্ম্মটী করিলে, তোমরা নানা যুক্তি

দেখাইয়া অবশেষে বিরক্ত হইয়া বলিবে "আমাদের খুশি।" ইহাতে স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে সকলেই জানেন যে তাঁহার সমুদায় কার্য্যের প্রথম কারণ "খুশি," অর্থাৎ স্বাধীন ইচ্ছা। যাহারা আপনাদের সম্বন্ধে একথা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হয়, তাহারা অপরের সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে উহা স্বীকার করে ও তদনুসারে কার্য্য করে। চাকরের কোন একটী দোষ দেখিলে তৎক্ষণাৎ কেন তাহাকে ভৎর্সনা কর; অধিক দোষ করিলে কেন তাহাকে বিচারালয়ে প্রেরণ কর? যদি মনুষ্যপ্রকৃতিকে যথার্থই অধীন বলিয়া বিশ্বাস করিতে তাহা হইলে সেই ভৃত্যের দোষের কারণ তাহার অবস্থা অথবা প্রবৃত্তি ইহা স্বীকার করিয়া তাহাকে দণ্ড দিতে অবশ্যই নিবৃত্ত হইতে। ঐ ভৃত্য যদি বলে "বাজার হইতে সন্দেশ ক্রয় করিয়া আনিতেছিলাম কিন্তু পথে লোভ সামলাইতে না পারিয়া উহার অধিকাংশ আহার করিয়া ফেলিয়াছি," তাহা হইলে তাহার যুক্তি তোমরা গ্রহণ কর না কেন? পশু পক্ষীরা কোন অনিষ্ট করিলে তাহাদিগকে কেহ বিচার করে না, কারাগারেও বদ্ধ করে না। কেবল মনুষ্য দোষ করিলেই তাহার দণ্ড হয়। জড় হউক বা জীব হউক প্রকৃতির শৃঙ্খলে বদ্ধ হইলে দণ্ডনীয় হয় না; প্রবল ঝড়ে যদি একটা প্রকাণ্ড বৃক্ষ পড়িয়া কোন ব্যক্তির প্রাণ নাশ করে আমরা কি ঐ বৃক্ষকে নরহত্যা দোষে দোষী বলিয়া বিচারে আনিতে পারি, না উহাকে কোন দণ্ড বিধান করি? একটী ছাগল কি চড়াই পাখী যদি বিনা অনুমতিতে আমাদের ঘরে আসিয়া ফল শস্যাদি আহার করে আমরা কি উহাদিগকে চোর বলিয়া চৌকীদারের হাতে সমর্পণ করি? মনুষ্য স্বাধীন ইচ্ছাতে পাপ করে এই জন্য তাহার বিচার ও দণ্ড হয়। বিচারপতি, বিচারালয়, দণ্ডবিধি, কারাগার ও প্রহরী, এ সমস্ত যখন জন সমাজে রহিয়াছে তখন স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে যে আমরা আপনাদিগকে ও পরস্পরকে স্বাধীন বলিয়া বিশ্বাস করি। মনুষ্য যে স্বাধীন এ বিশ্বাসটী সকলের অন্তরে নিহিত আছে।

বিবেক।

মঙ্গলবার, ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৫।

নীতি বিজ্ঞানের মূলে যে দুইটী স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান আছে তন্মধ্যে একটীর বিষয় বলা হইয়াছে। অদ্য দ্বিতীয়টী অর্থাৎ কর্ত্তব্যজ্ঞানের তত্ত্ব সমালোচনা করিতে হইবে। ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে মনুষ্যের মনে ঔচিত্য জ্ঞান স্বভাব-ভূমিতে নিহিত আছে। নতুবা এ জ্ঞান কোথা হইতে আসিল? কেহ কেহ বলেন যে পূর্ব্ব পুরুষদিগের উপদেশ, দেশাচার, মহাজন রচিত শাস্ত্র অথবা রাজাজ্ঞা হইতে সদসৎ জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং ঐ সকল কারণ বর্ত্তমান না থাকিলে উক্ত জ্ঞান কখনই হইত না। কিন্তু ঐ সকল বাহ্যিক সহায় গ্রহণ করা ও উহাদের মতে চলা যে 'উচিত' তাহা কে বলিল? অগ্রে উহাদের উপদেশ পালন করা কর্ত্তব্য মানিতে হইবে। পরে ঐ উপদেশ আমরা অবলম্বন করিব। সুতরাং ঔচিত্যজ্ঞান সমস্ত নীতিজ্ঞানের মূল। উহা আদি, স্বাভাবিক বিশ্বাস, উহা অন্য কোন কারণ সম্ভূত নহে। উহা কেহ শিখাইয়া দিতে পারে না। যে বৃত্তি দ্বারা এই জ্ঞান আমরা লাভ করি তাহাকে বিবেক বলা যায়। অন্যান্য মানসিক বৃত্তি ও শক্তি হইতে ইহা বিভিন্ন। স্মৃতি, কল্পনা, বিবেচনা শক্তি, স্নেহ, ক্রোধ প্রভৃতি যে সমুদায় বৃত্তি ও ভাব আছে তাহা কেবল নির্দ্দিষ্ট নিয়মে আপন আপন কার্য্য করে। বিবেকের নিজের তেমন কোন একটী স্বতন্ত্র কার্য্য নাই, কেবল অন্যান্য বৃত্তি ও শক্তি উচিতরূপে কার্য্য করিতেছে কি না তাহা বিবেক জানাইয়া দেয়। অন্য সকলে উচিত কি অনুচিত তাহা ভাবে না, কেবল স্বীয় প্রকৃতি অনুসারে কার্য্য করিয়া যায়। বিবেক প্রত্যেক মানসিক ও শারীরিক কার্য্য সম্বন্ধে ঔচিত্যানৌচিত্য নির্ণয় করে। বিবেক থাকাতেই আমাদের পক্ষে দুই পথ সম্ভব হয়, একটী সৎ ও অবলম্বনীয়, অপরটী অসৎ ও পরিহার্য্য। বিবেক না থাকিলে মনুষ্য জীবনের গতি নিকৃষ্ট জীবদিগের ন্যায় কেবল একই দিকে হইত। বিধি নিষেধ, কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য এরূপ প্রভেদ থাকিত না। বিবেক না থাকিলে আমাদের দেহ

মন যথেচ্ছ কার্য্য করিত এবং তাহাতেই আমাদের মনুষ্যত্ব লাভ হইত; কিন্তু এখন আমাদের প্রত্যেক কার্য্য সম্বন্ধে আমরা আপনারাই স্বভাবতঃ উচিত কি অনুচিত বোধ না করিয়া থাকিতে পারি না; আপনারা কেবল কার্য্য করিয়া ক্ষান্ত হই না, কার্য্য করিয়া তাহার সদসৎ বিচার করি এবং তদনুসরণেই মনুষ্যত্ব স্বীকার করি।

এই বিবেকের মধ্যে কি কি লক্ষণ ও ভাব নিহিত রহিয়াছে তাহা একে একে প্রকাশ করিয়া দেখা যাউক। ইহার মধ্যে অনেক গুলি মহামূল্য সত্য আছে, খনন করিলেই তাহা নয়নগোচর হইবে। ঔচিত্য জ্ঞানের মধ্যে ধর্ম্মনিয়ম প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এইটী করা উচিত, এইটী করা উচিত নহে, ইহা বলিলেই একটী বিধি প্রকাশ করা হইল। বিধি অথবা নিয়মের অন্য অর্থ নাই। যেখানে আমরা কোন বিধি দেখিতে পাই, সেখানে ইহাই নিষ্পন্ন হয় যে, যাহারা ঐ বিধির অনুবর্ত্তী তাহাদের পক্ষে কতকগুলি কার্য্য বিধেয় ও কতকগুলি নিষিদ্ধ। বিধি নিষেধ থাকিলেই নিয়ম প্রতিপন্ন হয়। ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিধি নিষেধ বিবেকের মধ্যে পাওয়া যায়, অর্থাৎ বিবেক ধর্ম্মনিয়ম প্রকাশ করে। যেমন রাজ্য রাজনিয়মে ও সমাজ সামাজিক নিয়মে শাসিত হয় সেইরূপ আত্মার শাসনের জন্য ধর্ম্ম নিয়ম আমাদের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত আছে, বিবেক তাহা প্রকাশ করে। নিয়ম দেখিলে আমরা নিয়ন্তা আছে সিদ্ধান্ত করি। যদি পথের মধ্যে আমরা এক খানা পুস্তক পাই, এবং তন্মধ্যে দেখি চুরি করিও না, মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না, কাহারও প্রাণ বধ করিও না, এইরূপ অনেকগুলি ব্যবস্থা স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই বলিয়া উঠি যে এ সকল নিয়ম অবশ্যই কেহ সংস্থাপন করিয়াছে। নিয়ন্তা ভিন্ন নিয়ম হয় না। আপনা আপনি নিয়ম উৎপন্ন হইতে পারে না। যাহাতে শৃঙ্খলা নাই, প্রণালী নাই তাহা আপনি হইতে পারে। কিন্তু নিয়ম, কি রাজ্যসম্বন্ধে, কি ধর্ম্মসম্বন্ধে, কখনই আকস্মিক ব্যাপার হইতে পারে না। নিয়ম দেখিলেই স্বভাবতঃ আমরা নিয়ন্তার দিকে ধাবিত হই। সুতরাং বিবেকের অন্তর্গত ধর্ম্মনিয়মের প্রণেতা ও কর্ত্তা স্বয়ং ঈশ্বর ইহা আমরা সহজেই অবধারণ করি। ' সেই

সর্ব্বস্রষ্টা যেমন অন্যান্য নিয়ম স্থাপন করিয়া জগৎ শাসন করিতেছেন, সেইরূপ তিনি স্বাধীন আত্মার ধর্ম্মশাসন জন্য বিবেক রূপ গ্রন্থে ধর্ম্ম-নিয়ম মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন। আবার ভাবিয়া দেখ নিয়মের সঙ্গে সঙ্গে দণ্ড থাকে। কোন রাজা প্রজাদিগের শাসন জন্য কেবল ইহা করিও না এ রূপ ব্যবস্থা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন না, কিন্তু তাহার আনুষঙ্গিক বিবিধ প্রকার দণ্ডের বিধিও প্রচার করেন, নতুবা সে নিয়ম কার্য্যকর হয় না এবং লোকে তাহার বশবর্ত্তী হয় না। আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে উপযুক্ত শাস্তি হইবে ইহা না জানিলে প্রজারা কেন ঐ আজ্ঞা পালন করিবে? দণ্ডের যোগ থাকাতেই জনসমাজে নিয়মের এত বল ও প্রতাপ। যে নিয়ম লঙ্ঘন করিলে কিছুই ক্ষতি হয় না সে দুর্ব্বল নিয়মের সমাদর নাই তাহা সকলেরই অগ্রাহ্য। কেবল লোকদিগকে চুরি করিও না বলিলে কি হইবে? যদি শাসন দ্বারা চৌর্য্য নিবৃত্তি করিতে চাও চৌরকে দণ্ড দিতেই হইবে। ধর্ম্ম সম্বন্ধেও এই রূপ। বিবেকের সমস্ত আদেশ বৃথা ও অগ্রাহ্য হইত যদি তাহার সঙ্গে দণ্ডের ব্যবস্থা না থাকিত। অনুসন্ধান করিলে আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাইব যে বিবেক যে কেবল ধর্ম্ম নিয়ম প্রকাশ করে তাহা নহে, কিন্তু সেই নিয়ম অতিক্রম করিলে যথোচিত দণ্ড বিধান করে। সে দণ্ড কি? অনুতাপ অথবা আত্মগ্লানি। ধর্ম্ম নিয়ম লঙ্ঘন করিলে মনের মধ্যে একটী যে গভীর যন্ত্রণা উপস্থিত হয় তাহা সকলেই অনুভব করিয়াছেন। সহস্র চেষ্টা করিলেও তাহা দূর করা যায় না। তাহা হইবেই হইবে, কেন না স্বভাবের এই রূপ নিয়ম। সামান্য দোষ করিলে অল্প কষ্ট অনুভূত হয়; কোন জঘন্য গর্হিত পাপ করিলে দুঃসহ হৃদয় জ্বালা উপস্থিত হয়। এ কষ্ট শারীরিক বা মানসিক সামান্য অসুখের ন্যায় নহে। রোগ, ধনহানি, মান হানি, আত্মীয়ের মৃত্যু প্রভৃতি অন্যান্য কারণে যে দুঃখ হয় তাহা উল্লিখিত কষ্ট হইতে সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন। ঐ সকল দুঃখ শারীরিক ও ঐহিক কারণসম্ভূত। কিন্তু আত্মগ্লানি কেবল ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনুভূত হইয়া থাকে। ইহা মনুষ্যের নিজের অধর্ম্মের ফল; ইহা বাহির হইতে আইসে না, কিন্তু আত্মা আপনি আপনাকে নির্য্যাতন করে। এই

আত্মনির্গাতনই অধর্ম্মের দণ্ড। পার্থিব রাজ্যে যেমন অর্থদণ্ড, কারাগার, নির্ব্বাসন প্রভৃতি রাজনিয়ম লঙ্ঘনের শাস্তি, সেইরূপ বিবেকের ধর্ম্মনিয়ম অতিক্রম করিবার দণ্ড আত্মগ্লানি। পাপ লঘু বা গুরু হইলে তাহার দণ্ডও যথাপরিমাণে লঘু বা গুরু হয়; ইহার অন্যথা কদাপি হয় না। কিন্তু পাপ করিলে যেমন দণ্ড অবশ্যম্ভব, ধর্ম্ম সাধন করিলে তেমনি আশ্চর্য্য বিমল সুখ অন্তরে সকলেই সম্ভোগ করিয়া থাকেন। এ দুই সত্যই পরীক্ষায় সপ্রমাণ হয়। তোমরা বল দেখি কোন একটী অন্যায় কার্য্য করিলে মনে কষ্ট হয় কি না এবং একটী সৎ কার্য্য করিলে হৃদয় পরম সুখী হয় কি না? মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া প্রবঞ্চনা করিয়া এক জন নিরপরাধী ব্যক্তিকে যদি বিপাকে ফেল, যতবার ঐ বিষয় চিন্তা করিবে ততবার কি অন্তর্জ্বলা সহ্য করিতে হয় না? আবার অত্যন্ত দীন দুঃখী পিতৃহীন অনাথ অন্ধ ব্যক্তিদিগকে অন্ন দান বা বস্ত্রদান করিলে মনে কত আহ্লাদ হয়, বল দেখি। এ সুখ দুঃখ আর কিছুই নহে কেবল বিবেক প্রদত্ত পুরস্কার ও দণ্ড। ইহা ইচ্ছা করিয়া কেহ আনিতে পারে না, ইচ্ছা করিলে কেহ অতিক্রম করিতে সক্ষম হয় না। অধর্ম্মে আত্মপ্রসাদ নাই; ধর্ম্মে আত্মগ্লানির সম্ভাবনা নাই। এই প্রসন্নতা ও বিষণ্ণতা ধর্ম্মাধর্ম্মের অনিবার্য্য ফল, পুণ্য পাপের নির্দ্দিষ্ট পুরস্কার ও দণ্ড। বিবেকের কি কি কার্য্য এখন ভাল বিবেচনা করিয়া দেখ। সদসৎ জ্ঞান প্রকাশ ও পাপ পুণ্যের জন্য দণ্ড পুরস্কার বিধান এই দুইটী ইহার কার্য্য। সূক্ষ্মরূপে আলোচনা করিলে প্রথমটীর মধ্যে দুইটী কার্য্য লক্ষিত হইবে, যথা উপদেশ দেওয়া ও আদেশ করা। সত্য কথা বলা উচিত, পর দ্রব্য অপহরণ অন্যায় এ সকল উপদেশ; কিন্তু বিবেক কেবল উপদেশ দেন না, তিনি আবার গভীর ধ্বনিতে এই রূপ আদেশ করেন, সত্য বল, পরদ্রব্য লইও না। বিবেকের প্রত্যেক উপদেশ একটী আজ্ঞা। এইটী সৎ ও ইহা কর, এ দুইটী ভাব প্রত্যেক ধর্ম্ম নিয়মে লক্ষিত হয়, এবং সর্ব্বদা অবিচ্ছিন্ন। অনেক উপদেষ্টা কেবল সত্যাসত্য বুঝাইয়া দেন এবং কোন্ পথে আমাদের যাওয়া উচিত তাহা দেখাইয়া দেন, কিন্তু আমাদের উপর তাঁহাদের কোন বল নাই, অনুরোধ

করিবার অধিকার নাই। বিবেক সেরূপ উপদেষ্টা নহে। কেবল শূন্য জ্ঞান দিবার জন্য উহা অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। বিবেকের সমস্ত কথা আদেশ, প্রত্যেক বিধি অনুজ্ঞাসূচক। গম্ভীর বজ্রধ্বনিতে উহার আদেশ প্রচারিত হয়, এবং সমস্ত মন অবনত হইয়া উহা শ্রবণ ও গ্রহণ করে। আজ্ঞা করা বিবেকের বিশেষ অধিকার। এই অধিকার থাকাতেই উহা হৃদয়রাজ্যে সর্ব্বোচ্চ পদ পাইয়াছে। আর কোন বৃত্তি আদেশ করিতে পারে না; অত্যন্ত উচ্চ ও সাধুভাব সকলেরও আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা নাই। কেবল বিবেকের এই মহোচ্চ অধিকার আছে। বিবেক মনের রাজা, আর আর সমুদায় বৃত্তি, শক্তি, ভাব ও ইচ্ছা উহার আজ্ঞাধীন প্রজা। তৎ সমুদায়ের উপর বিবেকের স্বর্গীয় রাজ সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত, সেই সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া উহা নিয়ত প্রজাকুল শাসন করিতেছে। এক দিকে বিবেক গুরু হইয়া জ্ঞান দান করে, সদসৎ ও ধর্ম্মাধর্ম্ম বুঝাইয়া দেয়; কোন্ পথ ভাল কোন্ পথ মন্দ তাহা প্রদর্শন করে। অপর দিকে রাজার ন্যায় উচ্চাধিকার সহকারে গম্ভীর ধ্বনিতে অধীন বৃত্তিদিগকে সত্য পালন করিতে আদেশ করে। বিবেকের তৃতীয় কার্য্য ইতি পূর্ব্বে বলা হইয়াছে; তাহা এই, দণ্ড পুরস্কার বিধান করিয়া শাসন করা। বিবেকের পদ তবে তিনটি ও কার্য্য ত্রিবিধ। গুরু, রাজা ও শাসনকর্ত্তা, অর্থাৎ প্রথমে গুরু হইয়া আমাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দেয়, দ্বিতীয়তঃ রাজা হইয়া ধর্ম্ম কর ও অধর্ম্ম করিও না এরূপ অনুজ্ঞা করে, তৃতীয়তঃ যাহারা ঐ আজ্ঞা পালন করে, তাহাদিগকে আনন্দ দেয় ও যাহারা ঐ আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া অপরাধী হয় তাহাদিগকে আত্মগ্লানিরূপ দণ্ড দেয়। এই তিনটি কার্য্যের সমষ্টি হইলে কি হয়, তোমরা কি বলিতে পার? একটি রাজ্য গঠন হয়। রাজ্য স্থাপন করিতে হইলে কি কি চাই? রাজা, রাজবিধি অথবা আইন, ও শাসনের জন্য দণ্ডবিধান, এই তিনটি আবশ্যক। যেখানে এই তিনটি সেখানেই রাজ্য। যে দেশে ইহাদের অভাব দেখা যায়, সে দেশ, অরাজক। বাস্তবিক এই তিনটির সংযোগেই রাজ্য সংগঠিত হয়। ধর্ম্ম রাজ্যের গঠনও এইরূপ। বিবেক রাজার ন্যায় কতগুলি ধর্ম্ম নিয়ম দ্বারা আমাদিগকে নিয়ত শাসন করিতেছে। আমরা

সকলে ঐ রাজার প্রজা এবং ঐ নিয়ম ও শাসনের বশবর্ত্তী। অবস্থা ও জাতি নির্ব্বিশেষে সকলেই ধর্ম্মরাজ্যের অধীন। ইহার শাসন কেহ অতিক্রম করিতে পারে না। এ রাজ্যের সমস্ত ব্যাপার আন্তরিক, চক্ষে কিছুই দেখা যায় না, কর্ণে কিছুই শুনা যায় না; কিন্তু ইহার গম্ভীর সত্তা প্রতিহৃদয়ে জাজ্বল্যরূপে বর্ত্তমান। ইহার শাসন ও বিচার অলক্ষিত ভাবে সমস্ত মানবজাতির মধ্যে কার্য্য করিতেছে। ইহার নিয়ম সকল অখণ্ড ও অপরিবর্ত্তনীয়, কাহারও ইচ্ছায় উহার অন্যথা হইতে পারে না। ঈশ্বরের ভৌতিক রাজ্য যেমন অখণ্ড নিয়মে শাসিত হইতেছে, সেইরূপ তাঁহার ধর্ম্মরাজ্যও দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত নিয়মে শাসিত হইতেছে। আমরা বিবেককে ধর্ম্মরাজ্যের রাজা বলিয়াছি, কিন্তু বাস্তবিক ঈশ্বর স্বয়ং ঐ রাজ্যের রাজা ও অধিপতি; বিবেক একটী মনোবৃত্তি মাত্র। কেহ কেহ উহাকে ঈশ্বর প্রতিনিধি বলিয়াছেন অর্থাৎ উহা ঈশ্বরের নিকট অধিকার পাইয়া তাঁহার আদেশানুসারে মনকে শাসন করে। তিনি স্বয়ং প্রকাশ্যে কিছু না করিয়া ঐ প্রতিনিধি দ্বারা প্রত্যেক সন্তানকে শাসন করাইয়া পাপ হইতে নিবৃত্ত করিতেছেন। গুরু ভিন্ন জগৎ অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন এবং সংশয় জালে জড়িত, এজন্য করুণাময় জগদীশ্বর বিবেককে বলিলেন, "তুমি যাও, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান বিতরণ করিয়া সত্যের পথ সকলের কাছে প্রকাশ কর। ভ্রান্ত স্বেচ্ছাচারী জগৎকে কি উচিত তাহা শিক্ষা দাও।" কিন্তু মনুষ্যের কুপ্রবৃত্তি সকল এত প্রবল এবং তাহার প্রকৃতির উপরে প্রলোভনের পরাক্রম এত অধিক যে কেবল দুর্ব্বল উপদেষ্টার কথা লোকে মানিবে কেন? এই জন্য সর্ব্বাধিপতি ঈশ্বর বিবেকের হস্তে রাজদণ্ড ও রাজ্যশাসনের অধিকারও প্রদান করিয়া বলিলেন, "তুমি মনুষ্যহৃদয়ে উচ্চ সিংহাসনের উপর অধিরূঢ় হইয়া সমস্ত কুপ্রবৃত্তিকে শাসন করিবে। কেবল গুরু হইয়া যে সদসৎ বুঝাইয়া দিবে তাহা নহে; কিন্তু রাজপ্রতাপসহকারে লোকদিগকে ধর্ম্মনিয়ম পালন করিতে আজ্ঞা করিবে, এবং অপরাধীদিগকে বিচারে আনিয়া দণ্ড দ্বারা শাসন করিবে।" এই নিয়মানুসারে বিবেক ঈশ্বরের প্রতিনিধিরূপে প্রত্যে-কের মনোমধ্যে ধর্ম্মশাসন বিস্তার করিতেছে। বিবেককে কেবল ঈশ্বর-

প্রতিষ্ঠিত একটী মানসিকবৃত্তি অথবা তাঁহার নিয়োজিত প্রতিনিধি বলিলে সমুদায় বলা হইল না। স্বয়ং ঈশ্বর এই বৃত্তির মধ্য দিয়া আমাদিগকে উপদেশ দেন, শাসন করেন, এই কথা বলিলে বিবেকের সম্যক্ পরিচয় দেওয়া হয়। বিবেক যদিও আমাদের মনের একটী বৃত্তি বটে, উহার উপদেশ ও শাসন আমাদের নহে, বরং উহা অনেক সময় আমাদের ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিরোধী। বিবেকের উপদেশ সাক্ষাৎ ঈশ্বরের কথা, বিবেকের বিচার এবং দণ্ডবিধান ঈশ্বরেরই শাসন। বিবেকের স্বতন্ত্র ক্ষমতা বা অধিকার নাই। ইহা একটি প্রণালী মাত্র, যাহার মধ্য দিয়া ঈশ্বরের কথা আমাদের নিকট আইসে। ইহা আত্মার সর্ব্বোচ্চ বিভাগের একটি দ্বার স্বরূপ; যাহার মধ্য দিয়া দেবরাজ্য ও স্বর্গরাজ্য দেখা যায়, এবং তথাকার দৈববাণী সকল শুনা যায়। উহার মধ্য দিয়া আমরা পৃথিবীতে থাকিয়াও স্বর্গের সঙ্গে সংযুক্ত হই। অতএব বিবেকের নিকট আমরা যাহা শুনি তাহা বাস্তবিক বিবেকের কথা নহে, স্বয়ং ঈশ্বরের শ্রীমুখের বাণী। ঈশ্বরই ধর্ম্মরাজ্যের রাজা, বিচারপতি, এবং শাস্তা। তাঁহারই উপদেশ ও আদেশে মনুষ্য সত্যাসত্য নির্ণয় করে, এবং তাঁহারই ন্যায় বিচারে প্রত্যেকে পাপ পুণ্য অনুসারে দণ্ড পুরস্কার লাভ করে। মনের যে বৃত্তি দ্বারা তিনি এই সকল স্বর্গীয় কার্য্য সম্পাদন করেন তাহাকেই আমরা বিবেক বলি।

আর্য্যনারীসমাজ।

আর্য্য মহিলাগণের প্রতি আচার্য্যের উপদেশের সংক্ষিপ্ত সার।

১৩ পৌষ, ১৮০১।

আমাদের দেশে রাজবিধি অর্থাৎ আইনের মধ্যে এই বিধি সন্নিবিষ্ট আছে যে প্রত্যেক পুরুষ ও স্ত্রী এক নির্দ্দিষ্ট বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত বালক বালিকা পরিগণিত হয় অর্থাৎ বিষয়াধিকারে বঞ্চিত থাকে। কতকগুলি অধিকার আছে যাহা নির্দ্ধারিত বয়স উত্তীর্ণ না হইলে তাহারা প্রাপ্ত হয় না। সেই বয়সে উপনীত হইবামাত্র তাহাদের বিষয়াধিকার তাহাদিগকে প্রদত্ত হয়। সেইরূপ এত কাল হিন্দুনারীসমাজ বালিকা অবস্থায় ছিল। আমাদের রাজনিয়ম মধ্যে যেমন বয়সপ্রাপ্তিসম্বন্ধে ব্যক্তিগত আইন আছে, সেইরূপ এতদিন হিন্দুনারীসমাজ সমাজগত সেইরূপ বিধিতে বদ্ধ ছিলেন। আর্য্য-নারীসমাজের বয়সপ্রাপ্তি এত দিন হয় নাই। আমাদের দেশের স্ত্রীলো-কেরা এত কাল যে যে অধিকারের অনুপযুক্ত বলিয়া বঞ্চিত ছিলেন এখন সেই সমুদয় অধিকার লাভের উপযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহারা এখন জ্ঞানেতে উন্নত হইতেছেন। আপনাদের বুদ্ধি সুমার্জ্জিত করিতেছেন। আপনাদের বিষয় চিন্তা করিতে ও স্বাধীন মতামত প্রকাশ করিতে শিখিয়াছেন। এখন আমরা বলিতে পারি যে নারীসমাজ বয়ঃপ্রাপ্ত হই-য়াছে। অতএব তাঁহাদিগের প্রাপ্য বিষয়ে অধিকার তাঁহাদিগকে প্রদত্ত হওয়া উচিত। তোমরা এখন নিজেদের ভার নিজেরা গ্রহণ কর, আবশ্যক হইলে আমরা সাহায্য করিব। আপনাদের মধ্যে সুনিয়ম সকল সংস্থাপন কর। কি প্রকার লোকের সহিত মিশিবে, কি প্রকার লোকের সহিত মিশিবে না, তাহা স্থির কর। পুরুষের সহিত কিরূপে

কথা কহিবে, কিরূপে ব্যবহার করিবে ; মন্দ স্ত্রীলোকদিগের সহিত কি প্রকার ব্যবহার করিবে ; যাহারা ঐ প্রকার স্ত্রীলোকদিগকে প্রশ্রয় দিবে তাহাদের সহিত কিরূপে চলিবে, সন্তানাদির শিক্ষা ও পালন কিরূপে হইবে ; তাহাদিগকে কিরূপ বস্ত্রাদি পরিধান করাইবে ; গৃহ সকল কিরূপে পরিষ্কার ও সজ্জিত রাখিবে ; কি প্রকারের পুস্তকাদি পাঠ করিবে, কি প্রকার পুস্তক পাঠ করিবে না ; পুষ্পের সম্মান ও আদর রক্ষা কি প্রকারে করিবে, এই প্রকার সমুদয় বিষয়ের সুনিয়ম প্রস্তুত কর। তোমাদের গৃহসজ্জা, বস্ত্র, তোমাদের সন্তানগণের বেশভূষা, তোমাদের আচার ব্যবহার, কথা, এই সকল দেখিয়া লোকে স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে তোমরা আর্য্যনারীসমাজের অন্তর্গত এবং যথার্থই আর্য্যনারী। আজ হইতে তোমাদের উপর ভার হইল, তোমরা সুনিয়ম সকল প্রস্তুত করিয়া সেই অনুযায়ী কার্য্য কর। আজ কয়েকটি নিয়ম হউক যাহার অনুযায়ী কার্য্য আজ হইতেই সকলে করিবে। পরে ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নিয়মাদি প্রস্তুত করিবে।

২৮শে পৌষ, ১৮০১।

স্ত্রী ও পুরুষ এই উভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে, সকল দেশেই এই বিষয়ে বাদানুবাদ চলিতেছে। ক্ষমতায় কে শ্রেষ্ঠ কে নিকৃষ্ট সকলেই এই বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিয়া থাকে। ধর্ম্মবিষয়ে কাহার শ্রেষ্ঠতা আজ আমরা তাহাই আলোচনা করিব। ধর্ম্মেতে যে কেবল পুরুষেরাই প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকেন এমন নহে। সকল দেশে সকল ধর্ম্মসমাজেই এমন স্ত্রীলোক সকল সময়ে সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়া গিয়াছেন যাঁহারা আজিও ধর্ম্মের জন্য বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছেন। আমরা প্রতি ধর্ম্মসমাজ হইতে দুই এক জন ভাল স্ত্রীলোকের নাম উল্লেখ করিব। খ্রীষ্টধর্ম্মে মহাত্মা ঈশার মাতা মেরী অতি ধার্ম্মিকা ছিলেন। খ্রীষ্টান ধর্ম্মসমাজে তাঁহার এত দূর প্রাধান্য যে উক্ত ধর্ম্মের এক সম্প্রদায় ঈশা অপেক্ষা তাঁহাকে উচ্চ আসন দান করিয়াছেন। পাপের নিমিত্ত ক্ষমা, রোগ বা বিপদ্ শান্তি ইত্যাদির নিমিত্ত প্রার্থনা "মাতা মেরীর" নিকটই প্রেরিত হইয়া থাকে। লাটিন ভাষায় একটি খুব ভাল প্রার্থনা আছে তাহার প্রথম শব্দ "আমাদের মাতা মেরী।"

রোমাণ কাথলিক ধর্ম্মাবলম্বীরা সকল প্রকার উচ্চ কোমল পবিত্র সদ্‌গুণে মেরীকে ভূষিত করিয়াছেন। বাইবেলে আরো অনেক ধার্ম্মিকা নারীর, নাম পাওয়া গিয়া থাকে। মোহম্মদের স্ত্রী খাদিজা ও তাঁহার কন্যা ফাতেমা ও তাঁহার ধর্ম্মমাতা হালিমা মুসলমান ধর্ম্মসমাজে ধর্ম্মের জন্য প্রসিদ্ধ। বৌদ্ধধর্ম্ম পুস্তকে অনেক ভাল স্ত্রীলোকের উল্লেখ আছে। শাক্য বা বুদ্ধদেব যখন অনাহারে বৃক্ষতলে উপবেশনপূর্ব্বক সমাধিমগ্ন থাকিতেন তখন এক জন ভদ্র নারী স্বহস্তে পরমান্ন প্রস্তুতপূর্ব্বক তাঁহার আহারার্থ প্রেরণ করিতেন। ইনি স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে বুদ্ধদেবের শিষ্য হইয়াছিলেন। আমাদিগের দেশেও ধার্ম্মিক স্ত্রীলোকের অভাব নাই। পুরাতন কালে অনেক স্ত্রীলোক জন্মগ্রহণ করিয়া এ দেশে ধর্ম্মের কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী গার্গী ইত্যাদি মুনিপত্নীগণ যোগতত্ত্ব ব্রহ্মতত্ত্ব ইত্যাদি ধর্ম্মের অতি উচ্চ কঠিন ও গূঢ় বিষয়ে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়া গিয়াছেন। মৈত্রেয়ীর সহিত তাঁহার স্বামী যাজ্ঞবল্ক্যের ধর্ম্মবিষয়ে প্রশ্নোত্তরাদি সকলেই অবগত আছেন। সীতা, সাবিত্রী, দ্রৌপদী ইহাঁরা পতিভক্তি, দয়া, ইত্যাদির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া সংসারে ধর্ম্মের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। ইহাতে স্পষ্ট দেখা যায় স্ত্রীলোকের মধ্যে অনেকে ধর্ম্মোন্নতির অতিশয় উচ্চতা লাভ করিয়া গিয়াছেন।

উপদেশের পর কিয়ৎক্ষণ ঐ বিষয় লইয়া সকলে আলোচনা করিলেন। উক্ত সময়ে সভাপতি মহাশয় সেণ্ট মণিকা নাম্নী আর এক জন ইউরোপীয় পুণ্যবতী স্ত্রীর উল্লেখ করিয়াছিলেন। ইনি আপনার ধর্ম্মবলে পাপাসক্ত পুত্রকে ধর্ম্মপথে আনিয়াছিলেন এবং অবশেষে ঐ পুত্র এত ধার্ম্মিক হইলেন যে "সেণ্ট অগষ্টাইন" অর্থাৎ পুণ্যাত্মা নামে খ্যাত হইয়া রহিয়াছেন।

১০ই মাঘ, ১৮০১।

আর্য্যনারীসমাজের সভ্যগণ, তোমাদের জীবন এরূপ হওয়া চাই যে দেখিলেই যেন তোমাদিগের প্রতি লোকের শ্রদ্ধার উদয় হয়। তোমা-

দিগের চরিত্র নারীচরিত্রের আদর্শ হইবে, তোমরা ধর্ম্মালঙ্কারে ভূষিত হইবে, প্রেম পুণ্য বিনয়ের জীবন ধারণ করিবে। সীতা, সাবিত্রী, গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রভৃতি ভারতের পুণ্যবতী নারীগণের জীবনের উচ্চ দৃষ্টান্ত তোমাদের অনুসরণীয়। তোমরা সংসারে থাকিয়া যোগ ভক্তির সাধনা কর, পরম জননীকে ভক্তির সহিত পূজা করিয়া ধন্য হও, সংসারে ও জীবনের সমুদায় ঘটনায় তাঁহার প্রেম দর্শন কর। ইহলোকপরলোকবাসী সাধু-দিগকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিতে এবং দুঃখীদিগের প্রতি দয়া করিতে শিক্ষা কর। এখন হইতে তোমরা জীবনের দায়িত্ব বুঝিয়া লও, আপনাদিগের ভার আপনারা লও। নির্জ্জনসাধনার জন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট কর, নির্জ্জনে সজনে ব্রহ্ম পূজা কর, সদ্‌গ্রন্থ পাঠ ও সৎপ্রসঙ্গ করিয়া সুখী ও শুদ্ধ চরিত্র হও।

---

১০ ই ফাল্গুন, ১৮০১।

হিন্দুদিগের একটি প্রচলিত নিয়ম আছে। তাহা এই যে বিবাহ সময়ে বর কন্যার পিতা পিতামহ ও বংশের পরিচয় প্রদান করিতে হয়। পিতা বা পিতামহের পরিচয় দানের অর্থ আমরা বুঝিতে পারি, কারণ বিবাহকালে কে কাহার সন্তান ইহা জানা আবশ্যক; কিন্তু গোত্র বা বংশের পরিচয় দিবার প্রয়োজন কি? ইহার অর্থ এই যে, হিন্দু বা আর্য্যজাতির নিকট বংশমর্য্যাদা একটি গৌরবের কারণ। সকলেই বংশমর্য্যাদায় আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিয়া সেই বংশের উপযুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন। সেইরূপ তোমাদিগকে মনে রাখিতে ও জানিতে হইবে যে, আর্য্যজাতির মধ্যে পুরাতন কালে সীতা মৈত্রেয়ী ইত্যাদি উচ্চ প্রকৃতির নারীগণ জন্ম গ্রহণ করিয়া নারীকুলের মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন, তোমারাও সেই আর্য্যবং-শোদ্ভূত। তাহা হইলে তোমাদের বংশগৌরব মনে হইয়া সেই বংশের উপযুক্ত হইতে ইচ্ছা ও চেষ্টা হইবে। আপনাকে উচ্চ বংশজাত বলিয়া জানিতে পারিলে, যে অত্যন্ত নীচ তাহারও মনে স্বভাবতঃ একটু গৌরব ও তেজের সঞ্চার হয়। অতএব তোমারা আপনাদিগকে সীতা মৈত্রেয়ী যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন সেই উচ্চ আর্য্যবংশজাত জানিয়া আপনা-

দিগকে সেই বংশের উপযুক্ত করিতে চেষ্টা করিবে, এবং ঐ সকল নারীর চরিত্র পাঠ করিয়া তদ্বিষয় চিন্তা করিয়া যাহাতে তাঁহাদের তুল্য হইতে পার তদ্বিষয়ে যত্ন করিবে, এবং তোমাদের বংশের মর্য্যাদা ও উচ্চতা রক্ষা করিবে।

৮ই চৈত্র, ১৮০১।

শরীর মধ্যে ঈশ্বরের কত নির্ম্মাণকৌশল প্রকাশ পায় তাহা সকলের জ্ঞাত হইতে চেষ্টা করা উচিত। শরীরের মধ্যে কত প্রকার নিয়ম, কত আশ্চর্য্য শৃঙ্খলা স্থাপিত আছে। যন্ত্রের ন্যায় দিবানিশি দেহযন্ত্র কার্য্য করিতেছে। আমরা চেষ্টা করিয়া নিশ্বাস ফেলি না, চেষ্টা করিয়া দেখিতে বা শুনিতে পাই না, স্বাভাবিক নিয়মে এ সমুদায় কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। মনে রাখিতে হইবে, এ শরীর মনের অধীন, আত্মাই শ্রেষ্ঠ ও যথার্থ মনুষ্য; কিন্তু দেহ তাহার আবাসমন্দির মাত্র। এই দেহ মধ্যে ঈশ্বরের অপূর্ব্ব সৃষ্টি-কৌশল সুচারু নিয়ম সকল জানিতে পারিলে কত আশ্চর্য্য হইতে হয়। আজ শরীরস্থ স্নায়ুপ্রণালীর বিষয় বলা হইবে। স্নায়ুপ্রণালী মস্তিষ্ক হইতে নির্গত হইয়া ক্রমশ সূক্ষ্মাকারে মেরুদণ্ডের সহিত মিলিত হইয়াছে, এবং তথা হইতে সূত্রের ন্যায় সূক্ষ্মাকারে তাহার শাখা প্রশাখা শরীরের সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। এই স্নায়ু দ্বারা আমাদের স্পর্শ বা সুখ দুঃখ বোধ শক্তি জন্মে। ইহা দ্বারা হস্তপদ যথেচ্ছ সঞ্চালন করা যায়। দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, গ্রহণ, এ সমুদায় স্নায়ু সাহায্যে হইয়া থাকে। হাস্য ক্রন্দন ইত্যাদির মূল স্নায়ু, স্নায়ুর সহিত মস্তকের যোগ আছে বলিয়া এই সমুদয় তাহার প্রভাবে সংঘটিত হয়।

২৫এ চৈত্র, ১৮০১।

ইতিপূর্ব্বে এক বার এই সভায় তোমাদিগের আপনাদিগের ভার ও দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে তোমাদের হস্তে প্রদান করা হইয়াছিল। তোমরা যে কেবল পুরুষের উপর নির্ভর করিয়া চলিবে তাহা উচিত নহে, কিন্তু প্রত্যেকে নিজ নিজ দায়িত্ব বুঝিয়া লইয়া জীবনকে যথার্থরূপে পরিচালিত

করিবে। তোমরা শুনিয়াছ নববিধান নামক এক সামগ্রী বর্ত্তমান সময়ে আবির্ভূত হইয়াছে। বক্তৃতাতে উপাসনাতে সংবাদপত্রপাঠে তোমরা ইহার বিষয় জ্ঞাত হইতেছ। আমরা মনে করি সমুদয় পৃথিবীর নিমিত্ত এই একটি বিশেষ সময়। পৃথিবীর নিকট, না হউক আমাদের ভারতের জন্যত বটেই। পৃথিবীতে যেমন সময়ে সময়ে বিশেষ বিশেষ বিধান প্রকাশ হইয়াছিল, তেমনি এই বিধানের প্রকাশ একটি বিশেষ সুসময়। মহাত্মা রামমোহন রায় এই ধর্ম্মের সংস্থাপক। কিন্তু তিনি কেবল এক নূতন পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। এখন সম্পূর্ণরূপে ব্রাহ্মধর্ম্মবিধানের বিকাশের সময়। এ সময় যে বিশ্বাস করিয়া ইহার জীবন্ত সত্যের ভিতর প্রবেশ করিবে তাহার পরিত্রাণ হইবে, তাহার জীবন পরিবর্ত্তিত হইবে। এখন যাঁহারা নববিধানে বিশ্বাস করেন তাঁহারাই ধন্য। ভবিষ্যতে লোকে এই নব-বিধানব্যাপার নূতন মহাভারতে অবগত হইয়া ইহাতে প্রত্যয় করিবে বটে, কিন্তু এখন ইহার ভাবের মধ্যে প্রবেশ করিতে যাঁহারা পারেন তাঁহারা ধন্য। ভবিষ্যতে হয়ত অন্যান্য ধর্ম্মবিধানের তুল্য ইহার ভাব হ্রাস হইয়া ইটি একটি নিয়ম ও বাহ্যিক আকারে পরিণত হইবে। এ সময় যাঁহারা ইহাতে বিশ্বাস করিবেন তাঁহারা ইহার জীবন্ত ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। তোমাদের পক্ষে এখন সুসময়। তোমরা নববিধানের আশ্রিত বলিয়া যাহাতে পরিচিত হইতে পার, জীবনকে সমগ্রভাবে তাহার উপযুক্ত কর। তোমাদের সমস্ত দিবসের কার্য্য ব্যবহার ভাব এরূপ হউক, যাহাতে লোকে দেখিবামাত্র তোমরা যে এই বিশেষ বিধির আশ্রিত ও অন্ত-র্গত তাহা বুঝিতে পারিবে। যেমন বৈষ্ণবকে দেখিলেই লোকে তাহার বাহ্যিক কোন লক্ষণ দেখিয়া বুঝিতে পারে এ ব্যক্তি বৈষ্ণব, সেইরূপ তোমাদের এরূপ কোন লক্ষণ থাকুক যাহাতে তোমরা নূতন বিধানের অন্ত-র্গত লোক বলিয়া সকলে বুঝিতে পারে। বাহ্যিক লক্ষণের কথা বলিতেছি না, জীবনকে নূতন করিয়া লও, নববিধানের উপযুক্ত করিয়া লও।

২রা জুলাই, ১৮৭৯।

ঈশ্বরের কোটিস্বরূপ মধ্যে লক্ষ্মীস্বরূপ একটি। তিনি লক্ষ্মীরূপে আমা-

দের সকলের সংসার মধ্যে বিরাজিত রহিয়াছেন। আমাদের গৃহের সমুদয় ধন রত্ন সামগ্রী তাঁহার প্রদত্ত। সংসারের সমুদায় কার্য্য সুনিয়ম ও শৃঙ্খলার সহিত করা উচিত। নতুবা সেই লক্ষ্মীর অবমাননা করা হয়। সামান্য দ্রব্যকেও অবহেলা বা অপচয় করা হইবে না। গৃহকর্ম্মে অলস হইয়া সংসারে অনিয়ম আনয়ন করিলে পাপ হয় ইহা মনে করিতে হইবে। প্রত্যেক সামান্য দ্রব্যও যখন লক্ষ্মীর প্রদত্ত তখন কোন দ্রব্য অপচয় করিতে আমাদের অধিকার নাই। গৃহের অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ম্ম সাবধান হইয়া যত্নের সহিত করিবে। মনে করিবে সমুদায় কার্য্য লক্ষ্মীর আদেশে লক্ষ্মীর নিমিত্ত করিতেছ। অর্থব্যয়সম্বন্ধে, বস্ত্রপরিধানসম্বন্ধে, আহারসম্বন্ধে ঠিক যাহা সেই লক্ষ্মীর অভিমত হইবে তাহাই করিবে। দুই পয়সার স্থানে তিন পয়সা ব্যয় বা তিন পয়সার স্থানে দুই পয়সা ব্যয় এরূপ সামান্য অপরাধও লক্ষ্মীর নিকট অগ্রাহ্য হইবে না। অসাবধানতা বা অগোচাল হওয়াকে পাপ মনে করিবে। সাংসারিক সমুদয় কর্ম্ম লক্ষ্মীর আদেশে সম্পন্ন করিয়া গৃহ পরিবারে লক্ষ্মীশ্রী যাহাতে আনয়ন করিতে পার তাহারই চেষ্টা করিবে।

১৭ই জুলাই, ১৮৭৯।

আমরা অনেক সময় স্ত্রীলোকের গুণালোচনা করিয়া থাকি। এবার তাঁহাদিগের স্বাভাবিক বিশেষ বিশেষ দোষগুলি আলোচনা করা যাউক। আর্য্যনারীসমাজের সভ্যগণ যাহাতে আপনাদিগকে সেই সকল দোষমুক্ত করিতে পারেন যেন তাহার চেষ্টা করেন। স্ত্রীলোকের একটি দোষ যে, তাঁহারা স্বজাতির অর্থাৎ অন্য স্ত্রীলোকের গুণ লক্ষ্য করিতে পারেন না। সহজেই এক জন নারী অন্য নারীর দোষ স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারেন, কিন্তু গুণ শীঘ্র উপলব্ধি করিতে পারেন না। তাঁহাদের দ্বিতীয় দোষ পরশ্রীকাতরতা।। তবে ইহাতে পুরুষ স্ত্রী উভয়েই তুল্য অপরাধী। অনেক পুরুষেরও এ দোষ বিলক্ষণ আছে। আর একটি দোষ অপমান বহনে অসমর্থ হওয়া অর্থাৎ অভিমান। এই অভিমান যদিও প্রথম অবস্থায় বিশেষ অনিষ্টকর হয় না, কিন্তু দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে অবশেষে ক্রোধে পরিণত হয় ও প্রতিহিংসাবৃত্তি প্রবল করিয়া দেয়, তাহাতে পরিণামে বিষম অনিষ্ট উৎপাদন

করে। স্ত্রীজাতির আর একটি বিশেষ দোষ "স্বার্থপরতা" এই বৃত্তি স্ত্রীলোকের মনে সকল দোষ অপেক্ষা প্রবল। ইহার আর একটি নাম মায়া। কারণ মায়ার প্রভাবেই স্বভাবতঃ আপনার সম্পর্কীয় যাহা কিছু তাহার উপর মনের অধিক টান হয়, তজ্জন্য স্বার্থপরতাও বৃদ্ধি হয়। সাধারণতঃ স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষ অনেক কম স্বার্থপর। কারণ মায়াবৃত্তি পুরুষের মনে কম। নারীগণের আর একটি দোষ এই যে তাহারা খোসামোদ বুঝিতে পারে না। শীঘ্রই খোসামোদ শুনিয়া ভুলিয়া যায়। তোষামোদের অর্থ কেবল গুণ বর্ণনা বা প্রশংসা করা নহে, যথার্থ চতুর তোষামোদকারীরা কখনই সম্মুখে সুখ্যাতি করিবে না, কিন্তু এমনি কৌশল করিয়া নানা উপায়ে তোষামোদকে রূপান্তর করিয়া প্রকাশ করিবে, এবং তাহাকে প্রকৃত ভাবের তুল্য করিয়া দিবে যে কখনই স্ত্রীলোকে তাহা বুঝিতে পারিবে না, এবং সহজেই তাহার মন তোষামোদকারীর প্রতি অতি অনুকূল হইয়া যাইবে। অন্য সকলেই সেই তোষামোদ বুঝিতে পারিবে, কিন্তু কেবল যাহাকে খোসামোদ করা যায় সে বুঝিতে পারিবে না। এই তোষামোদ বুঝিতে না পারিয়া তাহাতে মুগ্ধ হইয়া অনেক স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশ হইয়া যায়। বিশেষরূপে এই বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত।

স্ত্রীপ্রকৃতির আর একটি দোষ এই যে, তাঁহারা অনেক সময় নীতিসম্বন্ধে যাহা ভাল লাগে তাহাই করেন এবং যাহা ভাল লাগে না তাহা করেন না। অনেক সময় এমন হইতে পারে যে যাহা ভাল লাগে না তাহা হয়ত ভাল অর্থাৎ করা উচিত এবং যাহা ভাল লাগে তাহা হয় ত করা উচিত নয়। লোকের প্রকৃতিই এই যে কোন সময় ভাল কাজও ভাল লাগে আবার কোন কোন সময় যাহা ভাল নয় তাহাও ভাল লাগে, এ সময়ে মনের ইচ্ছার অনুযায়ী কার্য্য করিলে বিষম অনিষ্ট হয়। কিন্তু এমন স্ত্রীলোক অল্প দেখা যায় যাঁহার মনে এত দূর বল আছে, যাহাতে সে ভাল লাগিলেও সে কার্য্য করিবার ইচ্ছা দমন করিতে পারে, এবং যাহা ভাল লাগে না তাঁহাও উচিত হইলে সকল সময় করিতে পারে। ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ মন্দ পুস্তকপাঠের কথা উল্লেখ করিব। নাটক নভেল ইত্যাদি পাঠে স্ত্রীলোকের মন স্বভাবতঃ ব্যগ্র হয়। কিন্তু মন্দ নভেল দ্বারা ঠিক মন্দ সঙ্গের তুল্য অনিষ্ট হয়।

নভেলের বিশেষত্ব এই যে তাহার ভিতর মন্দকে সুন্দররূপে সাজান থাকে। দুঃখের বিষয় এই যে, উক্তরূপ উপন্যাস পড়া কর্ত্তব্য নয় জানিয়াও নারীগণ তাহা পাঠে ক্ষান্ত থাকিতে পারেন না। লিখিবার ক্ষমতা যাঁহাদের আছে, তাঁহারা যদি কুরুচির বশবর্ত্তী হন, অনায়াসে পাপ মন্দকে সুন্দর বর্ণে চিত্রিত করিয়া পাঠক পাঠিকার সম্মুখে প্রকাশ করিতে পারেন। যে কার্য্য, যে ভাব, যে ব্যবহারের উপর অত্যন্ত ঘৃণা হওয়া উচিত, হয় ত লেখক এমন করিয়া তাহার বর্ণনা করিয়াছেন যাহা পাঠ করিলে ঘৃণার পরিবর্ত্তে দুঃখ ও সহানুভূতির উদ্রেক হয়। এই সকল পুস্তক পাঠে অজ্ঞাতসারে মর্ম্মে মর্ম্মে বিষ প্রবেশ করে, বিশেষতঃ অল্পবয়স্কা স্ত্রীলোকদিগের ইহাতে বিশেষ অনিষ্ট হয়। মনে কর একখানি উপন্যাসস্থ ঘটনা তোমার অত্যন্ত ভাল লাগিয়াছে, তুমি যদি জীবনের কোন সময় উক্তরূপ অবস্থায় নীত হও, তোমার স্বভাবতঃই তাহার ন্যায় কার্য্য করিতে ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি হইবে, ইহাতে হয় ত সর্ব্বনাশ ঘটিতে পারে। অতএব পুস্তকপাঠসম্বন্ধে নারীগণের অত্যন্ত সতর্ক হইয়া চলা কর্ত্তব্য। আর নীতিসম্বন্ধে এই নিয়মে চলিতে হইবে, যাহা ভাল লাগে না তাহা যদি কর্ত্তব্য হয় তাহাই করিবে, আর যাহা ভাল লাগে তাহা যদি অনুচিত হয় কখন করিবে না।

১৫ই শ্রাবণ, ১৮০২।

ঈশ্বরের সঙ্গে যাহাতে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তাঁহার সঙ্গে কোন রূপ দূরতা না থাকে, কয়েক বৎসর হইতে উপাসনা প্রার্থনা ও উপদেশাদিতে সেই ভাব ব্যক্ত হইতেছে। এইক্ষণ ব্রহ্মের বিশেষ বিশেষ স্বরূপ যাহাতে উজ্জ্বলরূপে অন্তরে উপলব্ধি হয়, ব্রহ্মদর্শন উজ্জ্বল হয়, উপদেশ বক্তৃতাদিতে তাহারই গূঢ় আলোচনা হইতেছে। ব্রাহ্মের জীবনে তাহা কতদূর সফল হইতেছে ও ব্রাহ্মিকারা কিরূপ বুঝিতে পারিতেছেন, তাহা জানি না। সত্যের সাধন না করিলে শুদ্ধ শ্রবণ দ্বারা কিছুই ফল হয় না। সাধারণতঃ স্ত্রীলোকদিগের মন বড় চঞ্চল, তাঁহারা উপাসনা করিতে বসিয়া সংসার ভাবেন, দুই মিনিটও অনেকের মন স্থির হয় না। উপাসনা করিতে অনেকে অত্যন্ত কষ্ট বোধ করেন, উপাসনা ছাড়িয়া যাইতে পারিলে আরাম

বোধ করিয়া থাকেন। উপাসনা করিয়া যাহার মুখে বিশেষ স্ফূর্ত্তি ও নির্ম্মল আনন্দের চিহ্ন প্রকাশ পায় না, তাহার উপাসনা উপাসনাই নহে। সে আনন্দস্বরূপ হৃদয়বন্ধু ঈশ্বরের সহবাস কিছুমাত্র লাভ করে নাই ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। ঈশ্বরদর্শনে হৃদয়ে নির্ম্মল আনন্দের উচ্ছ্বাস হয়, মুখমণ্ডল প্রফুল্লতার শ্রী ধারণ করে। উপাসনা করিয়া নারীদিগের কাহারও সেরূপ আনন্দ হয় আমি ইহা বুঝিতে পারি না। কিঞ্চিৎ অধিক ক্ষণ উপাসনা করিতে অনেকের মুখে বিষাদের চিহ্ন প্রকাশ পায়। ঈশ্বর কি দানব দৈত্য, না স্নেহময়ী জননী? মার নিকটে থাকিতে সন্তানের কষ্ট বোধ হইবে কেন? প্রকৃত সাধনের অভাবেই এইরূপ হইয়া থাকে, অতএব অদ্য এই বিশেষ প্রস্তাব করা যাইতেছে যে, এইক্ষণ হইতে সকলে নিয়মিতরূপে সাধনা অবলম্বন করিবেন। এক এক দিন নির্দ্দিষ্ট থাকিবে তাহাতে সকলে ছাদের উপর বা অন্য কোন নির্জ্জন স্থানে বসিয়া নির্জ্জন সাধন করিবেন। আমি উপস্থিত থাকিব, যখন যাঁহার মন বিচলিত হয়, তৎক্ষণাৎ আমাকে জানাইবেন, আমি মন স্থির করিবার উপায় বলিয়া দিব। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং" এই মন্ত্রকে বার বার উচ্চারণ করিতে হইবে। একটি বিশেষ মন্ত্র অবলম্বন করিয়া সাধন না করিলে কিছুই ধরিতে না পাইয়া মন স্বভাবতঃ চঞ্চল হইয়া থাকে। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং" বাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে অন্তরে এই স্বরূপ গুলি উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হইবে। ক্রমে ক্রমে মন তাহাতে মগ্ন ও সমাহিত হইবে।

---

৩০ শে শ্রাবণ, ১৮০২।

এত দিন তোমরা ঈশ্বরের উপাসনা করিলে আরাধনা প্রার্থনাদি করিলে, এইক্ষণ ঈশ্বর তোমাদিগকে ছাদের উপরে নির্জ্জনে সাক্ষাৎ করিতে ডাকিতেছেন। তাঁহার নিমন্ত্রণানুসারে তথায় যাইয়া তাঁহাকে দর্শন কর। দুইটি বস্তুর মধ্যে যখন কোন ব্যবধান না থাকে তখন উভয় বস্তুতে যোগ হইয়াছে বলা যায়, যখন সাধক নিজের আত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে প্রতিষ্ঠিত দেখেন, উভয়ের মধ্যে কোন ব্যবধান অনুভব করেন না তখন জীবাত্মা পরমাত্মার যোগ বলা হয়, এই যোগধর্ম্মসাধনে পুরুষের যেরূপ অধিকার

নারীরও সেই প্রকার অধিকার। তোমরা কেবল সংসারের নীচ কর্ম্ম করিয়া জীবন কর্ত্তন করিবার জন্য জন্মগ্রহণ কর নাই, তোমরাও ঈশ্বর দর্শন করিয়া ও তাঁহার সঙ্গে যোগ স্থাপন করিয়া জীবন সার্থক করিবে। পুরুষেরা যেমন যোগী হইবেন, স্ত্রীলোকেরাও তদ্রূপ যোগিনী হইবেন। পুরুষের যোগসাধনে ও নারীর যোগসাধনে অল্পমাত্র প্রভেদ। নারীর যোগে কোমল ভক্তিভাবের প্রাধান্য থাকিবে। তোমরা জান, ভোজনে অগ্রে তিক্ত, পরে মিষ্ট। তিক্ত শুক্তনি ইত্যাদি খাইয়া শেষভাগে মিষ্টান্নাদি খাইতে হয়। ভজনেরও এই রীতি, প্রথম তিক্ত পরে মিষ্ট। প্রথম সাধনায় কষ্ট স্বীকার করিতে হয়, বিষয়চঞ্চল মনকে স্থির করিয়া ঈশ্বরে সমাহিত করিতে প্রথমে আয়াস বোধ হয়, দৃঢ়তার সহিত সেই ক্লেশ টুকু বহন করিলে পরে বড় আনন্দ। যাঁহারা প্রথমে ক্লেশ ভোগ করিয়া সাধন ছাড়িয়া দেন, তাঁহারা তিক্ত শুক্তনি খাইয়া ভোজনে নিবৃত্ত হন বলিতে হইবে; তাঁহারা জীবনে সেই ক্লেশ বহন ব্যতীত অন্য কিছু ফল লাভ করেন না। তোমরা কয়েক জন আজ হইতে দৃঢ়তার সহিত যোগধর্ম্মব্রত সাধন আরম্ভ কর। তোমরা ঈশ্বরের লক্ষ্মী ইত্যাদি স্বরূপের বিষয় এই কয় দিন শুনিলে, তাঁহার নিরাকারা লক্ষ্মী ও সরস্বতী মূর্ত্তি দর্শন করিয়া মুগ্ধ হও। পৌত্তলিকেরা তাহাদের দেবতাকে সম্মুখে দর্শন করে, সেইরূপ বরং তদপেক্ষা স্পষ্টরূপে তোমাদের উপাস্যদেবকে অন্তরে দর্শন করিবে। তাঁহাদের লক্ষ্মী সরস্বতী অসত্য কল্পিত, তোমাদের লক্ষ্মী সরস্বতী জলন্ত জীবন্ত। আলোক ব্যতীত তাঁহাদের দেবতা দেখা যায় না। গভীর অন্ধকারের মধ্যে আমাদের অনন্ত নিরাকার লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মনোহর রূপ সাধকের হৃদয়ে প্রকাশিত হয়। তোমরা লক্ষ্মীর ভুবনমোহন রূপসাগরে নিমগ্ন হও, সমগ্র জীবন, সমুদায় সংসারকে লক্ষ্মীর শ্রীতে সমুজ্জ্বল কর, অনন্ত সরস্বতী অর্থাৎ ঈশ্বরের জ্ঞানস্বরূপ সাধন করিয়া নির্ম্মল জ্ঞান লাভ কর. সকল কার্য্যে তাঁহার মধুর বাণী ও প্রত্যাদেশ শ্রবণ করিতে থাক। স্বীয় জীবন দ্বারা পৌত্তলিকদিগকে বুঝাইয়া দেও যে তোমাদের দেবতা কেমন সত্য ও জীবন্ত। তোমরা কি তাহাদের দ্বারা পরাস্ত হইবে? না তোমরা জীবনের উচ্চ দৃষ্টান্ত ও ভক্তি বিশ্বাস দ্বারা তাহাদের সকলকে

পরাস্ত করিবে। সাধন দ্বারা ঈশ্বর ক্রমে নিকটবর্ত্তী হন। প্রথমে দূরে বোধ হয়, যেন এক শত হস্ত দূরে রহিয়াছেন, তৎপর ক্রমে ক্রমে যত সাধন ঘনীভূত হয় তাঁহাকে এত নিকটে দেখা যায় যে, এরূপ নিকট আর কিছুই নহে। তাঁহার কথা স্পষ্ট শুনা যায়। এ সমুদায়ই অন্তরে হয়, বাহিরে কিছুই নয়। অনন্ত আকাশের ঈশ্বর বাস্তবিক দূরে নহেন। তিনি সর্ব্বত্র বিদ্যমান। তবে আমরা সংসারকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া তাঁহা হইতে দূরে থাকি। ক্রমে ক্রমে তাঁহার নিকটস্থ হইয়া তাঁহাকে আত্মাতে ধারণ করিতে হইবে। এই যোগধর্ম্ম তোমরা সাধন কর। যাঁহারা এই ব্রত অবলম্বন করিবেন, তাঁহাদের প্রত্যেককে এক এক খানা স্বতন্ত্র আসন রাখিতে হইবে। তাঁহারা সেই আসনে বসিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে ধ্যান ধারণা করিবেন।

---

১৯ শে আগষ্ট, ১৮৭৯।

দেখা যায় যে এদেশের সর্ব্বত্র মূর্ত্তি পূজা প্রচলিত আছে। সেই মূর্ত্তি পূজা কেন উদ্ভাবিত হইল, আমরা দেখিব। ব্রহ্মের ঘনশক্তি ও জ্ঞান চিন্তা করিতে করিতে লোকে তাঁহার নিরাকার মূর্ত্তি বিস্মৃত হইল। জ্ঞানের সহিত সর্ব্বদা আলোকের উপমা হইয়া থাকে, সুতরাং শুভ্রজ্যোতিঃ পূর্ণ ঈশ্বরের এই জ্ঞানের অর্চ্চনা করিতে গিয়া হিন্দুরা শুভ্রমূর্ত্তি সরস্বতী রচনা করিল, নিরাকার জ্ঞান লোপ হইল কেবল তাহার শুভ্রতা রহিল। ঘনীভূত ঘোরা শক্তি ভাবিতে ভাবিতে লোকে কৃষ্ণবর্ণা কালীমূর্ত্তিকে সৃজন করিল, নিরাকার শক্তি ভুলিয়া গেল, সেই ঘনবর্ণ মাত্র অবশিষ্ট রহিল। এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন দেবদেবীর মূর্ত্তির উৎপত্তি হইল। তোমাদের নিরাকার ব্রহ্মরূপ চিন্তা করিতে হইবে। লক্ষ্মী সরস্বতী কালী ইত্যাদির নিরাকার রূপ তোমরা ধ্যান করিয়া স্পষ্টরূপে হৃদয়মধ্যে দর্শন করিবে। তোমরা ধ্যান কিরূপে করিবে? ধ্যানের সময় মনে রাখিবে ব্রহ্ম এক কিন্তু তাঁহার রূপ অসংখ্য। তাঁহার সহস্র রূপ। তবে নিরাকার রূপ কিরূপে সম্ভব হইবে? আকারবিহীন ব্রহ্মের গুণই তাঁহার রূপ। রূপ চিন্তা করিতে হইলে বাহ্যিক আকার কল্পনা করিতে হইবে তাহা নহে। তাঁহার গুণই তাঁহার রূপ। ঐ সকল গুণ বা স্বরূপ এক একটি করিয়া নির্জ্জনে

সাধন করিবে। যেমন তিনি স্নেহময়; তাঁহার প্রেমস্বরূপ যখন ধ্যান করিবে, ভাবিবে যে একটি প্রকাণ্ড অনন্ত ভালবাসা তোমার সম্মুখে, এবং চারিদিকে, ভিতর এবং বাহির পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। ভাবিতে ভাবিতে তাঁহাকে মাতা পিতা বন্ধু নানারূপ স্নেহের সম্বন্ধে আহ্বান করিবে, কেবল চিন্তা করিলে হইবে না মনে ধারণা করিতে হইবে, অর্থাৎ সকল সময় তাঁহার বর্ত্তমানতা উপলব্ধি করিবে। সাধনা দ্বারা অবশেষে এমন অভ্যাস হইবে যে আর তাঁহার স্থিতি চেষ্টা করিয়া অনুভব করিতে হইবে না, সকল সময় তাঁহার প্রকাশ বুঝিতে পারিবে। এমন কি চেষ্টা করিলেও তাঁহার সত্তাকে তোমার নিকট হইতে অন্তর করিতে সক্ষম হইবে না। ইহাকেই ধারণা বলে। ইহাই ধ্যান, এবং এই অবস্থাতেই যোগের আরম্ভ।

---

৭ ই কার্ত্তিক, ১৮০২।

কেহ আমাদের নিকটে উপস্থিত হইলে তাহাকে দর্শন করিয়া বা তাহার কোনরূপ শব্দ শ্রবণ করিয়া আমরা তাহাকে জ্ঞাত হই। যাহার চক্ষু কর্ণ উভয় আছে সে সৌভাগ্যশালী। কিন্তু যে ব্যক্তি অন্ধ, সেও শব্দ শুনিয়া জ্ঞান লাভ করে। মনুষ্যের পরিচয় যেমন চক্ষুকর্ণযোগে করি; ঈশ্বরকেও সেইরূপ উপলব্ধি করিতে পারি। কিন্তু এই বাহ্য চক্ষু কর্ণে ঈশ্বরজ্ঞান লাভ হয় না। তাঁহার দর্শন শ্রবণের জন্য অন্তরে চক্ষু কর্ণ আছে। যিনি যোগ তপস্যা করিয়াছেন সেই ভাগ্যবান্ লোক জ্ঞানালোকে তাঁহাকে দর্শন করেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই জ্ঞাননেত্র অন্ধ হইলেও লোক তাঁহার কথা শুনিয়া নৈকট্য প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। মনে কর, তোমাদের টাকার প্রয়োজন। এক ব্যক্তি বাক্সে এক শত টাকা পূরিয়া রাখিয়াছে দেখিতে পাইলে। সেই টাকাগুলি প্রাপ্ত হইলে তোমাদের কষ্ট দূর হয়, সহজে তোমরা তাহা অপহরণও করিতে পার। তখন টাকাগুলি চুরি করিতে ইচ্ছা করিলে, কিন্তু অমনি অন্তরে 'না' শব্দ শুনিতে পাইলে। সেই 'না'টি তোমাদের নয়। উহা স্বতন্ত্র, উহা তোমার ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিপরীত। কেন না টাকা চুরি করিতে গিয়া নিষেধ প্রাপ্ত হইলে। আবার দেখ এক জন

অন্নবস্ত্রহীন নিরাশ্রয় অন্ধকে অর্থ দানে তাহার সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলে, তখন অন্তরে ধ্বনি হইল 'হাঁ, উত্তম', ইহা শুনিয়া উৎসাহ পাইলে। নিশ্চয় এ সকল ধ্বনি, এ সকল কথা তোমার নয়, তোমা ছাড়া এক জন অন্তরে থাকিয়া তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমাকে নিষেধ করেন, বিধি দেন, কল্যাণ অকল্যাণের পথ প্রদর্শন করেন। তিনিই ঈশ্বর। যদি তুমি কেবল লোকের কোলাহল ও গাড়ী ঘোড়ার শব্দের প্রতি মনোযোগ দিয়া থাক, তাহা হইলেই ঈশ্বরবাণী শ্রবণ করিতে পারিবে না; ঈশ্বর যে তোমার নিকটে থাকিয়া কথা বলিতেছেন অনুভব কবিতে পারিবে না। যত তাঁহার বাণীশ্রবণে অধিক মনোযোগ করিবে, তত অধিক শুনিতে পাইবে। যোগ-সাধনে ঈশ্বরবাণীশ্রবণ নিতান্ত আবশ্যক। নির্জ্জনে বসিয়া তুমি তাঁহার নিকটে প্রশ্ন কর, তিনি তোমার প্রশ্নের উত্তর দিবেন। এইরূপ দুই দণ্ড কাল কথোপকথন করিলে, তাঁহার নিকটে অভাব সকল জানাইয়া সদুত্তর লাভ করিলে, কেমন সুখের ব্যাপার হয়। যত এ বিষয়ে সাধন করিবে, তত তাঁহার নিকটে গূঢ় কথা শুনিতে পাইবে।

২২শে কার্ত্তিক, ১৮০২।

নারীস্বভাব প্রস্ফুটিত হইলে আপনা আপনি ব্রহ্মচরণে সমর্পিত হয়। সংসারে শৈশব অবস্থায় কন্যা পিতা মাতাকে ভক্তি করে, পরে কন্যা যৌবন প্রাপ্ত হইল তাহার বিবাহ হইল। তখন স্বামী তাহার সর্ব্বস্ব হইল। সেইরূপ যদি তোমার আত্মার শৈশব অবস্থা থাকে, ঈশ্বরকে পিতা মাতা বলিয়া ভক্তি কর, পূজা কর। আর যদি তোমার ধর্ম্ম পরিপক্ক হইয়া থাকে, ব্রহ্মের সহিত সখাভাব স্থাপন কর। তাঁহাকে পতি জ্ঞান করিয়া সকল অনুরাগ, প্রেম, বাধ্যতা অর্পণ কর। তাঁহার প্রিয় কার্য্য করিতে যত্নবতী হও। তোমার আর স্বতন্ত্র ইচ্ছা থাকিবে না। ব্রহ্মের ইচ্ছা তোমার ইচ্ছা হইবে। তোমার সর্ব্বস্ব ধন তিনি হইবেন। তোমার বন্ধু বান্ধব পিতা মাতা সহায় সম্বল সব কেবল তিনি হইবেন। মন প্রাণ সমুদয় তাঁহাতে সমর্পণ করিয়া তাঁহাতে একান্ত অনুরক্ত হইবে এবং তাঁহার অনুগত দাসী হইয়া থাকিবে।

১১ই অগ্রহায়ণ, ১৮০২।০

পতি পত্নীকে পত্নী পতিকে ধার্ম্মিকও করিতে পারেন অধার্ম্মিকও করিতে পারেন। ব্রহ্মহীন স্বামী স্ত্রীকে ব্রহ্মহীন করিতে পারেন, সংসারী স্ত্রী চেষ্টা করিলে স্বামীকে সংসারী করিতে পারেন। এ ক্ষমতা যে দম্পতীর আছে তাহা কে না স্বীকার করিবে? ইতিহাস দ্বারা এ বিষয়ের প্রমাণ হইয়াছে। তথাপি পৃথিবীতে বিবাহ হয় এবং ধার্ম্মিকেরাও বিবাহ করেন। স্ত্রী এবং পুরুষের কি স্বভাব? কি রূপে উভয়ের মিলন হয় একথা ভূত কিংবা বর্ত্তমানে নাই, কিন্তু ভবিষ্যতে নিহিত আছে। বিবাহ কেন হয়? স্ত্রী পুরুষের পরস্পরের মধ্যে এ সম্বন্ধ কেন? আমরা ইতিহাসে এ প্রশ্নের মীমাংসা যদিও দেখিতে না পাই, আশা আছে সহস্র বৎসর পরে ইহার মীমাংসা হইবে। ঈশ্বর যখন দুই প্রকৃতি সৃজন করিলেন, এবং তাহাদের মধ্যে উদ্বাহ নিয়ম করিলেন, তখন তিনিই জানেন ইহার মর্ম্ম কি। এক প্রকার বিবাহ হয় পশুর মধ্যে। স্বামী স্ত্রীকে রক্ষা করে, সন্তানাদি হয়, ইহা বুঝা যায়। পুরুষ পশু এবং স্ত্রী পশু দুইজনে মিলিত হইল কেন? সন্তান রক্ষার জন্য ইহা সহজে বুঝিতে পারা যায়। বিবাহের আর একটি উদ্দেশ্য এই বুঝিতে পারা যায় যে, অশরীরী সন্তান আত্মার পালনের জন্য দেব স্বামী, দেবী স্ত্রী পৃথিবীতে ধর্ম্মের পরিবার রাখিয়া যান। আর্য্যনারীসমাজ বিশ্বাস করেন পুরুষ এবং স্ত্রী দুই জন দুই জনকে স্বর্গে লইয়া যাইবার নিমিত্ত। আর দুই জনের সংসারে বাস করিবার অভিপ্রায় এই যে, সন্তানদিগকে পালন এবং চালনা করিয়া স্বর্গে লইয়া যাইবেন। আর্য্যসমাজে ইহা কত দূর হইতেছে? যে স্ত্রী স্বামীর এবং যে স্বামী স্ত্রীর হিংসা, বিলাস, সংসারিকতা ইত্যাদি বৃদ্ধি করে এবং হরিনাম করিতে পরস্পরকে প্রস্তুত না করে, তাহারা স্ত্রী স্বামী নামের উপযুক্ত নহে। যে পরিবারে স্ত্রী স্বামীকে সর্ব্বদা স্বর্গের উপযুক্ত করিতে চেষ্টা করেন, সে পরিবারের কল্যাণ হইবে। স্ত্রীর উচিত এ প্রকার চেষ্টা করা। তাঁহাদের মনে করা উচিত, স্বামীর শরীর নাই। যাহা আছে দু দিনের। যদি অশরীরী স্বামী ও স্ত্রীর মিলন হয়, নিরাকার হইয়া যদি দুজনে ঈশ্বরকে ডাকিয়া সংসারে লক্ষ্মী স্থাপন করিতে পারেন, সন্তান পালন করিতে পারেন, তাহা হইলেই তাঁহারা

ঐ নামের উপযুক্ত। আর্য্যনারীসমাজ কি এ কার্য্যে কৃতকার্য্য হইয়াছেন? ইনি এমন করিয়া স্ত্রীদিগকে শিক্ষা দিতে চান, যে যথা সময়ে নিরাকার স্বামীকে যাহা কিছু আশা ভরসা সব সমর্পণ করিয়া স্বামী দ্বারা ধর্ম্মশিক্ষা করেন। আর্য্যনারী ঘরে থাক, ঘরে বসিয়া আমোদ কর, ঘরের লক্ষ্মী হও, ঘরের ধন সম্ভোগ কর, ঘরে জ্ঞান শিক্ষা কর, এবং ঘরে বসিয়া স্বামীর সাহায্যে ব্রহ্মধন সঞ্চয় কর। কত অল্প লোকে এ প্রকার বিবাহ করিয়াছে বলিয়া সঙ্কুচিত হইও না। ভবিষ্যতে পৃথিবীতে এরূপ বিবাহই প্রচলিত হইবে। স্ত্রী স্বামীর কাছে বসিতে ভীত হও, স্বামী স্ত্রীর কাছে বসিতে ভীত হও। এখনও তোমরা পরস্পরকে চেন নাই। দুজনে ব্রহ্মকে ডাক, তিনি বুঝাইয়া দিবেন, কে যথার্থ স্বামী, এবং কে যথার্থ স্ত্রী। ডাকিতে ডাকিতে দুজনে ব্রহ্মচরণে মিলিত হইয়া যাইবে; সংসারে পুণ্য শান্তি বাড়িবে।

২৭শে অগ্রহায়ণ, ১৮০২।

বৈরাগ্য বলিলে ভয় হয়। আর্য্যনারী, বৈরাগ্য বলিলে তোমার ভয় হওয়া উচিত নয়। কেন না তোমাদের দেশে আর্য্যকুলে অনেক প্রকার বৈরাগ্য দেখা গিয়াছে। তোমার দেশে বৈরাগ্য নূতন জিনিষ নয়। তোমার কাছে বৈরাগ্য নূতন নাম কখন হইতে পারে না। হিন্দুস্থানে বেদ বেদান্তে বৈরাগ্য বিচিত্র রূপ ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে, তোমার দেশে পুরুষ বৈরাগী, স্ত্রী বৈরাগী, যুবা বৈরাগী, বৃদ্ধ বৈরাগী অনেক হইয়াছে। পৃথিবীতে অন্য কোন স্থানে কি এত পাওয়া যায়, যেমন তোমার কুলে পাওয়া যায়? তবে আজ তুমি বৈরাগ্য শব্দ উচ্চারণে ভীত হইতে পার না। তোমার দেশের আদরের ধনকে তোমার কাছে আনিলাম, তোমার ভারতমাতার চির আদৃত ধনকে তোমার হাতে দিলাম। ইহা আমি জানি, কোন কোন বৈরাগ্যের আকার ভয়ানক। তাহাতে চিত্তাকর্ষণ হওয়া দূরে থাকুক, ভয় হয়। ভাল খাইবে না, ভাল পরিবে না, ভাল স্থানে বসিবে না, এ সব দুর্গম অন্ধকার বৈরাগ্যের পথ তোমাদিগকে লইতে বলিতেছি না। উদাসীন সন্ন্যাসিনী হইবে আর্য্যনারী? ঈশ্বর বারণ করুন। গৃহস্থ হইয়া বৈরাগিণী

হও। আমি কি কঠোর সন্ন্যাস ধর্ম্ম দিয়া নারীহৃদয়ের মধুরতাকে কাড়িয়া লইব? আমি কি বলিব, ছিন্ন কাপড় পড়িয়া বনে যাও? না। কিন্তু বৈরাগ্যের অর্থ লইতে হইবে। এমন বৈরাগ্য ভাব যাহা সুখের। যাহাতে মন উদাস হয় না, কিন্তু সুপ্রসন্ন হয়। এরূপ বৈরাগ্য লোভের বস্তু, ঈশ্বর করুন তাহা তোমাদের হয়। এক রকম বৈরাগ্য আছে যাহা কেবল ক্রন্দন, উপবাস, রাত্রিজাগরণ রোগ শোকে পূর্ণ। সাবধান, আর্য্যনারী, এ পথ তুমি লইবে না। কিন্তু সেই পথ লইবে যাহতে হরিতে অনুরাগ জন্মিবে। এ বৈরাগ্যে তোমার প্রেম বৃদ্ধি হইবে। আপনার চেয়ে অন্যকে অধিক ভাল বাসিবে। আবার সকলের চেয়ে হরিকে অধিক ভাল বাসিবে। তুমি প্রেমের সন্তান জান না? তোমার জাতীয় ধর্ম্ম প্রেম ভক্তি, তুমি সমস্ত পৃথিবীকে ভাল বাসিবে। ইহাই তোমার বৈরাগ্য। তোমার কাছে আত্ম-পর থাকিবে না। প্রাণের প্রেম উথলিত হইয়া পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িবে। আপনাতে পৃথিবীতে এক হইয়া যাইবে। ইহাকে বলি বৈরাগ্য। বৈরাগ্য ইহা নয় যে, আপনাকে উৎপীড়ন করি, ভস্ম মাখি, কিন্তু খুব প্রেমই বৈরাগ্য। আপনার সুখ বিস্মৃত হইয়া অন্যকে ভাল বাসিবে। ঈশ্বরকে খুব ভাল বাসিবে। নির্জ্জনে তাঁকে ডেকে আত্মবিস্মৃত হইয়া যাইবে। ইহা কি দুঃখের বৈরাগ্য না সুখের? মাকে ভজনা করিতে অসুখী হইবে? না সুখী হইবে? বৈরাগ্যের মুখ ম্লান নহে। সে দুঃখী সন্ন্যাসীর মুখ। বৈরাগীর প্রেম কেবল উৎসারিত হইতেছে। অন্যের দুঃখে মন কাতর হইবে, নিজের কি হইল তাহা দেখিবার সময় পাইবে না। কেবল অন্যের কথা ভাবিবে, পরকে এত ভাল বাসিবে যে ঠিক যেন আপনার, আপনাকে ভুলিয়া গিয়া পরকে লইয়া থাকিবে, পরের মুখ দেখিয়া মনে আহ্লাদ আর ধরিবে না। আহা, কি সুখের বৈরাগ্য। আর্য্যনারী, তুমি মার কাছে ভিক্ষা চাও—যেন এ বৈরাগ্য মা তোমাকে দিয়া সুখী করেন। আবার বলি বৈরাগ্য না লইলে চলিবে না। আপনার সুখ, সৌন্দর্য্য, বিদ্যা এ সকলের প্রতি দৃষ্টি থাকিলে চলিবে না। পরকে ভাল বাসায় কত সুখ জান না বলিয়া এই বৈরাগ্য লইতে ভয় হয়। ভাল বাসায় প্রাণ মত্ত হউক, জগতের সকলকে প্রাণ দিয়া ভাল বাস। আর হরিকে সকল প্রাণ দিয়া পূজা কর,

করিয়া সুখী হও। ধন্য বৈরাগিণী আর্য্যনারী, কারণ যথার্থ বিমলানন্দ তাঁহারই।

১০ই পৌষ, ১৮০২।

হে আর্য্যনারী, কারাবদ্ধ হইয়া ম্লান বদনে তুমি কেন কাঁদিতেছ, তুমি স্বাধীন হও। অধীনতার শৃঙ্খল তোমার পায়ে, হাতে। তোমার চক্ষু অধীন, রসনা অধীন। তোমার দেহ মন সকলি অধীন। তুমি সকল বিষয়ে দাসী, দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ রয়েছ। ভগবানের ইচ্ছা ইহা নয়। কারামুক্ত জীবের ন্যায় স্বাধীন ভাবে ভগবানের উদ্যানে বেড়াও। তোমার ভাল ইচ্ছা চরিতার্থ হয় না, সুরুচি চরিতার্থ হয় না। হে ভগ্নহৃদয় আর্য্যনারী, কেন এ ভাবে কারাগারে বসিয়া আছ? ঘরের প্রাচীরের মধ্যে কে তোমাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে? শয়তানের গর্ত্তের ভিতর কে তোমায় টানিয়া লইয়া বাঁধিয়াছে? তোমার দেহ গৃহে কেন এরূপ বদ্ধভাবে দিন কাটাইতেছ? দেহ, অন্তঃপুর হইতে বাহির হও। তুমি কেন পুরুষের অধীন থাকিবে? এ দেশে স্ত্রীর অধীনতা ঈশ্বরের অভিপ্রায় নয়। ঐ দেখ, তোমার ঈশ্বর দেহপিঞ্জর হইতে তোমার জীবনপক্ষীকে স্বাধীন করিয়া দেবেন, তোমার মোহপাপশৃঙ্খল খুলিতেছেন; ঐ দেখ, তোমার স্বাধীনতার রাজ্য আরম্ভ হইতেছে বুঝি। এই বার প্রমুক্তভাবে মার নাম গাবে। এবার বুঝি তোমার কপাল ফিরিল। তোমার মা তোমাকে লইয়া স্বর্গের উদ্যানে বেড়াবেন, তোমার সঙ্গে কথা বলিবেন। তুমি তাঁহার সঙ্গে কথা বলিবে, তিনি কখনও বাগান হইতে প্রেমের গোলাপ লইয়া বলিবেন, "বৎসে, ফুল পাড়িয়া আমাকে দাও।" কখনও শত শত কোমলকণ্ঠ পক্ষীকে মা ডাকিবেন, মার আহ্বানে প্রেমপক্ষিগণ তোমার মাথার উপর বসিবে, কত সুগানে তোমার পরিতোষ করিবে, তোমার মুখে জননী আনন্দ-সুধা ঢালিয়া দিবেন। মার কাছে যাইতে পারাই কন্যার স্বাধীনতা। সংসারের দাসী, পাপের মোহের দাসী সেখানে যাইতে পারে না। "শৃঙ্খল কাটা হোক্, তবেত আমি মাকে দেখিব মার কাছে যাইব।" তোমার মা আসিয়াছেন তোমাকে হাত ধরিয়া আনন্দধামে লইয়া যাইতে। তুমি বলিতেছ,

কিন্তু আমার হাত, পা বাঁধা, যাবার সামর্থ্য নাই। ইচ্ছা হয় যাই, শুনি, দেখি, বলি; কিন্তু সব বন্ধ কেমন করিয়া যাইব? চলিতে পারে না আর্য্য-নারী, আগে স্বাধীন হও, তবেত যাইবে। আর্য্যনারী, প্রার্থনা কর মা সব গ্রন্থি কাটিয়া দিবেন। যোগী বিনয়ী পরোপকারী সত্যবাদী হওয়া এ সব আমোদের কারণ হইবে কিসে? "আমরা আর্য্যনারী, আমরা কি পাঁচ জনে স্বাধীন ভাবে মাব উদ্যানে বেড়াইতে পারি না? পাঁচ জন পুরুষ সহায়তা না করিলে আমরা কি অন্ধের মত পড়িয়া থাকিব? বাহির হইব; কোথায় ঈশ্বরের রাজ্য। ইন্দ্রিয়নগর, বাসনার আলয়, এ সব আর্য্যনারীর কারাগার, বাহিরে যোগ প্রেম, ভক্তির বাগান রহিয়াছে, যাইবার যো নাই। জননী কেমন মনোহর আনন্দ এবং শান্তির বাগান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। নিষ্ঠুর প্রাচীর আমাকে বাহিরে যাইতে দেয় না। যোগের বাগানে সাধু যোগিগণ ধ্যান করেন; যোগানন্দের উৎস আছে, তাহা হইতে পান করেন। আমার স্বাধীনতা কে নষ্ট করিল? আমি আপনি। অধীনতার শৃঙ্খল কে গড়িয়াছ? আমি নিজে। আমি নিজ হস্তে চক্ষু বাঁধিয়াছি, কর্ণে পাপ পূরিয়া দিয়াছি, স্বর্গের কথা শুনিতে পাই না। আমার সর্ব্বনাশ আমি করিয়াছি, আমাকে শয়তানের বাড়িতে বদ্ধ করিল কে? স্বামী, পিতা, ভাই, বন্ধু, পরিবার? না, কে আমাকে কয়েদি করিয়া রাখিল? ভগবানের কন্যা আমি, কার শক্তি আমাকে বন্দী করে, আমি নিজে হাত পা শৃঙ্খলে বাঁধিয়া আমাকে কারাগারে বাঁধিয়া রাখিয়াছি।" কি দুঃখ, কি দুঃখ! এখন যদি ভগবান্ আসেন, তবে যদি বল গৃহরুদ্ধা আর্য্যনারী, তার কোন অধিকার নাই তবে অন্যায় হইবে। ঐ যে তুমি যাবে বলিয়া ঈশ্বর সুন্দর রথ লইয়া আসিয়াছেন। তুমি "ইডেন" নামক উদ্যানে যেতে পার না বলিতেছ, আর তার চেয়ে কত সুন্দর ঐ যে স্বর্গের বাগানে যাবে না কেন? যেখানে যোগী ঋষি সাধু সাধ্বীগণ সন্ধ্যার সময় বেড়ান, তুমি সেখানে বেড়াইতে যাও না। ওখানে যাইবার তোমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। তুমি বল পাঁচজনের সহিত তোমাকে কথা কহিতে দেয় না, তোমার প্রাণের ভিতর পাঁচশত সাধু আত্মা রহিয়াছেন; কেন তাঁহাদের সহিত কথা কও না? আপনার স্বাধীনতা আপনি নষ্ট করিলে। পৃথিবীর

স্বাধীনতা, অধীনতা নহে, মোহের অধীন হওয়াই যথার্থ অধীন। কিন্তু এখন উঠ। মার আজ্ঞা আসিয়াছে, নববিধানের রথ আসিয়াছে। সাধু নগরে যাইবার জন্য যা যা পরিবে তোমার নূতন অলঙ্কার আসিয়াছে, তাহা পরিয়া চল। যথার্থ স্বাধীনতা লাভ করিয়া কৃতার্থ হও। মার সঙ্গে মার হাত ধরিয়া সকল জায়গায় বেড়াও। সব দেখে শুনে লও। তিনি তোমাদের অধিকার তোমাদের ভার তোমাদের হস্তে দিবেন, দিয়া তোমাদিগকে শুদ্ধ এবং সুখী করিবেন।

---

২৪ শে পৌষ, ১৮০২।

উৎসবের পূর্ব্বে এ সভা প্রস্তুত হইবার সভা। যেমন প্রস্তুত হইবে, লাভ তদ্রূপ হইবে। প্রস্তুত না হইলে নিশ্চয় ক্ষতি হইবে। যদি সেই স্নেহময়ী জননী নাম এখন হৃদয়ে ভাল করিয়া সাধন কর, সমুদয় হৃদয়ের তারগুলি যদি ভাল করিয়া বাঁধিয়া "মা" নামের তারের সঙ্গে মিলাইয়া রাখ, উৎসবের সুর ভাল হইবে। এখন যদি হৃদয় সুরবিহীন হইয়া রহিল, মা যখন আসিবেন কিরূপে বাজাইতে পারিবে?

হরি, যিনি উৎসব প্রেরণ করিতেছেন তাঁর রাজ্যে কত আয়োজন হইতেছে, কত ব্যাপার হইতেছে। উৎসবের রথ টানিয়া আনিবে বলিয়া কত ঘটনাঅশ্ব প্রস্তুত হইতেছে। উৎসবের জন্য প্রেমবারি বর্ষণ হইবে বলিয়া কত ঘটনাজাল আকাশে ঘনীভূত হইতেছে। উৎসবের সময় আলোক দিবার জন্য কত সূর্য্য প্রস্তুত হইতেছে। সংসারকে স্নিগ্ধ করিবার জন্য কত চন্দ্র গগনে উঠিতেছে, কত ফুল ফুটিতেছে, গান করিবার জন্য কত পাখী বাসা করিতেছে। ধন্য জননী, তিনি তাঁহার সন্তানদিগকে সুখী করিবেন বলিয়া কত আয়োজন করিতেছেন। দুর্ভাগিনী নারী জানে না তাহাদের জন্য তিনি কত আয়োজন করিতেছেন। ভগবান্ জানেন না কি কত দুঃখী তৃষিত হৃদয় রহিয়াছে? জানেন, তাই এত আয়োজন হইতেছে। হৃদয়ে প্রবেশ কর, দেখিতে পাইবে মার অঙ্গুলি কত ব্যস্ত, আর্য্যনারীর কপালে কত সুখ শান্তি আছে। এবার খুব উৎসাহ কর; মা নিজে কন্যাদের কাছে এসে নববিধানের তত্ত্ব বুঝাইয়া দিবেন; কত সুধা দিবেন। তাঁহার

সুধানদী হইতে মেয়েরা কলস পূর্ণ করিয়া ঘরে আনিবে বলিয়া কত আয়োজন করিতেছেন; এ সময়ে যেন আমাদের মন নিরাশ হইয়া সংসারে পড়িয়া না থাকে। প্রেমময়ী নিস্তব্ধ ভাবে কত কাজ করিতেছেন। কাহাকে জানিতে দেন নাই, গোপনে বিরলে বসিয়া সব প্রস্তুত করিতেছেন। কার মনের কি রকম রং, কি রকম বস্ত্র পরিলে ভাল দেখায় তাহাই দিবেন। যাহার হৃদয়ে যে ভূষণ পরিলে ভাল দেখায় তাহাই দিবেন। তাঁর রাজ্যের বস্ত্র অলঙ্কারে নারীহৃদয়ের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়। সকলের মনে প্রেম পুণ্য দিবেন বলিয়া কত আয়োজন করিতেছেন। মন প্রস্তুত হও, মোক্ষদায়িনী আসিতেছেন, আনন্দময়ী আসিতেছেন। প্রস্তুত হও। মা যখন আসিবেন আদর করিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া আনিবে, আর উৎসবের সময় পবিত্র প্রেমে উন্মত্ত হইবে। মার মত কেউ ভাল বাসিতে পারে না; এত যত্ন করিয়া কেহ যার যা চাই তাহা দিতে পারে না। অতএব "মা আসিতেছেন, মা আসিতেছেন" এই কথা ভাব। হৃদয়ঘর পরিষ্কার কর, উজ্জ্বল কর; তাঁর বসিবার স্থান প্রস্তুত কর। আর্য্যনারী, তোমার সুখের জন্য ভগবতী আসিতেছেন; দ্বারে গিয়া দাঁড়াও, কখন তিনি আসিবেন প্রতীক্ষা কর, আসিবামাত্র করযোড়ে প্রণাম করিয়া বরণ করিয়া ঘরে ডাকিয়া লও। যেন আসিয়া না দেখেন, তাঁর কোন কন্যা নিদ্রা যাইতেছে, কিন্তু যখন তিনি আসিবেন, যেন দেখেন সকল মেয়ে নূতন কাপড় পরে তাঁর জন্য অপেক্ষা করিতেছে। যেমন মা আসিলেন শঙ্খধ্বনি হইল, ঘরে কল্যাণ শান্তি বিস্তার হইল।

---

২২ শে মাঘ, ১৮০২।

হে আর্য্যনারী, তুমি আপনার গৌরব যদি আপনি বুঝিতে না পার অন্য লোকে কেন তোমাকে গৌরব দিবে? তুমি আপনার মুখ দর্পণে দেখ বিলাসের জন্য বেশবিন্যাস নহে কিন্তু চিত্তশুদ্ধির জন্য। শুদ্ধজ্ঞানদর্পণে মুখ দেখ। বোধ করি তুমি অনেক দিন শুদ্ধবিবেকদর্পণে মুখ দেখ নাই। দেখিলে বুঝিতে পারিবে কিসের জন্য তোমার মুখ সুন্দর। বুঝিতে পারিবে তুমি নীচ মলিন নও। আত্মানুসন্ধানের পর দেখিতে পাইবে তোমার মাথার উপর গৌরবের মুকুট আছে। আর যদি এরূপে না ভাব,

না দেখ, তবে বলিয়া বেড়াইবে "আমি নীচ ক্ষীণ মলিন অবলা।" কিন্তু যে পথ ধরিতে বলিতেছি তাহা ধরিলে নিজের গৌরব বুঝিবে। তোমার স্বভাবের গঠনের ভিতর সকল সাধ্বীগণের গৌরব লুক্কায়িত আছে; প্রাচীন কালের ঋষি কন্যাদিগের গৌরব তোমার রক্তের মধ্যে আছে। যত সাধ্বী স্ত্রী তোমাদের ভিতর লুকাইয়া আছেন। তাঁহারা ত ইহলোক একেবারে ছাড়িয়া যান নাই। বর্ত্তমান আর্য্যনারীদিগের স্বভাবের মধ্যে তাঁহারা আছেন। যখন পূজা সাধনা করিবে, ইহা চেষ্টা করিয়া দেখিও হৃদয়ের ভিতর সাধ্বী নারীগণ আছেন কি না। সাধু সাধ্বীদিগের জীবন পড়িবার জানিবার আবশ্যক কি? তোমরা অন্তরে অন্বেষণ কর। গিয়া দেখ, সমস্ত আর্য্যনারী তোমাদের ভিতর নিহিত কি না। আশ্রমবাসিনী নারী যাঁহারা পবিত্র ভাবে জীবন কাটাইতেন, তোমাদের ভিতর তাঁহাদেরই রক্ত আছে। এদেশের প্রাচীন গৌরব লইয়া তোমরা জন্মিয়াছ। হাজার চেষ্টা করিলেও তাহা ছাড়িতে পারিবে না। তোমরা হাজার কেন নীচ হইয়া যাও না, তোমাদের ভিতর প্রাচীন পবিত্র আর্য্যনারীর রক্ত আছে। যোগধর্ম্ম ভক্তির ধর্ম্ম তোমার বুকের ভিতর। তুমি কেন যোগী হইতে পারিবে না? সাধু সাধ্বীদিগকে ঈশ্বর কেন পাঠাইয়া থাকেন? কেবল শ্রদ্ধা ভক্তি করিবে বলিয়া? তাঁহাদিগকে কেবল সুখ্যাতি করিয়া বিদায় করিবে বলিয়া? না। তাঁহাদিগকে ভোজন করিবে বলিয়া। তাঁহাদের স্বভাবের সহিত স্বভাবকে মিলাইবে বলিয়া। এক জন ভক্ত বলিয়া গিয়াছিলেন, "আমার রক্ত মাংস তোমরা খাও।" কেন বলিয়াছিলেন? তিনি জানিতেন, যত ভক্ত সাধু সাধ্বী তাঁহাদের সদ্গুণ আহার করিয়া রক্তের সহিত মিলাইতে হইবে। আর্য্যনারী, তোমার জীবন সতী নারীর জীবন, তোমার রক্ত সতীর রক্ত। সব প্রাচীনা আর্য্যনারীর রক্ত তোমার ভিতর রহিয়াছে। তবে কেন তোমার পক্ষে ভাল হওয়া কঠিন হইবে? তবে দর্পণে মুখ দেখ। যত সতী নারী তোমাদের ভিতর। তাঁহাদের গুণ চরিত্র ধর্ম্ম তোমাদের। প্রত্যেক নারীর মধ্যে প্রাচীন আর্য্যনারীরা আছেন, তাঁহাদের ভক্তি, সুনীতি, গৌরবের মুকুট তোমাদের। তাঁহারা তোমাদের ভিতরে থাকিয়া প্রাণ পরিতুষ্ট করিবেন; স্বর্গের

সুধা তোমাদের হৃদয়ে রাখিয়া পান করাইবেন। ভাল করিয়া মুখ দেখ। লোকে তোমাকে কেন সুন্দরী বলে? সজ্জা বেশ ভূষার জন্য নহে। তোমাদের মুখে প্রাচীন সতী নারীগণ আছেন। তোমাদের গৌরব মহিমা তাঁহাদের জন্য। হৃদয়ের দ্বার খোল। দেখ যত সতী নারী বসিয়া আছেন। তোমার ভাবা উচিত যে "আমি সামান্য নারী নহি। এমন গৌরবান্বিত সতী স্ত্রীদিগের বংশে জন্মিয়াছি. ঈশ্বর করুন আমি যেন প্রাচীন গৌরব রক্ষা করিতে পারি।" আর্য্যনারী, তুমি আপনার জীবনকে উচ্চ কর. নীচপথ ত্যাগ কর, বৈরাগ্য লও, যোগধর্ম্ম শিক্ষা কর, ভিতরে যাঁহারা আছেন তাঁহাদের গৌরব রক্ষা কর।

২০শে চৈত্র, ১৮০২।

নববিধানের যে সকল ধর্ম্মবীজ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার মধ্যে পুরুষের ভ্রাতৃত্ব এবং নারীর ভগিনীত্ব একটি বিশেষ মত। নারীর ভগিনীত্ব এখন বাস্তবিক একটি বীজস্বরূপ। কালক্রমে ইহা অঙ্কুরিত হইবে, এবং ইহা বৃহৎ বৃক্ষের আকার ধারণ করিয়া ফল ফুলে পরিণত হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম ও নববিধানের প্রসাদে অনেক ভ্রাতৃমণ্ডলী দেখিলাম; কিন্তু এখন পর্য্যন্ত ভগিনীমণ্ডলী আরম্ভ হয় নাই। আর্য্যনারীগণ, ভগিনীমণ্ডলী স্থাপন করিবার জন্য তোমরা আপন আপন কার্য্য আরম্ভ কর। ঈশ্বর পিতা হইয়া যেমন পুত্রদিগের মধ্যে রাজত্ব করিতেছেন, সেইরূপ তিনি রাজরাজেশ্বরী মা হইয়া কন্যাদিগের মধ্যে রাজ্য বিস্তার করিবেন। ঈশ্বরের রাজ্য, ঈশ্বরের পরিবার এখনও অপূর্ণ রহিয়াছে। কেবল পুরুষদিগের দ্বারা তাঁহার রাজ্য পূর্ণ হয় না। তিনি নরনারী উভয়কে সঙ্গে লইয়া তাঁহার পবিত্র প্রেমপরিবার গঠন করিতে ইচ্ছা করেন। ঈশ্বর মনুষ্যপরিবারের অর্দ্ধাংশ পাইয়া সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। তিনি সমস্ত শরীরের কল্যাণ কামনা করেন। এখন শরীরের অর্দ্ধভাগে অর্থাৎ কেবল কএক জন পুরুষের মধ্যে বৈরাগ্য ও ধর্ম্মানুরাগ দেখা যায়। সুতরাং এখন ঈশ্বরের পূর্ণ পরিবার গঠিত হইতে পারিতেছে না। বৈরাগ্য ও সংসারাসক্তিতে কিরূপে মিলন হইবে? ব্রহ্মভক্ত পুরুষ এবং সংসারাসক্ত স্ত্রীর সঙ্গে কিরূপে

যোগ্য হইবে? এই জন্য ভগিনীগণ, বারংবার তোমাদিগকে ব্যাকুলতার সহিত বলিতেছি, তোমরাও শীঘ্র শীঘ্র বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া মার পূজা আরম্ভ কর। অন্ততঃ তোমরা কএক জন আর্য্যনারী একত্র হইয়া নিয়মিত-রূপে মনের অনুরাগের সহিত মার পূজা করিলে এবং কায়মনোবাক্যে মার ইচ্ছা পালন করিলে তোমাদিগের মধ্যে অচিরেই ভগিনীমণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত হইবে। একটী পূর্ণাকৃতি ভগিনীমণ্ডলী ভিন্ন কখনও স্ত্রীজাতির পরি-ত্রাণের পথ পরিষ্কৃত হইবে না। যেমন পুরুষেরা কতকগুলি মূলমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া কতকগুলি ব্রত পালন করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া আপনাদিগের মধ্যে ভ্রাতৃমণ্ডলী স্থাপন করিয়াছেন, সেইরূপ আর্য্যনারী-গণ, তোমরাও কএকটি প্রধান দীক্ষামন্ত্রে দীক্ষিতা হইয়া এবং কএকটি বিশেষ ব্রত পালন করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়া আপনাদিগের মধ্যে ভগিনীমণ্ডলী স্থাপন কর। এই নববিধানের সময় বিশেষ অনুরাগ ও উৎসাহের সহিত একটী ভগিনীমণ্ডলী প্রস্তুত না করিলে তোমরা কেহই প্রকৃতরূপে সুখী হইতে পারিবে না। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে এই ভগিনী-মণ্ডলী প্রস্তুত করিবার জন্য তোমরা আপন জীবন উৎসর্গ কর। তোমা-দের মণ্ডলীর মূলসত্য থাকিবে, নির্দ্ধারিত ব্রত নিয়ম থাকিবে, কর্ম্মচারিণী থাকিবে। তোমরা যদি উপযুক্তরূপে এই মণ্ডলী প্রস্তুত করিয়া সুচারু-রূপে ইহার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পার, ইহা দ্বারা নিশ্চয়ই দেশের কল্যাণ হইবে। মণ্ডলীর অর্থ কি? কএক জন লোক আপন আপন অনুরাগ ও ইচ্ছানুসারে কএকটি বিশেষ নিয়মে আবদ্ধ হওয়া। একত্র উপাসনা করা, একত্র সঙ্গীত করা, একত্র সৎপ্রসঙ্গ করা, পরস্পরকে ভালবাসা এসকল মণ্ডলীর লক্ষণ। কেবল উপাসনা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবে না; কিন্তু প্রত্যহ উপযুক্ত প্রণালীতে নিয়মিতরূপে গৃহধর্ম্ম সাধন করিবে। সরল প্রার্থনা দ্বারা ঈশ্বরের নিকটে গূঢ় ধর্ম্মবল লাভ করিয়া সংসারের নানাপ্রকার বিপদ প্রলোভনরাশি জয় করিবে। পুরুষেরা যেমন উচ্চ হইতে উচ্চতর বৈরাগ্য সোপানে আরোহণ করিয়া সম্পূর্ণরূপে সংসারকে জয় করিতেছেন, তোমরাও সেইরূপ উচ্চতর বৈরাগ্য এবং হরি প্রেমোন্মত্ততা লাভ করিবার জন্য বিশেষ সাধন করিবে। যেমন শাক্য

সিংহ ও গৌরসিংহের পদতলে বসিয়া নির্ব্বাণ বৈরাগ্য ও হরিপ্রেমোন্মত্ততা শিখিবে, সেইরূপ বৃদ্ধ সক্রেটিসের সঙ্গে আলাপ করিয়া আত্মজ্ঞান অর্থাৎ মনোবিজ্ঞান শিখিবে। পৃথিবীর কোন সাধুমহাজনকে তোমরা অশ্রদ্ধা করিবে না। কি জাতীয়, কি বিজাতীয় সমুদয় সাধুদিগকে তোমরা সরল হৃদয়ে শ্রদ্ধা করিবে। সাধুর প্রতি অনাদরকে একটি গুরুতর পাপ বলিয়া জানিবে। যেমন মহর্ষি ঈশার নিকট পিতাপুত্রের অভেদভাব এবং প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক শিক্ষা করিবে সেইরূপ তোমরা মুষার নিকটে প্রত্যাদেশ এবং বিবেকের কথা শুনিবে। এক একজন সাধুর নিকট যেমন তোমরা ঈশ্বরের এক একটি স্বভাব অথবা স্বরূপ দর্শন করিবে এবং তাহা নিজের চরিত্রে পরিণত করিতে চেষ্টা করিবে সেইরূপ তোমরা গার্গী, মৈত্রেয়ী, সীতা, সাবিত্রী প্রভৃতি ব্রহ্মপরায়ণা ও পতিপ্রাণা সাধ্বী ও সতীদিগের নিকটেও জগজ্জননীর বিচিত্র প্রকৃতি দর্শন করিবে এবং সে সকল আপন আপন জীবনে পরিণত করিতে যত্ন করিবে। পৃথিবীর সাধু মহাজনগণ এবং সতীগণ কি কেবল ভ্রাতৃমণ্ডলীর জন্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন? না। পৃথিবীর সাধুগণ বিশেষতঃ সতীগণ নারীজাতির কল্যাণের জন্য জন্মিয়াছিলেন। আর্য্যনারীগণ, পৃথিবীর প্রসিদ্ধ নারীদিগের উচ্চ জীবন চরিত্র শ্রবণ করিয়া তোমাদিগের ধর্ম্মানুরাগ ও ধর্ম্মোৎসাহ শতগুণ প্রজ্বলিত হওয়া উচিত। যখন যিহোভা কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া মুষা আপনার অনুগত প্রজাপুঞ্জ সঙ্গে লইয়া মিসর দেশ হইতে যাত্রা করিয়া অঙ্গীকৃত দেশে যাইতেছিলেন, কথিত আছে, তাঁহাদিগের সম্মুখস্থ এক প্রকাণ্ড সমুদ্র শুকাইয়া গিয়াছিল, তাঁহারা অনায়াসে সেই সমুদ্র পার হইলেন; কিন্তু যখনই শত্রুদল তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য সমুদ্রের নিকটে গেল তৎক্ষণাৎ আবার হুঙ্কার করিয়া সমুদ্রের জলরাশি উত্থিত হইয়া শত্রুদিগকে ডুবাইয়া ফেলিল। তাহারা আপনারা এবং তাহাদিগের গাড়ী ঘোড়া সমস্ত ডুবিয়া গেল। এই অলৌকিক ঘটনার মধ্যে স্পষ্টরূপে ধর্ম্মরাজ ঈশ্বরের মঙ্গল হস্ত দেখিয়া ধর্ম্মপরায়ণা মিরিয়াম আনন্দে নৃত্য করিয়া সর্ব্বোত্তম যিহোভার গুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। হে আর্য্যনারীগণ, সেই ঘটনা সেই ধার্ম্মিকদিগের বিপদ হইতে উদ্ধার এবং শত্রুদিগের দণ্ড, এবং মিরিয়ামের আনন্দ,

ধ্যান ও নৃত্যগীত কি তোমাদিগের জন্য নহে? এই ঘটনার ভাবার্থ এই যে, সাধুরা ঈশ্বরের সাহায্যে প্রকাণ্ড বিঘ্নসাগর পার হইলেন; কিন্তু অবিশ্বাসী শত্রুদল তাহাতে ডুবিয়া মরিল। ভগিনীগণ, এখন দেখ এই নববিধানের প্রসাদে তোমাদের ভাই ভগিনীগণ অধর্ম্ম ও পৌত্তলিকতারূপ মিসর দেশ হইতে ঈশ্বরের পবিত্র প্রেমরাজ্যের দিকে অগ্রসর হইতেছেন; ইঁহাদিগের সম্মুখেও কত কত প্রকাণ্ড বিঘ্নসাগর শুকাইয়া যাইতেছে যাহাতে নাস্তিক ও অল্প বিশ্বাসিগণ ডুবিয়া মরিতেছে। এ সকল ঘটনার মধ্যে সত্যের জয়, প্রেমের জয়, ঈশ্বরের জয় দেখিয়া কি বর্ত্তমান সময়ের মিরিয়ামেরা আনন্দ সঙ্গীত করিবেন না? বর্ত্তমান সময়ের মিরিয়াম সকল কোথায়? ভগিনীগণ তোমরাও মিরিয়ামের ন্যায় ঈশ্বরের জয়, নববিধানের জয় দেখিয়া আনন্দ সঙ্গীত কর। পৃথিবীর প্রত্যেক ব্রহ্মপরায়ণা সাধ্বীনারী তোমাদিগের বন্ধু ও দৃষ্টান্ত। মৈত্রেয়ী তাঁহার স্বামী যাজ্ঞবল্ক্যকে যেরূপ উচ্চ বৈরাগ্যের কথা বলিয়াছিলেন, তোমরা কি বর্ত্তমান সময়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট সেইরূপ উচ্চভাবের পরিচয় দিতে পার না? যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার পত্নী মৈত্রেয়ীকে যে অমরত্বের সুসংবাদ দিয়াছিলেন তাহা কি কেবল মৈত্রেয়ীর জন্য? তোমারা কি সেই অমৃতের অধিকারিণী নহ?

মহর্ষি ঈশা মেরী ও মারথা সম্পর্কে এই কথা বলিয়াছিলেন; "ধন্যা মেরী, কেন না তিনি সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া প্রভুর নিকটে বসিয়া প্রভুর অমৃতময় উপদেশ শ্রবণ করেন, এবং প্রভুর নিকটে থাকিতে ভাল বাসেন, এবং তিনি সহজ বিশ্বাস এবং নির্ভরের পথ ধরিয়াছেন। মারথা বহুকর্ম্মান্বিত হইয়া আমার সেবা করিতেছেন সত্য; কিন্তু পরিত্রাণের জন্য যে একাগ্রতা এবং প্রভুর প্রতি অবিভক্ত অনুরাগ আবশ্যক তাহা তাঁহার নাই।" তোমাদিগের মধ্যে মারথা অনেক; কিন্তু মেরী দুই এক জনও পাওয়া ভার। তোমাদিগের মধ্যে অনেকেই বহু কর্ত্তব্য ও অনেক ক্রিয়াকলাপের পথে চলিতেছে; কিন্তু তাহাতে পরিত্রাণ না হইয়া অহঙ্কার বৃদ্ধি হয়। কর্ত্তব্য কিংবা সদনুষ্ঠানের অহঙ্কারে পৃথিবীর অনেক পুরুষ এবং অনেক স্ত্রীলোক ঈশ্বর এবং প্রকৃত ধর্ম্ম হইতে বঞ্চিত হইতেছে, এই জন্য মহর্ষি

ঈশা এখনও বর্ত্তমান থাকিয়া এই কথা বলিতেছেন, "ধন্যা তিনি যিনি মেরীর ন্যায় সহজ বিশ্বাস ও অনুরাগের পথ ধরিয়াছেন।" আর্য্যনারীগণ, তোমরাও মেরীর ন্যায় ঈশ্বরকে একান্ত মনে বিশ্বাস কর, তাঁহার উপর নির্ভর কর এবং তাঁহার প্রেরিতদিগকে সমাদর কর।

তোমরা বুদ্ধদেবের প্রিয় শিষ্য সুজাতার কথা শুনিয়াছ। তিনি ভক্তির সহিত বুদ্ধদেবকে যে পরমান্ন দিয়াছিলেন তাহা বুদ্ধদেব ভক্তির সহিত আহার করিলেন। ভক্তিভাবে যিনি অন্ন দেন তিনি ধন্য হন এবং যিনি সেই অন্ন ভোজন করেন তিনিও ধন্য হন এবং তাহাতে তাঁহার শরীর পবিত্র হয়। তোমরাও সেইরূপ ভক্তিভাবে পরস্পরের সেবা কর। ঈশ্বরের অভিপ্রায় জানিয়া তোমরা যে কোন সৎকার্য্য করিবে পরিশেষে তাহা কীর্ত্তির আকারে পরিণত হইবে। তোমরা পৃথিবীর সমুদয় সাধু এবং সাধ্বীদিগের সদ্দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর। যত দেশে যত সময়ে পৃথিবীর মহাজন ও সাধ্বী সকল সংকীর্ত্তি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন সে সমস্ত তোমাদের, তোমরা সে সমস্ত ধর্ম্মতত্ত্ব সাধন কর। কেবল পুরুষদেরই যে জ্ঞান বৈরাগ্য সাধনের আবশ্যক তাহা নহে, তোমারাও রীতিপূর্ব্বক জ্ঞান, বৈরাগ্য সাধন করিবে। আর্য্যনারীগণ, তোমরা যে ভগিনীমণ্ডলী প্রস্তুত করিবে, তাহার পরিচ্ছদ, তাহার সমস্ত ব্যবহার স্বতন্ত্র হইবে, তোমাদিগের কথার স্বরে পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইবে। বৈরাগিণী কিরূপে হইতে হয়, ঈশ্বরের পরিচারিকা, কর্ম্মচারিণী কিরূপে হইতে হয়, তোমাদিগকে তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইতে হইবে। প্রত্যহ তোমরা নারীজাতির মঙ্গল অন্বেষণ কর। দুঃখিনী বঙ্গবাসীনীদিগের জন্য অশ্রুপাত কর। দল বাঁধিয়া কার্য্য কর। খুব মনের সাধে ছাদের উপরে, গাছতলায় সৎপ্রসঙ্গ কর, ধর্ম্ম সাধন কর। জীবন অবসান হইবার পূর্ব্বে মনের সাধে হরিভক্তি সাধন কর। হরির দাসী তোমরা। ভ্রাতৃমণ্ডলী হরিপুত্রের ব্যবহার দেখাইয়াছেন, ভগ্নীমণ্ডলী এবার হরিকন্যার ব্যবহার দেখাইবেন। এই সেই সময় যখন হরিপুত্রের পার্শ্বে হরিকন্যা বসিয়া হরি পূজা করিয়া স্বর্গের শোভা দেখাইবেন।

---

২৫ শে বৈশাখ, ১৮০৩।

ধরিয়া বাঁধিয়া ধর্ম্ম হয় না। গাছ যেমন বাড়ে ধর্ম্মও সেইরূপে বাড়ে। আত্মার উন্নতি ক্রমে ক্রমে হয়। যদি স্বভাবের হাতে আত্মাকে ছাড়িয়া দিতে, ঈশ্বরের হাতে দিতে, তবে তাহা স্বভাবের নিয়মে ক্রমে প্রস্ফুটিত হইত। পুরুষদের মধ্যে যেমন তাঁহার লীলা প্রকাশ হইয়াছে, চিহ্নিত দল প্রস্তুত হইতেছে, তোমাদের মধ্যে তাহা এখনও হয় নাই। তোমরা এখনও আপনাদিগকে চিনিতে পার নাই। কেন তোমরা একত্রিত হইয়াছ, তোমরা দশ স্থানে দশ জন ছিলে, কেন ঈশ্বর তোমাদিগকে এক স্থানে আনিলেন, কেন এত দিন পড়িয়া আছ, এ সমুদয়ে তাঁহার হস্ত তোমরা দেখ না, বুঝিতে পার নাই, তোমাদের কাজ এখনও স্থির করিতে পার নাই, সুতরাং এখনও তোমরা চলিয়া যাইতে পার, বিধানের শত্রু হইতে পার। কাজ ঠিক করিয়া লইলে আর পলাইতে পারিবে না। তোমাদের প্রত্যেকের জীবনে ঈশ্বরের বিশেষ অভিপ্রায় আছে। তোমাদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকৃতির লোক আছে। কাহারও মনে যোগের ভাব, কাহারও মনে বিনয়, কাহারও মনে দয়া পরসেবা, কাহারও মনে জ্ঞান, এ সকল গূঢ়ভাবে স্থাপিত। সীতা, সাবিত্রী, দ্রৌপদী, লীলাবতী ইত্যাদি আর্য্যনারীর ভাব কি তোমাদের অন্তরে নাই? তোমরা স্বভাবের নিয়মে চালিত হইলে এ সকল প্রস্ফুটিত হইতে পারিত। যেমন ভিন্ন ভিন্ন রূপ সুন্দর পুষ্পে একটী তোড়া প্রস্তুত হয়, সেইরূপ তিনি তোমাদের ভিন্ন ভিন্ন চরিত্র লইয়া একটি পূর্ণাঙ্গ দল প্রস্তুত করিবেন। যেমন গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইলে চূণ সুরকি ইষ্টক ইত্যাদি বিভিন্ন উপকরণের প্রয়োজন, সেইরূপ তোমাদিগের বিভিন্ন প্রকার প্রকৃতি বাছিয়া লইয়া তিনি একটি দল গঠিত করিবেন। তোমরা আপনাদের কার্য্য ঠিক করিয়া লও। আপনাদের অন্তরে নিহিত ভাব সকল প্রকাশ হইতে দাও। ঈশ্বরের হস্তে জীবন সমর্পণ কর। স্বভাবের নিয়মে আত্মাকে প্রস্ফুটিত হইতে দাও, এবং সকলে জীবনে তাঁহার অভিপ্রায় ও কার্য্য সম্পন্ন কর।

৯ই জুন, ১৮৮১।

তোমরা সকলে ভূতে পাওয়ার কথা শুনিয়াছ। পল্লীগ্রামে এরূপ ঘটনা শোনা যায় যে ভূতে পাইয়াছে, তাহার পর শুনিয়া থাক যে রোজা আসিয়া অনেক ঝাড়ানের পর সারাইয়াছে। ভূত অর্থ যাহা দেখা যায় না; ভূতে পাওয়া অর্থ তাহা আমাদের শরীর মন অধিকার করে। চালিয়ে নিয়ে বেড়ায়, সব কাজ করায়। এ ভাব হইতে আমরা কিছু শিক্ষা করিতে পারি। ইহা সামান্য মিথ্যা কথা। কিন্তু ভূত যেমন পায়, ঈশ্বর আমাদের শরীর মনকে তেমনি পাইবেন। আমাদের শরীরে আবির্ভূত হইবেন। ভূতে পাইলে আমরা যেমন হাসি কাঁদি গাই, আমিত্ব থাকে না তেমনি হইবে। মন হইতে তাঁহাকে দূর করিতে পারিব না। ভূত অদৃশ্য, ভয়ের ব্যাপার, অজ্ঞান মনুষ্যেরা তাহা কল্পনা করিয়া বিশ্বাস করে। কিন্তু ঈশ্বর এইরূপে মনকে অধিকার করিবেন। এই অবস্থা হইলে, আমি নিজে কিছু কর্‌তেছি মনে হইবে না। তিনি আমাকে পাইয়া বসিবেন। আমি যে আর আমি থাকিব না। ভূতে পাইলে যেমন আমি থাকে না দুই এক হয়, তেমনি ঈশ্বর ভিতরে আসিয়া যখন সাধককে পাইবেন অর্থাৎ অধিকার করিবেন, তখন আর "আমি" থাকিব না। আমি পলায়ন করিব। তিনি সব স্থান দখল করিয়া পাইয়া বসিবেন, আমার সংসারের যাহা কিছু সব জিনিষ পত্র তাঁর হইবে। "আমি" বাহির হইয়া যাইব। যা করিতে হইবে তিনি সব করিবেন কিছু চেষ্টা করিতে হইবে না। ধার্ম্মিক সহজে হইতে পারিব। শক্তি, বল, সামর্থ্য সব তিনি লইবেন। যেমন এক জন জমিদার আর এক জন জমিদারের সব কাড়িয়া লইয়া তাহাকে তাড়াইয়া দেয়, সেইরূপ ঈশ্বর আসিয়া আমাকে তাড়াইয়া নিজে সব অধিকার করিবেন।

অতএব হে আর্য্যনারী, ছেলেবেলা যেমন ভূতে পাওয়ার গল্প শুনিয়াছ, এ সব যদিও মিথ্যা কিন্তু এর ভিতর যে একটা সত্য ভাব আছে তাহা লইতে হইবে। ঈশ্বর যখন এইরূপে পাইয়া বসিবেন, সব তিনি করাইবেন। সাধন ধ্যান যোগ সকলি করাইবেন। "আমি" দূর হইবে। ভূতে পাইলে যেমন হয় সেইরূপ সব তাঁর দ্বারা হইবে। আদেশের মত জীবনে খুব চলিবে। তিনি আসিয়া সকলের অধিকারী হইবেন। মনুষ্যের কিছু

ক্ষমতা থাকিবে না। তোমরা এরূপ সাধন কর যাহাতে জীবনে এরূপ হয়। তিনি কাজ করাইবেন লইয়া বেড়াইবেন, সব ভার তাঁহার হাতে হইবে।

১৫ই শুক্রবার, ১৮০৩ শক।

প্রশ্ন—ভাল হয়ে আবার খারাপ হয় কেন?

উত্তর—ভাল হওয়া ঈশ্বরকৃপায়। কিন্তু পুরাতন পাপ পুরাতন জ্বরের মত। যেমন পুরাতন জ্বর রক্তের ভিতর ছিল, একবার একটু জ্বর সেরে গেল, আবার কুপথ্য খেলে জ্বর ফুটে বেরোল। উপাসনার চাপে পাপ দাবিয়ে রাখি। ভিতরে পাপ আছে, একেবারে যায় নাই। এক দিন রুটী খেয়ে ভাত খেলে আবার জ্বর এল। অতি সামান্য কারণে জ্বর ফুটে। এই জন্য ভিতরে কি দোষ আছে; কি কি দোষ রক্তের ভিতর আছে যাতে বার বার পড়িতেছ দেখ্‌তে হবে। ডাক্তার কুইনাইন দিয়ে জ্বর সারাইল; আবার কাশি, কাশির ঔষধ চাই। এমনি করে চিকিৎসা চাই যাতে স্বন ভাল হয়। একটু বাতাস লাগিল আর জ্বর হইল, ইহা সুস্থ অবস্থা নহে।

প্র। দোষগুলি কিরূপে যাইবে?

উ। এক একটি বিশেষ ব্রত নিতে হবে। উৎকট রোগ হলে অনেক দিন ঔষধ খেতে হবে।

প্র। রাগ কিরূপে যাবে?

উ। ক্ষমা করিতে হবে, যার প্রতি রাগ হয়, তার সেবা করিতে হবে। রাগের পর পাঁচ ঘণ্টা উপাসনা করিতে হবে। ঝিয়ের কাছে হাত যোড় করে ক্ষমা চাইবে। সাধারণ রকম উপায়েতে রাগ যাবে না। যেখানে ঘা, সোর, সেখানে বিষ্টার দিতে হবে।

প্র। দোষ যায় না দেখে মন নিরাশ হয় কেন?

উ। ঔষধ খাইলে না, নিরাশ হবে কেন? যার ঈশ্বর এবং পরলোকে অবিশ্বাস হয়, তার সেই দোষ দূর করিবার জন্য বিশেষ সাধন আবশ্যক। পনর বৎসরের পাপ এক মাসের ব্রতে কিরূপে যাইবে? উপযুক্ত সাধন না করে কেন মন নিরাশ হইবে? যার যে দোষ তার সেইরূপ ব্রত নিতে হয়। শরীরের যেমন অনেক রোগ মনেরও তেমনি অনেক রোগ। কেহ

ধ্যান করিতে পারে না, কাহারও ভক্তি হয় না, কাহারও মন জয় হয় না। ভিন্ন ভিন্ন রোগের ভিন্ন ভিন্ন ঔষধ। ধর্ম্ম ও নীতি বিভিন্ন। উপাসনাতে ধর্ম্ম হয়; কিন্তু সার সেবা ভিন্ন স্বার্থপরতা যায় না।

বিশ্ব জননীর জয়।

ব্রাহ্মিকাদিগের প্রতি
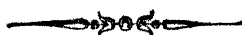
আচার্য্যের উপদেশ। 2008

কলিকাতা।

ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে দ্বারা মুদ্রিত এবং প্রকাশিত।

৬ নং কলেজ স্কোয়ার।

শকাব্দা ১৮০১। ১০ই মাঘ।

মূল্য ।৵০ আনা।

ব্রাহ্মিকাদিগের প্রতি

আচার্য্যের উপদেশ।

নারীজাতির বিশেষ ভাব।

বৃহস্পতিবার, ৭ ই চৈত্র ১৭৯৫।

বর্ত্তমান ধর্ম্মবিধানে জগদ্‌গুরু পরমেশ্বরের এই আজ্ঞা প্রচার হইয়াছে যে, যাঁহারা সংসারের মলিন সুখে মত্ত ছিলেন, সেই বাল্যক্রীড়া পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদিগকে এখন ঈশ্বরের পবিত্র পরিবার হইতে হইবে। নর-নারী একত্র হইয়া পবিত্র প্রেম কাহাকে বলে, স্বর্গীয় সুখ কাহাকে বলে, তাহার পরিচয় দিতে হইবে। স্বর্গ কি তাহা দেখিবার জন্য পর্ব্বতে যাইতে হইবে না, অথবা পুস্তকের মধ্যে কিম্বা কোন লোকের কাছেও শিখিতে হইবে না; কিন্তু ঘরের ভিতরে ভাই ভগ্নীদিগকে লইয়া বসিয়া, পিতার প্রেম সাধন করিলেই আমাদের মধ্যে স্বর্গরাজ্য অবতীর্ণ হইবে। ঈশ্বরের এই আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া আমরা কয়জন একটি পরিবার সংগঠনে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ইহা ছাড়িলে আমাদের বাঁচিবার আর অন্য উপায় নাই। এই পরিবার মধ্যেই আমাদের মুক্তি। ভগ্নীগণ, বিশেষরূপে তোমরা যাহাতে এই কথা বুঝিতে পার, সেই জন্য দয়াময় ঈশ্বর আজ এই ব্রাহ্মিকা সমাজে তোমা-দিগকে ডাকিয়াছেন। এই নিমন্ত্রণের আর কোন উদ্দেশ্য নাই। যিনি তোমাদিগকে এত ভাল বাসিয়া এই বিশেষ বিধান প্রেরণ করিলেন, তাঁহার প্রতি যেন ভক্তি অনুরাগ বৃদ্ধি হয়। তাঁহার কার্য্যে নিরুৎসাহ এবং অলস হইয়া থাকিও না। স্বামী, ভ্রাতা এবং বন্ধুদিগের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া যাহাতে অচিরে প্রেমপরিবার হয়, তাহার জন্য তোমরা বিশেষরূপে যত্নবতী হও।

তোমাদের প্রতি প্রথম উপদেশ এই যে পুরুষেরা যে ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, তোমরা তাহার অনুকরণ করিও না, পুরুষদিগের সকল কার্য্যে যোগ দিলে কদাচ তোমাদের নারীপ্রকৃতির উন্নতি হইবে না, বরং অনেক সময়ে তোমাদের জীবনের দুর্গতি এবং অশান্তি হইবে। পুরুষদিগের জন্য ঈশ্বর আপনার উদ্যানে যে ফুল সৃজন করিয়াছেন, তাহা তোমাদের জন্য নহে, আবার তোমাদের জন্য তাঁহার স্বর্গে যে ফুল প্রস্ফুটিত রহিয়াছে তাহাও পুরুষদের জন্য নহে, অতএব তোমাদের জন্য যে ফুল তাহা তোমরা বাছিয়া লইবে। সকল বিষয়ে পুরুষদের অনুকরণ করিলে, তোমাদের জীবন বিকৃত হইবে। ঈশ্বরের আজ্ঞা ইহা নহে যে পুরুষদের মধ্যে যত প্রকার ভাব আছে সকলই তোমরা গ্রহণ করিবে। ঈশ্বর পুরুষদিগকে যে প্রকৃতি দিয়াছেন তাহা কেবল পুরুষদিগেরই জন্য, তোমাদের জন্য নহে। অতএব কি পিতা, কি আচার্য্য, কি স্বামী, কি ভ্রাতা, পৃথিবীতে যাঁহাদিগকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা কর, কেহই তোমাদের নারীপ্রকৃতির আদর্শ হইতে পারেন না। ঈশ্বরের ইচ্ছা নহে যে কোন পুরুষ তাঁহার এবং তোমাদের মধ্যবর্ত্তী হন। তিনি স্বয়ং তোমাদের গুরু। সেই গুরুকে গুরু বলিয়া তোমরা আদর করিবে, সেই পিতাকে পিতা বলিয়া তোমরা ভক্তি করিবে। পরিত্রাণের পথে তিনি যে প্রণালী দেখাইয়া দিবেন সেইরূপে চলিবে। একই উদ্যানে বিচরণ করিতে হইবে; কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন দিকে বসিতে হইবে। একই ঈশ্বরের দিকে যাইতে হইবে; কিন্তু তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন ভাব গ্রহণ করিতে হইবে। তোমরা যাহাতে অধিক পরিমাণে হৃদয়ের কোমলতা এবং ভক্তি সাধন করিতে পার এই জন্য ঈশ্বর তোমাদিগকে বিশেষ অধিকার দিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে পিতা বলিয়া ডাকি, তোমরা তাঁহাকে মাতা বলিয়া ডাক। আমরা তাঁহার কাছে পুত্র হইয়া পুত্রের উপযুক্ত ভক্তি শ্রদ্ধা দিয়া কৃতার্থ হই, তোমরা তাঁহার কন্যা, সুতরাং তিনি তোমাদের নিকটে তাঁহার কন্যার উপযুক্ত প্রেমভক্তির উপহার প্রত্যাশা করেন। অতএব স্বামী কিংবা কোন ভ্রাতার অনুরোধে পড়িয়া, কেহই পুরুষের কার্য্য করিও না, যাহা তোমাদের কার্য্য, তোমাদের স্বর্গের মাতা ঈশ্বর তোমাদিগকে যাহা করিতে বলিবেন, কেবল সেই সমুদায় কার্য্য করিলেই তোমাদের পরিত্রাণ। পুরুষদের মুখাপেক্ষা করিয়া আছ

খুলিয়া তোমরা নিজের নিজের কার্য্য দেখিতে পাইতেছ না। ঈশ্বর প্রতীক্ষা করিতেছেন কখন্ তোমরা চক্ষু খুলিবে, চক্ষু খুলিলেই দেখিতে পাইবে, তিনি তোমাদের প্রতিজনের জন্য এক একটি বিশেষ ব্রত স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। কেহই বলিতে পারেন না, ঈশ্বরের গৃহে আমার কার্য্য নাই। গরিব, ঘৃণিত, দুঃখী, তাপী, প্রতিজনেরই কার্য্য আছে। প্রত্যেকের উপরে এক একটি কার্য্যভার রহিয়াছে। ভগ্নীগণ! তোমাদের বয়স হইয়াছে, আর বালিকার মত ব্যবহার করিও না। গম্ভীরভাবে ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন কর। তোমাদের কার্য্য তোমরা কর, তোমরা পরিত্রাণ পাইবে, আমরাও দেখিয়া সুখী হইব। তোমরা কি মনে কর যে অলঙ্কার পরিবার জন্য, বিদ্যা শিক্ষার জন্য, অথবা কেবল স্বামীর চিত্তরঞ্জন করিবার জন্য তোমরা পৃথিবীতে আসিয়াছ? না, তোমরা আসিয়াছ পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য, জগতের কল্যাণের জন্য, তোমাদের জন্য নহে, কিন্তু সমস্ত পৃথিবীর জন্য। তোমাদের শরীর মন হইতে যাহা কিছু সেবা ও ভক্তির উপহার দিবে তাহা পৃথিবী গ্রহণ করিয়া উন্নত হইবে। তোমরা কয়টি লোক যে কেবল তোমাদের জন্য বাঁচিয়া আছ তাহা নহে। ঈশ্বর তোমাদিগকে যে শুভ বুদ্ধি, জ্ঞান, ও বল দিতেছেন তাহা এই জন্য যে তোমরা তাঁহার অনুগত দাসী হইয়া সমস্ত জগৎকে তাহা বিতরণ করিবে। তোমাদের শরীর মন পরিপুষ্ট কেন হইতেছে? এই জন্য যে তোমরা সেই বল, সেই ক্ষমতা, সেই উৎসাহ জগতের কল্যাণের জন্য উৎসর্গ করিবে। যাহারা অন্যের জন্য ভাবে না সে সকল স্বার্থপর ব্যক্তিদের জন্য এ বিধান নহে। যাহারা আপনার জন্য বাঁচিয়া আছে এবং কেবল আপনার জন্য ভাবে, তাহারা বর্ত্তমান বিধানের অন্তর্গত নহে। ভগ্নীগণ, যে জীবন তোমরা পৃথিবীর কল্যাণের জন্য পাইয়াছ সে জীবন তোমরা ঘরের মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখিবে, তোমাদের এমত অধিকার নাই। যাহাতে জগতের সমুদায় নরনারীর অধিকার, তাহা কিরূপে তোমরা আপনাদের মধ্যে বদ্ধ রাখিবে? স্বার্থ দূর করিয়া জগতের সেবা কর। এই বারে ঈশ্বর যাহাকে যে টুকু কার্য্য দিবেন, ভক্তির সহিত তাহা করিবে। নিজের চিন্তা আজ হইতে ছাড়, পরের জন্য এই জীবন ইহা বিশ্বাস কর। তোমাদের প্রত্যেকের জীবন এই আশ্রমের জন্য, সমুদায় ব্রাহ্মসমাজের জন্য, পৃথিবীর সমুদায় ব্রাহ্ম-

মণ্ডলী এবং সমুদায় ভগ্নীমণ্ডলীর জন্য, প্রাণের সহিত এই সত্য গ্রহণ কর। ঈশ্বরের এই ব্রতে ব্রতী হইয়া তিনি যখন যাহা বলিবেন তাহা করিবে। নির্জীবতাকে ভয়ানক পাপ এবং নিরাশাকে সাংঘাতিক গরল জানিয়া এ পরিবার হইতে দূর করিয়া দাও। তোমরা প্রত্যেকজন ঈশ্বর হইতে এক একটি ব্রত গ্রহণ করিয়া নিজের জীবনের আদর্শ সাধন করিবে, এই জন্য ব্রাহ্মিকাসমাজের পুনরুদ্দীপন হইল। আশার সহিত ইহাতে যোগ দাও। এই বাহ্মিকাসমাজ দেশের মঙ্গলের জন্য যেন একটি অসাধারণ দুর্জ্জয় বল হয় ঈশ্বর এই আশীর্ব্বাদ করুন। তাঁহার কার্য্য সাধন করিবার জন্য ইহাঁ দ্বারা যাহাতে প্রত্যেক ব্রাহ্মিকা উপযুক্ত বল ও জ্ঞান লাভ করেন তিনি এইরূপ শুভ বিধান করুন। তাহা হইলে তোমরা সংসারের উত্তাপ হইতে রক্ষা পাইবে এবং অমৃত ফলভোগ করিয়া সকলের জীবন কৃতার্থ হইবে।

হে প্রেমময়! তুমি জান ব্রাহ্মসমাজ চূর্ণ হইবে যদি ভগ্নীরা তোমার প্রসাদে তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট স্থান গ্রহণ না করেন। করুণাময়! তোমাকে মা বলিয়া ডাকিবে কে, যদি ভগ্নীরা তোমার কাছে না আসেন। প্রেমসিন্ধু! ভগ্নীরা যদি তোমাকে তোমার কন্যার উপযুক্ত উপহার না দেন, তবেত আমাদের ব্রাহ্মসমাজের আশা নাই, তবে যে সমুদায় ব্রাহ্মসমাজ মহা বিপ্লবে পড়িবে। ভগ্নীদিগের সহায়তা ভিন্ন তোমার বর্ত্তমান বিধানের অধীন হইয়া কিরূপে একাকী আমরা তোমার স্বর্গ রাজ্যের দিকে যাইব? তাই ঐ চরণে হস্ত রাখিয়া তোমাকে ডাকিতেছি যাহাতে সমুদায় ভগ্নীরা তোমার এই বিধানে যোগ দিয়া তোমাকে মা বলিয়া ডাকিয়া তোমার হস্তে তাঁহাদের সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিতে পারেন এই আশীর্ব্বাদ কর। যেন তোমার পুত্র কন্যা কাহাকেও এই বিধানের বাহিরে থাকিতে না হয়। হে ঈশ্বর! কাহার কাছে অভিযোগ করিব? অবিশ্বাস, নিরাশা, আলস্য, নির্জীবতা আমাদের সর্ব্বনাশ করিল। বল, কবে আমাদের মধ্যে সেই সুন্দর প্রেমরাজ্য আসিবে যখন পরস্পরের মুখের পানে তাকাইলে আশা, উৎসাহ, এবং আনন্দ বৃদ্ধি হইবে? যে ভগ্নীগুলি তোমার বিধানের মধ্যে আসিলেন তোমার চরণতলে বসিয়া চিরকাল যেন ইহাঁরা কোমল প্রীতি ও ভক্তি উপার্জ্জন করেন। এখন বুঝি তাঁহারা জানেন না তুমি কত

সুন্দর, এবং তুমি তাঁহাদিগকে কত ভাল বাস, তাহা হইলে তাঁহারা একেবারে মোহিত হইয়া যাইবেন, এবং তাঁহাদের সমস্ত হৃদয় প্রাণ তোমার হস্তে সমর্পণ করিবেন। তখন তাঁহারা এত সুখী হইবেন যে পৃথিবীতে আর সেরূপ সুখ কেহই পায় নাই। প্রেমময়! ভগ্নীদিগকে গ্রহণ করিয়া গরিব দুঃখীদের অনেক কালের আশা পূর্ণ কর। তোমার চরণ-তলে ভাই ভগ্নী সকলে মিলিয়া পবিত্রভাবে বসিলে যে অবস্থা হয় তাহা হইতে আর আমাদের জন্য উচ্চতর স্বর্গ কি আছে? দয়াময়! তোমার পুত্রকন্যাসকলকে লইয়া তোমার পবিত্র ঘর তুমি নির্ম্মাণ করিবে, এই আশা করিয়া ভাই ভগ্নী সকলে মিলিয়া ভক্তির সহিত তোমার চরণে বার বার প্রণাম করি।

নারীসৃজনের উদ্দেশ্য।

২১ চৈত্র ১৭৯৫।

নারীজাতিসৃজনের যে উচ্চ লক্ষ্য তাহা জনসমাজে সম্যক্‌রূপে সাধিত হইতেছে না। ঈশ্বর স্ত্রীজাতি সৃজন করিলেন এই জন্য যে, স্ত্রীর কোমল প্রকৃতিতে পুরুষের হৃদয় কোমল হইবে, এবং পুরুষেরা সেই কোমল ভাবের অনুবর্ত্তী হইয়া পৃথিবীর মঙ্গল সাধন করিবে; কিন্তু স্ত্রীজাতির বর্ত্তমান অবস্থা আলোচনা করিয়া দেখিলে প্রতীতি হইবে যে, না এদেশে, না অন্য দেশে কোথায়ও প্রকৃতরূপে এই লক্ষ্য সিদ্ধ হয় নাই। স্ত্রীলোকেরা কোমল হইয়া পুরুষদিগকে কোমলতা শিক্ষা দেওয়া দূরে থাকুক বরং তাহারা আপনারা কঠোর ও স্বার্থপর হইয়া পুরুষদিগকে আরও কঠোর ও স্বার্থপর করিয়া তুলিয়াছে। এই জন্য আমরা দেখিতেছি যখনই পুরুষদিগের অত্যন্ত ইচ্ছা হয় যে ঈশ্বরের সঙ্গে দুদণ্ড নিবিষ্টমনে থাকেন তখনই তাঁহারা স্ত্রী পরিবার ছাড়িয়া নির্জ্জনে যাইয়া একাকী সাধন ভজন করেন। কেন না স্ত্রী পরিবারের মধ্যে থাকিলে অন্তরে ঈশ্বরের প্রতি তেমন ভক্তি এবং জগতের প্রতি তেমন প্রেমের উদয় হয় না

এখন পৃথিবীর যেরূপ অবস্থা ইহাতে পুরুষেরাও এই কথা স্বীকার করি-বেন, এবং স্ত্রীরাও এই কথা স্বীকার করিবেন। ইহা দেখিয়া কি বলিব যে ঈশ্বর তবে স্ত্রীজাতিকে পুরুষদিগকে কোমল করিবার জন্য সৃজন করেন নাই? যতদিন বিবাহ না হয় তত দিন অনেক যুবক উৎসাহের সহিত পৃথিবীর কল্যাণের জন্য ব্যস্ত থাকেন, কিন্তু যাই বিবাহ হইল তখনই তাঁহারা সংসারের পাশে বদ্ধ হইয়া পড়েন। তখন ঘোর বিষয়লালসা আসিয়া তাঁহাদের মনকে আক্রমণ করে, তখন কিসে কেবল নিজের স্ত্রী ও নিজের পুত্র কন্যার মঙ্গল হয়, দিবারাত্রি তাঁহারা কেবল তাহাই ভাবেন। এই রূপে তখন তাঁহাদের চিন্তা সংকীর্ণ হয়, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের আশা, প্রেম, অনুরাগ সকলই সংকীর্ণ হইয়া পড়ে, তাঁহা-দের সমস্ত হৃদয় প্রাণ তখন একটি ক্ষুদ্র সংসারের ভিতরে বদ্ধ হয়। সমুদায় ভ্রাতৃমণ্ডলী এবং সমুদায় ভগ্নীমণ্ডলী আর তাঁহাদের সংকীর্ণ হৃদয়ে স্থান পায় না। তখন আপনার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ভিন্ন আর কেহই তাঁহাদের প্রেম লাভ করিতে পারে না। স্ত্রীলোকদিগেরও বিবাহের পর এইরূপ দুর্দ্দশা হয়, এত বড় আত্মা যাহা সমস্ত মনুষ্যমণ্ডলীকে ভালবাসিবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, যাহা সমস্ত আকাশে উড়িবার ক্ষমতা পাইয়াছে, তাহা পিঞ্জরবদ্ধ পক্ষীর মত একটি ক্ষুদ্র পরিবারে বদ্ধ হয়। যে প্রেম সমস্ত পৃথি-বীর প্রাপ্য তাহা পিতা, মাতা স্ত্রী অথবা দুই পাঁচটী পুত্র কন্যা, ভাগ করিয়া লয়। যে অনুরাগ সমস্ত পৃথিবীকে দিলেও তাহার চতুর্থাংশ নিঃশেষিত হয় না, সেই অনুরাগ চার পাঁচটি লোকের মধ্যে বদ্ধ হইয়া পড়ে। অম-রাত্মাবিশিষ্ট মনুষ্য এইরূপে স্বার্থপর হইয়া পৃথিবীর মলিন পঙ্কে নিতান্ত কলঙ্কিত হয়। এই ক্ষুদ্রতাতেই পৃথিবীর অধোগতি হইয়াছে। বিশেষতঃ আমাদের দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের হৃদয় নিতান্ত জঘন্য স্বার্থপরতার আধার হইয়াছে। ইহার গূঢ় কারণ আছে। এই দেশে বহুকাল হইতে স্ত্রীলোকদের পক্ষে একমাত্র স্বামিসেবাই জীবনের সর্ব্বস্ব হইয়া আসিয়াছে। কেবল স্বামীর দাসত্বেই তাঁহাদের পরিত্রাণ, স্বামীর মন সন্তুষ্ট করিতে পারিলেই তাঁহাদের স্বর্গলাভ, সকল বিষয়ে স্বামীর অনুবর্ত্তিনী হইয়া না চলিলে তাঁহাদের সর্ব্বনাশ; এ অবস্থায় জগতের প্রতি দৃষ্টি রাখা এবং সমস্ত পৃথি-বীকে ভালবাসা তাঁহাদের পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব। চির কালই তাঁহারা

এইরূপ একটী ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে অবরুদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন। পুরুষেরা বাহিরে থাকে, বাহিরের লোক জনের সঙ্গে আলাপ ব্যবহার করিয়া, বাহিরের উন্মুক্ত বায়ু সেবন করিয়া তাহাদের হৃদয় অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত হয়। কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের আপন আপন ক্ষুদ্র ঘর ছাড়িয়া অন্যত্র যাইবার অনুমতি নাই। সেই ক্ষুদ্র গৃহ ভিন্ন পৃথিবীর মধ্যে যে আর কোন স্থান আছে তাহা তাঁহারা জানেন না। সুতরাং দিন দিন তাঁহাদের সেই ক্ষুদ্র গৃহে যে কএক জন থাকেন, তাঁহাদের প্রতিই আসক্তি বাড়িতে থাকে। দয়া, দেশানুরাগ, পৃথিবীর প্রতি অনুরাগ ক্রমে ক্রমে একেবারে হৃদয় হইতে বিলুপ্ত হয়। ঈশ্বর স্বয়ং আপনার কোমল হস্তে স্ত্রীজাতির হৃদয়ে যে সকল মধুর এবং উচ্চ ভাবের বীজ বপন করিয়াছিলেন, উপযুক্ত এবং অনুকূল অবস্থার অভাবে, স্ফূর্ত্তি না পাইয়া সে সকল শুষ্ক হইয়া যায়। এই জন্য দেশের সকল লোকের সর্ব্বনাশ হইলেও আমাদের স্বার্থপর স্ত্রীলোকদিগের বিশেষ ব্যাকুলতা দেখা যায় না। তোমরা ব্রাহ্মিকা হইয়া উচ্চ স্থানের অধিকার পাইয়াছ, তোমাদিগকে সমস্ত ব্রাহ্মসমাজ এবং সমস্ত মনুষ্যমণ্ডলীর জন্য ভাবিতে হইবে, কেবল নিজ নিজ পরিবারের প্রতি কর্ত্তব্য সাধন করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে ব্রাহ্মিকা নামে কলঙ্ক হইবে। সাবধান! আপনাদের দোষে তোমরা এই উচ্চ অধিকার হারাইও না। আমি ভাল হইলাম, এবং আমার স্বামী পুত্র ভাল হইল, এই ক্ষুদ্র ভাব পরিত্যাগ করিতে হইবে। তোমরা কেবল আপনারা সমস্ত জগৎকে ভাল বাসিবে, এবং শত্রুমিত্রনির্ব্বিশেষে সকলের সেবা করিবে তাহা নহে; কিন্তু প্রত্যেক ব্রাহ্মিকাকে দেখাইতে হইবে, তিনি ঈশ্বরের নিকট থাকিয়া তাঁহার স্বামী, পুত্র কন্যা সকলকে কত দূর উদার প্রেম শিক্ষা দিয়াছেন। স্ত্রী যদি পুরুষকে কঠোর স্বার্থপর করিয়া দেন, তবে তিনি স্ত্রী নহেন। উদার প্রেম, প্রশস্ত ভালবাসার দৃষ্টান্ত পুরুষ নহে; কিন্তু স্ত্রীজাতি। এই জন্য ঈশ্বর স্ত্রীজাতিকে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন। কিন্তু সেই স্ত্রীজাতি কি করিতেছে? আপনাদের হৃদয় ক্ষুদ্র করিয়া পুরুষদিগেরও যাহাতে অধোগতি হয় তাহার চেষ্টা করিতেছে। এই জন্য দেখিতেছি এখনও পৃথিবীতে পুরুষপ্রকৃতি এবং নারীপ্রকৃতি পরস্পরের অনুকূল হয় নাই। এই অবস্থায় ব্রাহ্মিকাদের এই কর্ত্তব্য যে তাঁহারা ঈশ্বরের

আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া, পুরুষদিগকে, ভ্রাতাদিগকে, স্বামী পুত্রদিগকে উদার প্রেমের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া কোমল করেন। কোন স্ত্রী স্বার্থপর হইয়া পুরুষের মনের সেই উচ্চ প্রেম বিনাশ করিবেন না; কিন্তু যত বার পুরুষেরা স্বার্থ নাশ করিয়া জগতের প্রতি প্রেমিক হইতে চেষ্টা করিবেন, যত বার পুরুষদিগের অন্তরে সেই স্বর্গের প্রশস্ত প্রেম স্ফূর্ত্তি পাইবে, তত বার মাতা, স্ত্রী, ভগ্নী, কন্যা তাঁহাদের সহায়তা করিবেন। যাহাতে পুরুষেরা সমস্ত জগৎকে আপনার বলিয়া ভাল বাসিতে পারেন, নারীদিগকে সেই প্রেম-শিক্ষা দিতে হইবে। স্বার্থপরতা স্ত্রীসমাজের প্রধান শত্রু হইয়া পড়িয়াছে। উন্নতি পথের এই বিষম কণ্টক দূর করিয়া ভগ্নীগণ! তোমরা ভাই ভগ্নী-দের কল্যাণের জন্য এক একটী ব্রত গ্রহণ করিয়া, প্রশস্ত প্রেমের দৃষ্টান্ত দেখাও। যদি প্রথমেই অধিক লোকের ভার গ্রহণ করিতে না পার, তবে এক এক জন এক একটী ভগ্নীর কল্যাণের ভার গ্রহণ কর। যাহাতে তাঁহার আত্মার কল্যাণ হয়, সমুদয় বুদ্ধি বল এবং অনুরাগের সহিত তাহা সাধন কর। তোমাদিগকে উচ্চ কার্য্যের ভারসকল গ্রহণ করিতে হইবে। কিসে এই আশ্রমের মঙ্গল হয়, কিসে সমস্ত ব্রাহ্মসমাজ এবং দেশের পরিত্রাণ হয় এ সকল বিষয়, তোমাদিগকে ভাবিতে হইবে। প্রত্যেকে যেমন আপনার তেমনই অন্যের উপকারের জন্য একটী একটী সময় স্থির করিয়া রাখিবে। এইরূপ ব্রত পালন করিলে প্রতিদিন অল্পে অল্পে বহু দিনের সঞ্চিত স্বার্থপরতা এবং ক্ষুদ্রতা চলিয়া যাইবে। যাহাতে তোমাদের দৃষ্টান্তে তোমাদের স্বামী এবং সমুদয় ভ্রাতৃমণ্ডলীর হৃদয় প্রশস্ত এবং প্রেমিক হয়, এই জন্য তোমরা বিশেষ সাধন কর।

হে প্রেমসিন্ধু পরম পিতা! ভ্রাতাদিগের পিতা তুমি, ভগ্নীদেরও পিতা তুমি। জগদীশ! বল এইরূপ স্বার্থপর ভাবে কি আমরা জীবন যাপন করিব? তোমার ধর্ম্ম সাধন করিবার জন্য স্ত্রী পুত্রদিগকে ফেলিয়া বাহিরে যাইতে হইবে, কেন এই ভাব আমাদের মনে উদয় হয়? জগদীশ! সমুদয় বন্ধনতো তুমিই স্থাপন করিয়া দিয়াছ। তোমার আদেশেই মনুষ্য বিবাহ করিতেছে। তবে কেন স্ত্রী স্বামী পরস্পরের পরিত্রাণ পথে কণ্টক হইবে? কেবল আপনার আপনার ভাল হইলেই হইল, এই ক্ষুদ্রতা এই নীচতা কত দিন আর তোমার সন্তানদিগকে কলঙ্কিত রাখিবে? এই পাপ দূর

করিবার জন্য তোমার আশ্রয়ে আসিয়াছি। প্রেমসিন্ধু! সহায় হও, যাহাতে আমরা তোমার সমুদয় সন্তানদিগকে ভাল বাসিতে পারি এখানে এইরূপ শিক্ষা দেও। এই ব্রাহ্মিকাসমাজ দ্বারা যেন তোমার মেয়েগুলির মন প্রেমিক হয়। তোমার গৃহে ইহাঁরা রহিয়াছেন বলিয়া পৃথিবীর লোক ইহাঁদের উপর কত আশা করিয়া তাকাইয়া আছে। ইহাঁরা যদি পরস্পরকে ভাল বাসিতে না পারেন তবে সে দুঃখ সহ্য হইবে না। পিতা! তুমি স্বহস্তে আমাদের এই ভগ্নীদের ভার লইয়া তাঁহাদিগকে তোমার পবিত্র প্রেম পথে লইয়া যাও। ইহাঁদের ক্ষুদ্র মন যেন আর ক্ষুদ্র না থাকে। হে দেব! ইহাঁদের কাছে থাকিয়া যেন আমরাও প্রশস্ত প্রেম শিখিতে পারি, তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর।

প্রেম এবং সেবা।

২৯শে চৈত্র ১৭৯৫ শক।

স্বার্থপরতা মনুষ্যকে একটী অতি ক্ষুদ্র ঘরের মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখে। কিসে আপনার এবং আপনার ক্ষুদ্র পরিবারের ভাল হয় স্বার্থপর ব্যক্তির কেবল এই ভাবনা, এই চিন্তা এবং এই কার্য্য। তাহার সংসাররূপ সেই ক্ষুদ্র প্রাচীরের বাহিরে কি হইতেছে তাহা সে ভাবিবে না। আপনার সুখে সে আপনি সুখী, এবং আপনার দুঃখে সে আপনি দুঃখী। পরের দুঃখে তাহার দুঃখ হয় না, পরের সুখে তাহার সুখ হয় না। এই ভয়ানক অবস্থায় যাহারা থাকে, স্বর্গের সুখ কি তাহারা বুঝিতে পারে না। তোমরা আর এরূপ বদ্ধ ভাবে থাকিতে পার না। এই দুরবস্থা হইতে উদ্ধার করিবার জন্য ঈশ্বর তোমাদিগকে তাঁহার প্রেমরূপ স্বর্গধামে লইয়া যাইতেছেন। যে পথে যাইতেছ, সেই পথে চলিবার জন্য ঈশ্বর তোমাদের সম্মুখে দুটী আকর্ষণ রাখিয়া দিয়াছেন। যতই এই দুটী আকর্ষণে আকৃষ্ট হইবে, ততই স্বার্থপরতা কাটিয়া ঈশ্বরের স্বর্গ রাজ্যে অগ্রসর হইতে পারিবে। স্বার্থপরতা মনুষ্যকে আপনার মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখে; কিন্তু এই দুটী আকর্ষণ তাহাকে আপনাকে ভুলিয়া যাইতে

শিক্ষা দেয় এবং পরের মঙ্গলের জন্য ব্যস্ত করে। এই দুটী আকর্ষণের মধ্যে একটীর নাম প্রেম অথবা পরের সুখলালসা, অন্যটী পুণ্যের লালসা অথবা পরের সেবাতে আমার পরিত্রাণ হয়, এই সত্যে বিশ্বাস। স্বর্গের দিকে যাঁহারা চলিবেন, এই দুইটী তাঁহাদিগকে অবলম্বন করিতেই হইবে। তোমরা ব'লিতে পার যে তোমরা কেবল আপনার জন্য ভাব না, আপনার সুখ অন্বেষণ কর না, তাহা হইলেই কি স্বর্গে যাইবে? যেমন আপনার জন্য ভাব না, তেমনই অন্যের জন্য ভাবিতে হইবে; আপনার সম্বন্ধে বিষয়-বিরাগ, কিন্তু অন্যের কি রূপে সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়, তাহার প্রতি অনুরাগ চাই। যিনি যথার্থ ভালবাসা কি বুঝিতে পারিয়াছেন, তিনি জানেন পরের দুঃখে অন্তরে কত দুঃখ হয়, এবং পরের সুখে মন কত সুখী হয়। ভাল বাসা কি? হৃদয়ের বেগ। যখন পাপী, পুণ্যবান্, কনিষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ, কদাকার, সুন্দর ইত্যাদি জগতের সমুদয় লোকের প্রতি অনুরাগের বেগ আরম্ভ হয়, তখন কে তাহা থামাইতে পারে? সেই অনুরাগ, প্রথমতঃ যাহারা অত্যন্ত আপনার লোক তাঁহাদের মধ্যে বদ্ধ থাকে, ক্রমে তাহা পরিবারকে অতি-ক্রম করিয়া সমস্ত পল্লীতে ব্যাপ্ত হয়, আবার পল্লী ছাড়িয়া সমস্ত নগরবাসী-দিগকে আলিঙ্গন করে, এবং ক্রমশঃ সমস্ত দেশ এবং সমস্ত জগতে বিস্তারিত হয়। সেই প্রেম যাহা কিসে আপনার পরিবারের ভাল হইবে চিন্তা করে, তাহাই কিসে সমস্ত দেশের অথবা সমস্ত পৃথিবীর নর নারী জ্ঞান এবং ধর্ম্মালোকে উন্নত হইবেন, সুখ রস আস্বাদন করিবেন, তাহার জন্য ব্যস্ত হয়। এই প্রেমের উত্তেজনাতেই কেহ আপনার পরিবারের জন্য ভাবেন, কেহ আপনার দেশের জন্য ভাবেন, কেহ বা কিসে সমস্ত পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য উপস্থিত হইবে এই জন্য প্রাণ উৎসর্গ করেন। কেহ কেহ আপনার বন্ধুদিগকে অত্যন্ত ভাল বাসেন; কিন্তু যথার্থ প্রেম যাহা স্বর্গ হইতে আসিতেছে, তাহা শত্রু মিত্র সকলেরই কাছে যায়। কিসে শত্রুর ভাল হয়, যথার্থ প্রেমিক তাহা চিন্তা না করিয়া থাকিতে পারেন না, অমুককে ভাল বাসা উচিত, অমুককে ভাল বাসা উচিত নহে, এই প্রকার ঔচিত্য মনে করিয়া কেহই যথার্থ প্রেম সাধন করিতে পারে না। উচিত বলিয়া যে কার্য্য কর তাহা এক প্রকার, এবং ভাল বাসিয়া যে কার্য্য কর তাহা আর এক প্রকার। যত দূর পরস্পরকে ভাল বাসা উচিত ব্রাহ্মিকা

সমাজের ব্রাহ্মিকারা এখনও তাহা শিক্ষা করেন নাই। যাহারা অত্যন্ত আত্মীয়, এরূপ দুই চারি জনকে সকলেই ভাল বাসিতে পারে; কিন্তু সাধনের বলে যে দিন তোমরা সমস্ত জগৎকে ভাল বাসিতে পারিবে সেই দিন বুঝিব যে তোমাদের হৃদয় স্বর্গীয় প্রেমের আধার হইয়াছে। ঈশ্বর হইতে যে প্রেমের বেগ আসিতেছে, তাহা হইতে কেহই বঞ্চিত হইতে পারে না। অত্যন্ত ভয়ানক শত্রু যে, সেই প্রেমে উন্মত্ত হইলে মনুষ্য তাহারও মঙ্গল কামনা করে; এবং সমস্ত হৃদয়ের সহিত তাহার সেবা করে। যে ভাল বাসা ঈশ্বর প্রেরণ করেন তাহার বেগ এত প্রবল এবং দুর্জ্জয় যে, মনুষ্য ইচ্ছা করিয়াও তাহা নিবারণ করিতে পারে না। তখন সাধক ভাল বাসারূপ মহাসমুদ্রে ভাসিতে থাকেন। পরকে ভালবাসাই স্বর্গ। যে আপনাকে ভাল বাসিল সে মরিল, যে অপরকে ভাল বাসিল সে বাঁচিল। ভালবাসা পরায়ণ লোকেরা পৃথিবীর চারিদিকে পরের উপকার করিবার জন্য ধাবিত হইতেছেন, তাহাতেই এই জঙ্গলপূর্ণ পৃথিবী সুখের আলয় হইতেছে। ভালবাসা না থাকিলে কে পরের উপকার করিত? সকলেই আপনার আপনার জন্য ভাবিয়া মরিয়া যাইত। এই যে তোমরা সকলে মিলিয়া এখানে আসিতেছ, ভাল বাসার জন্য। কেহ কাহাকেও ভাল না বাসিলে, একটী মাঠের মধ্যে জীবন যাপন করা যে কেমন দুঃখের ব্যাপার, পাছে তাহা তোমাদিগকে সহ্য করিতে হয়, এজন্য ঈশ্বর তোমাদিগকে ভাল বাসা দিয়াছেন। এই ভাল বাসা আছে বলিয়াই পরস্পরের সেবা করিলে তোমাদের মনে আনন্দ হয়।

আর একটী আকর্ষণ, পরের সেবা করিলে পুণ্য হয় এই বিশ্বাস। অন্যের উপকার করিলে নিজের গুণ প্রকাশ করা হইল, অনেকে এরূপ মনে করেন। তাঁহারা মনে করেন আমরা যদি দয়া না করিতাম, অমুক ব্যক্তি মরিত। পাছে এই অহঙ্কারে জগতের অধোগতি হয়, এই জন্য ঈশ্বর মনুষ্যের মনে আর একটী ভাব দিয়াছেন যে পরের সেবা করিলে যে পরের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করা হইল তাহা নহে; কিন্তু পরসেবা না করিলে আমার নিজের পরিত্রাণ হয় না। ভাল বাসিয়া অন্যের সেবা করিলে জীবন পবিত্র হয়, ঈশ্বর এই বিশ্বাস না দিলে ভক্তেরা কখনই জগতের সেবা করিতেন না। অন্যের সেবা করিতে গিয়া তোমরা যদি মনে কর, তাঁহাদের

প্রতি তোমরা অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেছ; কিংবা তোমাদের আপনার গুণ, অথবা আপনার হৃদয়ের উচ্চ ভাব দেখাইয়া তাঁহাদিগকে উন্নত করিতেছ, তাহা হইলে তোমাদের সেই অহঙ্কারজাত পরোপকার কখনই তোমাদিগকে পরিত্রাণ দিতে পারে না। অনুগ্রহ প্রকাশ করা ধর্ম্ম নহে। কেবল বিনীত ভাবে পরসেবা করিলেই আপনার পরিত্রাণের পথ পরিষ্কার হয়। হিন্দুরা মনে করেন উচ্চ জাতি ব্রাহ্মণের সেবা করিলে পুণ্য হয়। যখন তাঁহারা সেই সেবাতে নিযুক্ত হন, তাঁহাদের সেবা করেন, তাঁহাদের রূপ, গুণ, স্বাস্থ্য, এবং চরিত্র বিবেচনা করেন না; কিন্তু সে সকল ব্যক্তির সেবা করিলেই নিজের পুণ্য হইবে কেবল এই বিশ্বাসই তাঁহাদের একমাত্র অবলম্বন। তাঁহাদিগের নিকট আমাদিগকে ইহা শিখিতে হইবে। অনুগ্রহের ভাবে আমরা কাহারও সেবা করিব না। ক্ষুদ্র হইয়া যেমন মহতের সেবা করে আমরাও সেইরূপ আপনাদিগকে সামান্য এবং জঘন্য লোক বিশ্বাস করিয়া, ভাই ভগ্নীরা যতই কেন ক্ষুদ্র হউন না, বিনীত ভাবে তাঁহাদের সেবা করিব।

আমাদের শরীর শত শত পাপে কলঙ্কিত, মন অসাড় এবং নিতান্ত জঘন্য। কিন্তু পরসেবাস্বরূপ পুণ্যজলে আমাদের শরীর মনের মলিনতা দূর হইবে এই বিশ্বাস করিয়া আমরা যত টুকু পরের কার্য্য করিব, তাহাতে যে কেবল এক্ষণেই আমাদের জীবন কৃতার্থ হইবে তাহা নহে, কিন্তু তাহা চিরকালের জন্য পরলোকের সম্বল হইয়া থাকিবে। অহঙ্কার হইতে যে পরোপকার, তাহা মনুষ্যকে ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্যে লইয়া যাইতে পারে না, এবং তাহাতে তাহার পুণ্যও হয় না। যাহারা আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া অনুগ্রহ করিতেছি বলিয়া পরোপকার করে, সেই সকল গর্ব্বিত ব্যক্তি, কদাচ ঈশ্বরের প্রেম পরিবারের উপযুক্ত নহে। কিন্তু যাহারা বিশ্বাস করেন পরোপকার করিলেই জীবন পবিত্র হইবে, তাঁহারা যদি অতি সামান্য কার্য্যও করেন, তাহাতেও স্বর্গের পুণ্যে তাঁহাদের জীবন সুশোভিত হয়। এই সামান্য জঘন্য হস্ত দ্বারা যদি একটী ক্ষুদ্র ভাইয়ের সেবা করিতে পারি, এই মলিন জিহ্বা হইতে যদি একটী সুমিষ্ট কথা বাহির হইয়া একটী বিষণ্ণ আত্মাতে সুখ শান্তি বিস্তার করিতে [illegible] যদি অন্যের জন্য একটী সাধু চিন্তা করি, তাহা হইলে জীবন সার্থক

হইবে, এবং মৃত্যুর সময়ে তাহা স্মরণ করিলে মনে আনন্দ হইবে। অতএব পরোপকার সামান্য মনে করিও না। পরকে ভালবাসিলে স্বার্থপরতা চলিয়া যায়। যদি স্বার্থপরতারূপ নরককুণ্ড হইতে বাহির হইয়া স্বর্গরাজ্যে যাইতে চাও, তবে এই দুইটী আকর্ষণ সম্বল কর। ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করিলে তোমরা শীঘ্রই তাঁহার প্রেমরাজ্যে উপনীত হইবে।

হে প্রেমময়! তোমার সিংহাসনতলে বসিয়া আমরা প্রার্থনা করিতেছি। আমরা বড় অহঙ্কারী, আমরা পরের ভাল করিতে গেলেও অনুগ্রহ করি মনে করি। আমাদিগকে তোমার বিনীত দাস দাসী করিয়া লও। বিনয়ের ভিতরে কত আনন্দ সম্ভোগ করিব। হে পিতা! যদি আমাদিগকে পরিত্রাণ দিবে, স্বর্গের পবিত্র ভালবাসা আমাদের মস্তকে বর্ষণ কর। এই স্বার্থপর, নিষ্ঠুর মস্তকের উপর তোমার ভালবাসা দেখিতে দেখিতে পরসেবায় আপনার জীবনকে পুণ্যবান্ করিয়া কৃতার্থ হইব, এই আশা করিয়া সকল ভাই ভগ্নী মিলে ভক্তির সহিত তোমার পবিত্র প্রেমময় চরণে বার বার প্রণাম করি।

ঈশ্বরের বাসস্থান।

শুক্রবার, ৫ই বৈশাখ, ১৭৯৬ শক।

ঈশ্বর যখন দয়া করিয়া আপনার কন্যাদিগকে দর্শন দিলেন, তখন তাঁহারা সেই ঈশ্বরকে কোথায় রাখিবেন, এই বিষয় লইয়া নানা প্রকার আলোচনা করিলেন। পিতা নিকটে আসিয়াছেন, তাঁহাকে কোথায় রাখিব? এই কথা লইয়া ঈশ্বরকন্যারা ব্যাকুল হইলেন। যাঁহারা বুদ্ধিমতী তাঁহারা পিতাকে যথাস্থানে রাখিয়া সুখী হইলেন। বুদ্ধি-বিহীন কন্যা, ঈশ্বরকে কোথায় রাখিতে হয়, জানেন না। যথার্থ, বিশ্বাসী বুদ্ধিমতী তোমাদের মধ্যে তিনি যিনি পিতাকে যথার্থ স্থানে রাখিয়া দিয়াছেন। তাঁহার ভয় বিপদ নাই, এবং সংসারের কোন প্রলোভন তাঁহাকে অস্থির করিতে পারে না, এবং তিনিই তোমাদের মধ্যে যথার্থ ধর্ম্মসাধন করিতেছেন, অনায়াসে রিপু দমন করিতেছেন, এবং প্রতিদিন আনন্দ মনে পর-

লোকের সম্বল করিয়া পিতার স্বর্গরাজ্যের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। আর তিনিই তোমাদের মধ্যে অতিশয় কৃপাপাত্রী এবং তিনি সর্ব্বদাই বিপদের মুখে বাস করিতেছেন যিনি এত দিন পরেও জানিলেন না কোন্ স্থানে পিতাকে রাখিতে হইবে। পৃথিবীর একটু সামান্য দুঃখ উপস্থিত হইলেই তাঁহার যন্ত্রণার শেষ থাকে না, পাঁচ জন বন্ধু পরিত্যাগ করিলে তিনি একেবারে নিরাশ্রয় এবং অসহায় হইয়া পড়েন। অতএব বলিতেছি, ভগ্নীগণ! যদি স্বর্গেবাস করিয়া নিরাপদ এবং সুখী হইতে চাও, তবে আগে পিতাকে যথার্থ স্থানে রাখিতে শিক্ষা কর। তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ ঈশ্বরকে পুস্তকালয়ে রাখিয়াছেন; পুস্তক না পড়িলে তাঁহারা ঈশ্বরকে বুঝিতে পারেন না। কোন সংশয় দূর করিতে হইলেই তাঁহাদিগকে পুস্তকের শরণাপন্ন হইতে হয়। তাঁহাদের মুক্তি কেবল জ্ঞানের পথে, এই বিশ্বাস করিয়া দিবা রাত্রি তাঁহারা রাশি রাশি পুস্তক পড়েন। কতগুলি প্রার্থনা এবং উপদেশের পুস্তক সর্ব্বদাই নিকটে রাখেন, পুস্তক না পড়িলে তাঁহারা চারিদিক অন্ধকার দেখেন।

কেহ কেহ আচার্য্য উপাচার্য্য অথবা উপদেষ্টার নিকটে ঈশ্বরকে অন্বেষণ করেন। সাধু ভক্ত গুরুর নিকটে যতক্ষণ না তাঁহারা ভাল উপদেশ শুনিবেন ততক্ষণ তাঁহাদের নিকট ঈশ্বর প্রচ্ছন্ন। আর কোথায়ও ঈশ্বরকে পাওয়া যায় ইহা তাঁহারা মানেন না; কিন্তু যদি আবশ্যক হয়, শত ক্রোশ চলিয়া গিয়াও সেই আচার্য্যের সঙ্গে কথা কহিবেন এবং তাঁহার জীবনে প্রবেশ করিয়া ঈশ্বরকে বাহির করিবেন। যাঁহারা ঈশ্বরের বিষয়ে ভাল উপদেশ দিতে পারেন সেই সকল সাধুদিগের নিকটে ঈশ্বরকন্যারা প্রাণপণে ঈশ্বরকে অনুসন্ধান করেন। তাঁহারা মনে করেন, যেখানে সাধু নাই, যেখানে উপদেশ দিবার লোক নাই, সেখানে ঈশ্বর কিরূপে থাকিবেন? এই জন্য কতকগুলি ভাল লোক কাছে পাইলে, ঈশ্বরকন্যারা পুলকিত হন এবং সেই সকল ব্যক্তির কাছে থাকিলে তাঁহাদের জীবন পবিত্র থাকে।

কেহ কেহ ঈশ্বরকে কার্য্যক্ষেত্রে রাখিয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের মত এই;—প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত আলস্য পরিত্যাগ করিয়া ভাল কার্য্য না করিলে কাহারও পরিত্রাণ নাই। আপনার এবং পরি-

বারের মঙ্গলের জন্য উৎকৃষ্ট উপায় অবলম্বন করিয়া সমস্ত দিন পরিশ্রম না করিলে, কেহই ঈশ্বরের প্রেমমুখ দেখিতে পায় না, আলস্য ব্রহ্মদর্শনের মহা শত্রু। এইরূপ মনে করিয়া ঈশ্বরের অনেক কন্যা সমস্ত দিন কতক-গুলি কার্য্যানুষ্ঠান করেন। তাঁহারা বলেন যদি যথার্থই ঈশ্বরকে চাও, তবে সমস্ত দিন কায কর। আপনার প্রতি, পরিবারের প্রতি এবং অন্যের প্রতি কর্ত্তব্য সাধন না করিলে কি রূপে ঈশ্বরকে লাভ করিবে? সকলকে অগ্রাহ্য করিয়া কে কবে ঈশ্বরকে পাইয়াছে? অতএব খুব যত্ন, পরিশ্রম এবং আয়াস সহকারে কার্য্য কর; নিজের মন ভাল থাকিবে এবং জগতের মঙ্গল হইবে। কার্য্যক্ষেত্র ঈশ্বরের মন্দির, কায করিতে না পারিলে ঈশ্বরকে দেখা যায় না। এই জন্য তাঁহারা শরীর মনের সমুদয় বল নিয়োগ করিয়া যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া ঈশ্বরের কর্ম্মক্ষেত্রে ঈশ্বরকে অন্বেষণ করেন।

আবার কেহ কেহ বলেন ঈশ্বরের যথার্থ স্থান দেবালয়। যেখানে ভ্রাতা ভগ্নীরা মিলিত হইয়া ঈশ্বরের উপাসনা করেন সেই গৃহে উপস্থিত হইলেই মনে হয় স্বর্গে আসিয়াছি। অতএব উপাসনাস্থান ভিন্ন ঈশ্বর আর কোথায়ও থাকেন না। যদি ঈশ্বরকে দেখিয়া ভাল হইতে চাও, তবে উপাসনা স্থানে যাও। সকল প্রকার উন্নতির প্রার্থনা সেই স্থানে পূর্ণ হইবে। যেখানে নির্জ্জন, পারিবারিক, এবং সামাজিক উপাসনা হয়, সেখানে যাইবামাত্র প্রাণ পবিত্র হয়, মন ভাল হয় এই জন্য ঈশ্বরকন্যারা সেই দেবালয়ে ঈশ্বরকে প্রতিদিন দেখিবার জন্য ব্রত গ্রহণ করেন। সেই দেবালয় ভিন্ন আর কোথায়ও তাঁহারা ঈশ্বরকে দেখিতে পান না। এইরূপে পৃথিবীর নরনারী সকলেই কেহ পুস্তকালয়ে, কেহ উপদেষ্টালয়ে, কেহ কার্য্যালয়ে, কেহ উপাসনালয়ে, আপনার আপনার বাঞ্ছিত ইষ্ট দেবতাকে অন্বেষণ করে। কিন্তু ঈশ্বর এই সমুদায় স্থানে আছেন এই কথা বলিলে যথার্থ কথা বলা হইল না। ঈশ্বরকে বাহিরের এ সকল স্থানে রাখিয়া ঈশ্বর কন্যারা কদাচ যথার্থরূপে সুখী হইতে পারেন না; কিন্তু তিনিই তোমাদের মধ্যে যথার্থ বুদ্ধিমতী এবং সুখী, যিনি বলেন "আমার ঈশ্বর আমার প্রাণ মন্দিরে।" এবং যিনি যথার্থই বিশ্বাসী এবং ভক্ত হইয়া আপনার ঈশ্বরকে আপনার প্রাণের ভিতর সর্ব্বদা রাখিয়া দেন, সেই ব্রহ্মকন্যার

মৃত্যু নাই, তাঁহার প্রাণের ঈশ্বরকে কেহ চুরি করিয়া লইয়া যাইতে পারে না। ঈশ্বর তাঁহার হৃদয়ের পরশমণি, ঈশ্বর দর্শন তাঁহার চক্ষুর ভূষণ, ঈশ্বর গুণগান তাঁহার বদনের ভূষণ, ঈশ্বরনাম শ্রবণ তাঁহার কর্ণের ভূষণ, ঈশ্বর চরণ সেবা তাঁহার হস্তের ভূষণ। তবে কি তিনি পুস্তক, উপাদেষ্টা শুভানুষ্ঠান এবং উপাসনালয় ঘৃণা করেন? না। তিনি ঈশ্বরকে লাভ করিবার জন্য সকল উপায়ই অবলম্বন করেন; কিন্তু তাঁহাতে এবং অন্যেতে এই প্রভেদ, যে তিনি আপনার ঈশ্বরকে সর্ব্বদা আপনার প্রাণের ভিতর রাখিয়া দেন। তিনি কিছুই পরিত্যাগ করেন না; কিন্তু তাঁহার সর্ব্বগ্রাসী হৃদয়, যেমন অন্তরে ঈশ্বরকে দেখিয়া তাঁহার সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হয়, তেমনই সর্ব্বত্র তাঁহাকে দেখিয়া দিনদিন গভীর হইতে গভীরতর শান্তি পুণ্য সঞ্চয় করে। অতএব তোমাদের মধ্যে তিনিই যথার্থ সাধ্বী এবং পুণ্যবতী যিনি অটল বিশ্বাসের সহিত বলিতে পারেন ঈশ্বর আমার প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র এবং মনের মন। ঈশ্বর ভিন্ন এক নিমেষ আমি বাঁচিতে পারি না, তাঁহার বল ভিন্ন চক্ষু দেখিতে পারে না, কর্ণ শুনিতে পারে না, মন একটী চিন্তা করিতে পারে না। এটী অতি সহজ কথা; কিন্তু ইহা বিশ্বাস করিলেই মনুষ্যের পরিত্রাণ। চন্দ্র সূর্য্য আছে, নদ নদী চলিতেছে, অতএব ঈশ্বর আছেন প্রমাণ হইল তাহা নহে; কিন্তু ঈশ্বর আছেন তাই আমি বাঁচিয়া আছি, ইহাই যথার্থ মুক্তি শাস্ত্রের কথা। প্রাণের মন্দিরে ঈশ্বর আছেন ইহাই শ্রেষ্ঠ কথা। সমস্ত দিন যতবার ঈশ্বরের কায করিবে, হস্তকে জিজ্ঞাসা করিও, হস্ত! তুমি কার বলে কায কবিতেছ? হস্ত বলিবে ঈশ্বর বল না দিলে আমি কিছুই করিতে পারি না। রসনা যখন প্রিয় বন্ধুদিগের কর্ণে মধু বর্ষণ করে, তখন রসনাকে জিজ্ঞাসা করিও, রসনা! তুমি যে এত সুমিষ্ট কথা বলিতেছ, কাহার বলে? চক্ষুকে জিজ্ঞাসা করিও, চক্ষু। তুমি যে এত সুন্দর বস্তু দেখিতেছ, তাহা কি তোমার নিজের বলে? কর্ণকে জিজ্ঞাসা করিও, তুমি যে এমন সুমধুর সঙ্গীত শুনিতেছ, কে তোমাকে এই ক্ষমতা দিলেন? এবং প্রাণকে জিজ্ঞাসা করিও, প্রাণ! তুমি যে বাঁচিয়া আছ, নিজের বলে, না ঈশ্বরের বলে? সকলেই এক বাক্য হইয়া বলিবে, আমরা নিজে কিছুই করিতে পারি না। ঈশ্বর আমাদের ভিতরে থাকিয়া বল দেন তাই আমরা

কার্য্য করি। এইরূপে আপনার শরীর, মন এবং প্রাণের ভিতরে যে দিন ঈশ্বরকে দেখিবে সেই দিন তোমরা যথার্থ ব্রাহ্মিকা হইবে। তখন তোমরা ঘোর পরীক্ষা বিপদের মধ্যেও ঈশ্বরকে নিকটে দেখিবে। যে দেশেই যাও ঈশ্বর তোমাদের প্রাণের ভিতরে থাকিবেন। তোমাদের মধ্যে যিনি যথার্থ বিশ্বাসী তিনি বলেন "এই দেখ ঈশ্বর আমার প্রাণের ভিতর বসিয়া আছেন।" প্রাণের মন্দিরে ঈশ্বর আছেন এই কথা বল পরিত্রাণ পাইবে। এই কথা বিশ্বাস কর, ঈশ্বরকে প্রাণের ভিতরে দেখিয়া এবং তাঁহাকে প্রাণের ভিতরে রাখিয়া সশরীরে স্বর্গে গমন করিতে পারিবে।

হে করুণাসিন্ধু! হে আমাদের সকলের পিতা! অহঙ্কারে মত্ত হইয়া কত সময় আমরা মনে করি যে আমারা তোমাকে যদি প্রাণের সহিত বিশ্বাস করিতাম তবে কি আমাদের এত দুর্দ্দশা থাকিত? আমাদের প্রাণ যে অনেক সময় শূন্য থাকে, তাহাত তুমি জান। প্রভো! তোমা ছাড়া এক মিনিট বাঁচিতে পারি না ইহা বিশ্বাস করিলে নিশ্চয়ই পরিত্রাণ পাইতাম। বিশ্বাস করি তুমি আছ, অথচ আশ্রমে শান্তি পাই না, মন পবিত্র হয় না, তবে কিরূপে বুঝিব যে আমাদের সেই বিশ্বাস অকৃত্রিম। প্রকৃত বিশ্বাসীরা এক মিনিট তোমা ছাড়া হইলে যে প্রাণ যায় বলিয়া অস্থির হন। তোমাকে না দেখিয়া কোন্ মুখে আহার করি, এবং সংসারের সুখ সেবন করি, তাহাও তুমি জান। এই যে তোমার কন্যাগণ তোমার পূজা করিবার জন্য আসিয়াছেন, পিতা! দয়া করিয়া ইঁহাদিগকে বুঝাইয়া দাও, প্রাণের ভিতর তোমাকে স্থান না দিলে পরিত্রাণপথে কণ্টক পড়িল। হে ঈশ্বর! প্রাণের যোগে, তুমি ইঁহাদিগকে তোমার সঙ্গে সংযুক্ত কর, তাহা হইলে আর কেহই তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া বাঁচিতে পারিবেন না। দুরন্ত পৃথিবী, নিষ্ঠুর সংসার আমাদের মন হইতে বারংবার তোমাকে চুরী করিয়া লইয়া যায়, এই তোমাকে দেখিতেছিলাম, এই তুমি নাই। যদি প্রাণের প্রাণ বলিয়া তোমার পূজা করিতাম, আমাদের কি কোন দুঃখ থাকিত?

হে অনাথশরণ! তোমার সঙ্গে যে প্রকার সম্পর্ক এক মিনিট তোমাকে দূরে রাখিলে আমাদের মৃত্যু হয়। হে করুণাসিন্ধু! আর কোন স্থানে তুমি আছ ইহা যেন মনে না করি, প্রাণের ভিতরে তুমি আছ এই মহা

সত্য যেন সাধন করি, আমরা দুঃখী এই জন্য যে তোমাকে প্রাণের ভিতর স্থান দিতে পারি না। এই আশ্রম ভাল হইবে, যে দিন তুমি সকলের প্রাণের ভিতর আসিয়া বসিবে। যে দিন পরস্পরের কাছে প্রাণ খুলিয়া তোমাকে দেখাইতে পারিব, এবং বলিতে পারিব এই দেখ ঈশ্বর আমার প্রাণের ভিতরে, সেই দিন আমাদের মুখ উজ্জ্বলহইবে, আশ্রম যথার্থই স্বর্গ-ধাম হইবে। তোমাকে হৃদয়ের ভিতরে, প্রাণের ভিতরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সুখী হইবে। তোমাকে প্রাণের ভিতর রাখিয়াছি এই মহামূল্যসত্যে বিশ্বাস করিয়া চির সুখী হইয়া থাকিব এই আশা করিয়া ভাই ভগ্নী সকলে মিলিয়া ভক্তির সহিত তোমার পবিত্র চরণে বার বার প্রণাম করি।

ঈশ্বরপ্রীতিই সুখের আকর।

১২ ই বৈশাখ, ১৭৯৬ শক।

ঈশ্বরের প্রতি যদি প্রীতি না হয়, আর অন্য অন্য সহস্র প্রকার সম্পদ ঐশ্বর্য্য লাভ করিলেও সুখ হয় না। ভগ্নি! তুমি যদি তোমার পিতাকে ভাল বাসিতে না পারিলে তোমার মত দুঃখিনী আর কেহই নাই। যিনি পিতাকে ভাল বাসেন তিনি সদানন্দ। সুখময় ঈশ্বরকে যিনি ভাল বাসেন তাঁহারই সুখ, যিনি দুঃখময় সংসারকে ভাল বাসেন, তাঁহারই দুঃখ। যথার্থ ভাল বাসাই একমাত্র সুখের কারণ। ভাল বাসা যাহার নাই, তাহার মত দুঃখী আর কে আছে? ভগ্নি! যদি পিতাকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিতে পার, তবে তোমার মত সুখী আর কেহ নাই। ঈশ্বর সাধারণরূপে জগৎকে কত প্রকার সুখ দিতেছেন, এ সকল ভাবিয়া এবং আলোচনা করিয়া যদি তাঁহার দয়া প্রমাণ করিতে হয় তাহা হইলে তোমরা পিতাকে যথার্থরূপে ভাল বাসিতে পারিবে না; কিন্তু যখন দেখিবে তিনি পরম পিতা হইয়া আপনার কন্যাদিগকে সাজাইয়া দিবার জন্য স্বর্গ হইতে পুষ্পসকল লইয়া প্রতিদিন তোমাদের নিকট আসেন, এবং তোমাদের প্রতিজনকে সুখে রাখিবার জন্য সর্ব্বদাই তিনি তোমাদের সঙ্গে বাস করিতেছেন, এক

দিনও তাঁহার বিশ্রাম নাই, তখন তোমরা তাঁহাকে বিশেষরূপে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিবে না। নতুবা নদী প্রবাহিত হইতেছে কেন? চন্দ্রোদয় হয় কেন? পৃথিবীতে এত সুখের আয়োজন হইল কেন? এ সকল যুক্তি দ্বারা অতি সামান্য লোকও সাধারণ ভাবে বুঝিতে পারে, যে যিনি জগতের স্রষ্টা যথার্থই তিনি দয়াময়, দয়াময় না হইলে তিনি কদাচ এমন সুন্দর জগৎ সৃজন করিতেন না। ভগ্নি! তুমিও যদি এক প্রকার সাধারণ ভাবে পিতাকে দয়াময় বলিয়া নিশ্চিন্ত হও, তবে যথার্থ ভালবাসা তুমি ঈশ্বরকে দিলে না। জগতে তাঁহার দয়ার অনেক প্রমাণ আছে তাহা মানিলে; কিন্তু তোমার ঘরে কি তাঁহার দয়ার প্রমাণ নাই? কোটি কোটি লোকের স্রষ্টা এবং রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া ঈশ্বরকে কেবল সাধারণ দয়ার আধার বলিলে, তাঁহার অপমান করা হয়। যিনি তোমাদের প্রত্যেককে এত ভাল বাসেন, তাঁহাকে কেবল সাধারণ ভাবে ভাল বাসিয়া কি সুখী হইবে? যিনি তোমাদের জন্য নদী সৃজন করিলেন, তিনিই যে প্রতিদিন জলপাত্র হস্তে করিয়া নিজে তোমাদের মুখে জল ঢালিয়া দেন, তাহা কি তোমরা দেখিতে পাও না? তোমাদের রোগ দূর করিবার জন্য ঈশ্বর ঔষধ সৃজন করিয়াছেন, কিন্তু রোগের সময় ঔষধ আনিয়া মুখে তুলিয়া দেন কে? যদি ঔষধ সেবন করিতে না চাও অনুরোধ করেন কে? অতএব যিনি কেবল নদী, পর্ব্বতের স্রষ্টা তাঁহাকে ভাল বাসিতে বলিতেছি না; কিন্তু যিনি তোমাদের মধ্যে তোমাদের প্রতিজনকে সুখী করিতে ব্যস্ত রহিয়াছেন, সেই সুখময় পিতাকে ভাল বাসিতে বলিতেছি। যদি এই নিকটস্থ পিতাকে ভাল বাসিতে শিখিয়া থাক, তবে তোমাদের মত সুখী আর কেহই নাই, আর যদি তাঁহাকে ভাল বাসিতে না পার, তবে তোমাদের মত দুঃখিনী আর কেহ নাই। যদি পিতাকে এখনও ঠিক আপনার পিতা বলিয়া চিনিয়া লইতে না পারিলে, এত ভাল বাসেন যিনি এখনও যদি তোমরা তাঁহার দয়ার আরও প্রমাণ চাও, তাহা হইলে তোমরা অতি নিম্নশ্রেণীস্থ। এই যে ফুলগুলি নয়ন মন হরণ করিতেছে, এ সমুদয় ঈশ্বর আপনি আনিয়াছেন, সেইরূপ তিনি তোমাদের মাথায় বাঁধিয়া দিবার জন্য স্বর্গ হইতে তাঁহার প্রেম এবং পুণ্য পুষ্পসকল লইয়া তোমাদের ঘরে আসিয়াছেন; ঈশ্বর তোমাদের মাথায় ধর্ম্মের ফুল বাঁধিয়া দিলে তোমা-

দেয় যে সৌন্দর্য্য হইবে, তাহার সঙ্গে কি স্বর্ণ অলঙ্কারের শোভার তুলনা হইতে পারে? তাঁহার পুষ্পসকল দিয়া তোমাদিগকে সুশোভিত করিয়া নিজে সেই সৌন্দর্য্য দেখিয়া তোমাদিগকে ধন্যবাদ করেন, এই জন্য তিনি তোমাদের চারিদিকে দিনরাত্রি বেড়াইতেছেন। তোমাদিগকে কোমল প্রেমের আধার করিয়া, তাঁহার স্বর্গের শোভায় ধন্য করিয়া নিজে ধন্যবাদ করিবেন, এই তাঁহার নিগূঢ় ইচ্ছা। সেই প্রেমময়ী জননী নিকটে আসিয়াছেন, অবশ্যই কোন উপকার করিবার জন্য, ইহা দেখিবামাত্র না কাঁদিয়া থাকিতে পারিবে না। তাঁহার সহবাসের এত সুখ যে, সে সুখের আস্বাদ পাইলে আর তাহা ছাড়িতে পারিবে না। অভাবের সময় অন্ন-বস্ত্র পাইলে সকলেই ঈশ্বরকে দয়াময় বলিয়া ধন্যবাদ করিতে পারে; কিন্তু যথার্থ সাধ্বী তিনি, যিনি বলেন, পিতা কার্য্য দ্বারা তাঁহার দয়ার পরিচয় দিন আর না দিন, আর তাঁহাকে নির্দয় বলিব না, তাঁহার দয়ার যথেষ্ট প্রমাণ পাইয়াছি। যিনি একবার দয়াময় পিতাকে চিনিয়াছেন, তিনি কি আর বাহিরের কার্য্যে তাঁহার দয়ার প্রমাণ পরীক্ষা করেন?- যাহার সঙ্গে তোমাদের আলাপ নাই, যে ব্যক্তি তোমাদের অপরিচিত, সে যদি তোমাদিগকে বলে আমি তোমাদিগকে ভাল বাসি, তাহাকেই নানা প্রকার প্রমাণ দেখাইতে হয়। সে তাহার ভাল বাসার পরিচয় দিবার জন্য তোমাদের বস্ত্র না থাকিলে তোমাদিগকে বস্ত্র আনিয়া দেয়, এবং অন্য অন্য অভাবের সময়েও নানাপ্রকার সামগ্রী আনিয়া দেয়। এইরূপে যত ক্ষণ না সে সম্পূর্ণরূপে আপনার প্রেমের পরিচয় দিতে পারে, তত ক্ষণ সে নানা প্রকারে তাহার ভালবাসা এবং ব্যাকুলতা প্রকাশ করে। কিন্তু যখন তোমরা নিশ্চয়রূপে বুঝিতে পার যে সে যথার্থই তোমাদিগকে ভাল বাসে, তখন যে অপরিচিত ছিল, তাহাকে তোমরা আপনার বলিয়া গ্রহণ কর। তখন সে যদি দুদিন কার্য্য দ্বারা তোমাদের কোন উপকার নাও করিতে পারে, তাহা হইলে কি তোমরা এই কথা বল যে সে ব্যক্তি আর তোমাদিগকে ভাল বাসে না? অতএব একথা যে বলে, ঈশ্বর আজ আমার আহারের আয়োজন করিয়া দিলেন না, সুন্দর বস্ত্র দিলেন না, ভাল অলঙ্কার দিলেন না, টাকা দিলেন না আজ তাঁহাকে কিরূপে ভাল বাসিব, সে অত্যন্ত নীচ শ্রেণীর লোক, সে নিতান্ত অধার্ম্মিক এবং অপ্রেমিক;

তাহার ভালবাসা নিতান্ত অসার এবং জঘন্য। তিনিই তোমাদের মধ্যে যথার্থ ব্রাহ্মিকা যিনি বলেন, ঈশ্বর আমাকে ভাল বাসেন আর তাঁহাকে ইহার প্রমাণ দেখাইতে হইবে না। এক দিন ভাল খাইলে, ভাল পরিলে যাহারা সন্তুষ্ট তাহারা নিকৃষ্ট, কিন্তু তাঁহারাই তোমাদের মধ্যে উৎকৃষ্ট যাঁহারা বলেন পিতা আমাদিগকে কিছু দিন, আর না দিন, আমরা তাঁহার কাছে বসিলেই সুখী হই। কেবল পিতাকে দেখিলেই তাঁহাদের মহানন্দ হয়। যদি কোন পুস্তকে তাঁহারা পিতার প্রেমের কথা পড়িতে পারেন, তাঁহাদের দুই চক্ষে জল পড়ে। যাই পিতাকে সম্মুখে দেখেন, তৎক্ষণাৎ তাঁহারা আনন্দমনে বলেন কেন পিতা আজ আমাদের ঘরে আসিলেন। ঈশ্বরকে দর্শন করা তাঁহাকে চিন্তা করা, ইহাতেই তাঁহাদের আহ্লাদ। ভগ্নীগণ! তোমরা যদি পিতাকে এরূপে ভাল বাসিতে না শিখিয়া থাক, তবে তাঁহাকে ভাল বাস বলিয়া অহঙ্কার করিও না, সরল অন্তরে বল, তোমাদের মধ্যে কে কত দূর পিতাকে ভাল বাসিতে শিখিয়াছ? এখনও কি তোমরা ঈশ্বরকে এই কথা বলিবে যে, পিতা! আগে তুমি যে আমাদিগকে ভাল বাস তাহার প্রমাণ দেখাও, আগে তুমি আমাদিগকে উত্তম অন্নবস্ত্র দাও, পরে তোমাকে ভাল বাসিব? এ সকল নীচ কথা পরিত্যাগ করিয়া কবে তোমরা উচ্চ শ্রেণীর ধার্ম্মিকা রমণী হইবে। যাঁহারা আমাদের পিতাকে ভাল না বাসেন, তাঁহাদিগকে কেন আমরা বড় মনে করিব? যাঁহারা ঈশ্বরকে ভাল বাসেন না তাঁহাদিগকে কেমন করিয়া আদর করিব? আমরা জানিতে চাই ভগ্নীগণ! তোমাদের মধ্যে কে কে যথার্থরূপে পিতাকে ভাল বাসেন? ভালবাসার আগুণ যার প্রাণের ভিতর জলিতেছে সে কি তাহা চাপিয়া রাখিতে পারে? তুমি পিতাকে ভাল বাস কি না তাহা যে তোমার মুখ বলিয়া দিতেছে। ভাল বাসা যার আছে তার কি দুঃখ হয়? ভাল বাসার সাগরে যিনি নিমগ্ন থাকেন, তাঁহার যে আনন্দ তাহা কে ধারণ করিবে? ঈশ্বরের সুখে যে সুখী, বিপদ প্রলোভন তাহার কি করিতে পারে? ভগ্নি! যদি পিতা তোমাকে সুখী করেন, তোমার মুখের প্রফুল্লতা দেখিয়া জগতের লোক বলিবে এই মেয়েটী এত প্রফুল্ল হইল কেন? এ বুঝি পিতার কাছে কোন নূতন সংবাদ পাইয়াছে। ইহাকে বুঝি পিতা কোন নূতন সঙ্কেত বলিয়া দিয়াছেন। এই মেয়েটীকে দুঃখ

দাও, ইহার দুঃখ হয় না। সকলে মিলিয়া ইহাকে প্রাণে মারিতে গেলেও এই মেয়েটীর মনের প্রসন্নতা যায় না। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা কর, জানিবে তাঁহার প্রাণের ভিতর সেই ভালবাসা আসিয়াছে, যাহাতে অন্তরে স্বর্গের সুখোদয় হয়। ভাল বাসাতেই সুখ, লোকে সুখ দিল না, লোকে কটু কথা বলিল তাহাতে তোমার কি? তোমার হৃদয়ের ভিতরে যে স্বর্গধাম, আনন্দ উদ্যান, সেখানে যে সহস্র সুখের পুষ্প প্রস্ফুটিত, সুখ তোমার ঘরের মধ্যে, সুখময় ঈশ্বর তোমার মস্তকের উপরে। সুখময় তোমার ইহকাল. পরকালের দেবতা। এ সকল আশার কথা বলিলাম; কিন্তু দুঃখে মর্ম্ম বিদীর্ণ হয়, এখনও কোন ভগ্নীর মধ্যে ইহার উদাহরণ দেখিতে পাইলাম না। কাতর প্রাণে জিজ্ঞাসা করিলাম সেই ভগ্নী কোথায়, যাঁহার মস্তকে সেই নিত্য সুখের পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছে? ব্রাহ্মিকাসমাজ ইহার উত্তর দিলেন না। যে দিন দেখিব যে ব্রাহ্মিকাসমাজের কোন ভগ্নী সেইরূপ হইলেন, সেই ঈশ্বরের কন্যা, সেই ব্রহ্মকন্যার পদতলে প্রণাম করিব। ঈশ্বর তোমা-দিগের মধ্য হইতে শীঘ্র সেইরূপ কন্যা প্রস্তুত করুন, আমরা আশা করিয়া প্রতীক্ষা করিতেছি।

দাসীব্রত।

১৯শে বৈশাখ শুক্রবার, ১৭৯৬ শক।

ঈশ্বর যে বলিয়াছেন তাঁহার পুত্র কন্যাদিগের সেবা না করিলে কেহ তাঁহাকে লাভ করিতে পারিবে না, যদি ইহার গূঢ় অর্থ না থাকিত, ঈশ্বরের মুখে বার বার আমরা এই কথা শুনিতাম না। ঈশ্বর যখন বারং-বার এই কথা বলিতেছেন, তখন অবশ্য ইহার উপর আমাদের পরিত্রাণ নির্ভর করে। তোমরা যদি ভাইভগ্নীদের সেবা না কর, ঈশ্বরকে মাতা বলিয়া ঈশ্বরের কাছে যাইতে পারিবে না, এবং একেবারে স্বর্গরাজ্য হইতে বঞ্চিত হইবে। ঈশ্বর কেন ভাইভগ্নীদের সেবাকে পরিত্রাণের

উপায় স্বরূপ করিয়া রাখিলেন ? তাঁহার নাম কীর্ত্তন করিলেই পরিত্রাণ হইবে, হৃদয়ের পাপ তাপ দূর হইবে, এই সহজ কথা তিনি বলিলেন না কেন ? তিনি পূর্ণ ঈশ্বর, কেবল তাঁহার সেবা করিলেই আমাদের পরিত্রাণ হয় তিনি এরূপ বিধান কেন করিলেন না ? তাঁহাকে পাইলে সকলই হইল কেন এই কথা বলিলেন না ? ভাই ভগ্নীর প্রয়োজন কি ? পিতাকে পাইলে সকল আশা পূর্ণ হয় ক্ষুদ্র মনুষ্যসেবার প্রয়োজন কি ? কেন যে এ সকল কথা শুনিলাম না তাহার গভীর অর্থ আছে। তিনি জানেন যে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া তাঁহার ধ্যান করা, অথবা তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করা অতি সহজ ; কিন্তু ভাইভগ্নীদের মধ্যে থাকিয়া তাঁহার পূর্ণ ধর্ম্ম সাধন করা নিতান্ত সামান্য ব্যাপার নহে, সেই জন্য তিনি আমাদিগকে পরিবার মধ্যে স্থান দিয়াছেন। পরিবারের মধ্যে সকলের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থির করিয়া তাঁহার স্বর্গরাজ্য সংস্থাপন করিব এই তাঁহার নিগূঢ় অভিপ্রায়। কিন্তু যাহারা সংসারের তরঙ্গে বার বার মুহ্যমান হইতেছে, এখানকার দুঃখ বিপদ যাহাদের মন অবসন্ন করিতেছে তাহাদের মধ্যে কে না বলে, পাপ সংসার থাক, আমি অরণ্যে গিয়া শান্তি লাভ করি। যখনই সংসার বিরক্ত করে তোমরা কি বল না, উদ্যানে গিয়া দয়াময়ের নাম সাধন করি। যদি এই আশ্রমের কোন ভগ্নীর সঙ্গে কলহ হয় ইচ্ছা কি হয় না, যেখানে একাকিনী থাকিলে মনে সন্তোষ হইবে সেখানে যাই ? যেখানে পরস্পরের সঙ্গে অমিল সেখানে থাকিলে মনে কষ্ট যন্ত্রণা হইবেই, সুতরাং স্বভাবতই সেই স্থান হইতে পলায়ন করিতে মনুষ্যের ইচ্ছা হয়। নর নারী উভয়েরই স্বভাব এইরূপ। সংসারকে জয় করা বড় কঠিন ব্রত। পৃথিবীর প্রলোভনে থাকিয়া রিপু দমন করা অপেক্ষা কঠিন আর কিছুই নাই। একত্র থাকিলে যখন কষ্ট হয় তখন পলায়ন করিতে কে না চায় ? কিন্তু ঈশ্বরের এই ইচ্ছা একত্র থাকিলে ক্রোধ হিংসা ইত্যাদি রিপু সকল যত কেন প্রবল হউক না এ সমুদয়কে পরাজয় করিতে হইবে। সমুদয় পরীক্ষার মধ্যে বল, সাহস, এবং পরাক্রম লাভ করিতে হইবে। একাকী থাকিলে অহঙ্কার বৃদ্ধি হয়। একত্র থাকিলে অহঙ্কার চূর্ণ হয়। একাকী উপাসনা অনেক সময় কল্পিত হইয়া উঠে। যদি অহঙ্কার শত্রুকে পদানত করিতে চাও তবে ভাইভগ্নীদের সঙ্গে একত্র

থাকিতে হইবে। নর নারীর মস্তক উদ্ধত থাকে, যতক্ষণ না তাহা ভাই ভগ্নীদের চরণে নত হয়। একত্র থাকিলে অহঙ্কারে আঘাত পড়ে, এই জন্য অনেকে নির্জনে যাইয়া কল্পিত এবং কপট ভাবে ঈশ্বরের পূজা আরাধনা করে; কিন্তু ঈশ্বর সেই নির্জন ঘর হইতে তাহাদিগকে দূর করিয়া যাঁহাদিগকে তাহারা ঘৃণা করিত, তাঁহাদের চরণধূলি আনিয়া তাহাদের মস্তকে দেন, কেননা তাঁহার ইচ্ছা যে আমাদের অহঙ্কার রিপু বিনাশ করিয়া, আমাদের সকলকে পরস্পরের চরণতলে বিনয় শৃঙ্খলে বাঁধিয়া সুখী করিবেন। "আগে ভাই ভগ্নীদের পদতলে পড়িয়া অহঙ্কার চূর্ণ কর, পরে আমার ঘরে আসিতে পারিবে;" ঈশ্বর তাঁহার প্রত্যেক পুত্র কন্যাকে এই কথা বলেন। আপনার প্রভুত্ব, আপনার মান সম্ভ্রম বজায় রাখিয়া কেহ কখনই স্বর্গরাজ্যে যাইতে পারে না। যে আপনার ভাই ভগ্নীকে নীচ মনে করিয়া অগ্রাহ্য করে সে কিরূপে ঈশ্বরের প্রেমরাজ্যে স্থান পাইবে? ভাই ভগ্নীর পদধূলি গ্রহণ করি আর না করি ঈশ্বরের চরণে মস্তককে প্রণত করিলেই হইল, একথা যদি এত দিন বিশ্বাস করিয়া থাক ইহা এখনই দূর করিয়া দিতে হইবে; কেন না তাহা যথার্থ বিনয় নহে। যথার্থ শরণাগতের ভাব অন্য প্রকার। ঈশ্বর তাকাইয়া দেখেন যে তাঁহার শরণাগতের মস্তকের উপর তাহার ভাই ভগ্নীর চরণধূলি কত দূর সঞ্চিত হইয়াছে। যাহার নৌকাতে ভাইভগ্নীদের পদধূলি অধিক, তাহারই নৌকা অনায়াসে এবং শীঘ্র ভব নদী পার হইয়া যায়। আর যাহার নৌকাতে পদধূলি নাই, সামান্য মেঘে তাহার নৌকা আন্দোলিত হইয়া চূর্ণ হইয়া যায়। ঈশ্বর কেবল শিক্ষার জন্য এই নিয়ম করিয়াছেন যে আমরা সকলের সঙ্গে থাকিলে বিনয়ী হইব। একা থাকিলে আমরা অহঙ্কারী হই। আগে ভাইভগ্নীদের সেবা কর তবে দয়াময়ের প্রসাদ পাইবে। যেমন অহঙ্কার তেমনই লোভ হিংসা স্বার্থপরতা, তেমনই কাম, ক্রোধ, এবং অন্যান্য দুষ্প্রবৃত্তি, বিনীত হৃদয়ে, ভাইভগ্নীদের সেবা না করিলে এ সকল কিছুতেই দমন করা যায় না। অতএব তোমরা পরস্পরের সেবা করিয়া রিপুদিগকে দমন কর। পরস্পরের সেবা করিয়া মনুষ্যেরা পরিত্রাণ পাইবে এই জন্য ঈশ্বর আশ্রম নির্ম্মাণ করেন। ভাইভগ্নীদের পদধূলি লইয়া যিনি এই ঘরে আসিবেন তিনিই এখানে স্থান পাইবেন, যিনি ভাই ভগ্নীকে অগ্রাহ্য

করেন তাঁহার জন্য এই ঘরে আসন নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। বার বার উপাসনা স্থানে এই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে যে "অবনত না হইলে কেহই উন্নত হইতে পারিবেন না।" স্বার্থপরতা, লোভ, অহঙ্কার, তেমনই থাকিবে যদি ভাই ভগ্নীদের সেবা না কর। যে জন্য পৃথিবীতে আসিয়াছ তাহা না করিয়া কেবল দুটী মধুর সঙ্গীত, কিম্বা মুখের দুটী প্রার্থনা জানাইলে কি ঈশ্বর ভুলিবেন? প্রভুর দৃষ্টি মস্তকের উপর। তিনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আমার দাস দাসীদের মস্তকের উপর তাহাদের ভাই ভগ্নীদের পদধূলি কত দূর সঞ্চিত হইল। বিনয়ী হইয়া সকলের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থির কর, অচিরে তোমাদের মধ্যে স্বর্গরাজ্য আসিবে। যে আপনার ভাই ভগ্নীদিগকে চেনে না, যে জগতের কল্যাণ অন্বেষণ করে না, সে ব্যক্তি কিরূপে স্বর্গে যাইবে? বুঝিলেত ভগ্নীগণ! আপনি কিসে বড় হইতে পারি, নিজে কিরূপে প্রভুত্ব করিতে পারি এ সকল চিন্তা ছাড়। আজ হইতে প্রতিজ্ঞা কর, প্রতিদিন প্রাতে উঠিয়া আত্মাকে ভ্রাতা ভগ্নীর দ্বারে এক মুষ্টি পদধূলি ভিক্ষা করিতে প্রেরণ করিবে। এই রূপে যদি তোমাদের আত্মা ঘরে ঘরে গিয়া ভাই ভগ্নীদের পদধূলি ভিক্ষা করিয়া আনে তাহা হইলে জানিব যে, আশ্রমের এবং ব্রাহ্মিকা সমাজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। আজ হইতে তোমরা এই ভিক্ষাব্রত গ্রহণ কর। দীননাথ তোমাদের সকলের প্রাণকে বিনয়ী করুন!

হে কৃপাসিন্ধু দীনশরণ! তুমি জান যে দিন আমরা দেখি কোন ভাই কিংবা কোন ভগ্নী বড় হইলেন সে দিন আমাদের যন্ত্রণা সহ্য হয় না। পিতা! তুমি কি আমাদের বাড়ী প্রস্তুত করিয়া দাও নাই? তুমি যে বলিয়াছ আমাদের বাড়ী ভাই ভগ্নীদের চরণতলে। যে দিন আমাদের মস্তকে ভাই ভগ্নীদের পদধূলি গ্রহণ করি সে দিন আমরা যাহা বলি, তাহাই ধর্ম্মের কথা হয়, তাহাতেই সকলের শান্তি এবং পুণ্যবৃদ্ধি হয়, প্রেমময়! তুমি সব জান, তোমাকে আর কি বলিব? দীননাথ, আমাদিগকে যথার্থ বিনয়ী কর।

ঈশ্বর সুন্দর।

শুক্রবার, ২১ শ্রাবণ, ১৭৯৮ শক।

ব্রহ্মকন্যাগণ! সেইযে অন্ধকারের ভিতরে একজনকে দেখা গেল, তাঁহাকে ঈশ্বর বলি। এক জন কে আমাদের চারিদিকে আছেন জানিলাম; কিন্তু ইহাতে আমাদের সকল অভাব মোচন হয় না, সকল সংশয় ছেদন হয় না। কেবল এক জন আছেন বলিলে কি হইবে? মনে কর এক জন অন্ধ স্ত্রীলোক যদি শুনিতে পায় যে, তাহার মা আছেন তাহাতে কি তাহার সকল দুঃখ দূর হয়? তাহার হৃদয়ে এই সরল ইচ্ছা হয়, মা কেমন, ইহাঁর রূপ কি, গুণ কি, স্বভাব কেমন, ভাবভঙ্গী কেমন এক বার দেখি। কি ছেলে, কি মেয়ে দুয়েরই মনে স্বভাবতঃ সেই মাকে দেখিবার জন্য ইচ্ছা হয়। সেইরূপ জগজ্জননী যিনি এত প্রিয় হইয়া কাছে রহিয়াছেন ইনি কে? ইনি কেমন? ইহাঁকে না দেখিলে যে মনের দুঃখ যায় না। তিনি আছেন বটে; কিন্তু ইহা স্মরণ করিয়া রাখ, তাঁহাকে দেখা, তাঁহাকে জানা অনেক রকমে হয়। তিনি আছেন, সকলে আমরা বুঝিলাম, কিন্তু তাঁহাকে দেখিলে বুঝিতে পারি তিনি কেমন। তিনি নানা লোকের কাছে নানা রকমে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশিত হন। মনে কর, যেমন এক স্থানে অনেক খানি মাটি আছে, পাঁচ জন কুমার সেই একই মাটি হইতে ভাঁড়, কুঁজো, ঘট, কলসী ইত্যাদি নানা প্রকার সামগ্রী প্রস্তুত করিল। অথবা মনে কর যেমন একখানি প্রকাণ্ড পাথর পড়িয়া আছে, তাহার ভিতর হইতে নানা রকম প্রতিমূর্ত্তি বাহির হইল। কিংবা মনে কর, যেমন একই জলের প্রকাণ্ড সমুদ্র, সেই জল নদী, পুকুর, বাটী, ঘটি প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ আধারে পড়িয়া ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করে। সেইরূপ প্রকাণ্ড একটী সত্তা সকল আকাশে রহিয়াছে, তাহার ভিতর থেকে প্রেমময় ঈশ্বরকে বাহির করিতে হইবে। যিনি মাতা পিতা তাঁহাকে বাহির করিতে হইবে। ইহাতে অনেক ভ্রম এবং কুসংস্কার আসিতে পারে;

কিন্তু এই প্রকাণ্ড আকাশ হইতেই আমাদের দয়াময় ঠাকুরকে বাহির করিতে হইবে। ভক্তিচক্ষু দ্বারা তাঁহাকে বাহির করিতে হইবে। যদি কম ভক্তি থাকে তাঁহার রূপ কম দেখিবে। যদি ভক্তিশূন্য হইয়া শুষ্ক বুদ্ধি জ্ঞানে দেখিতে চাও কেবল একখানি পাথরের মত শুষ্ক কঠোর দেবতা দেখিবে। তুমি যদি রাগী হও, এক জন মহারাগী ঈশ্বরকে বাহির করিবে। তুমি যদি লোভী হও, এমন এক জন ঈশ্বরকে বাহির করিবে যিনি লোভে প্রশ্রয় এবং উৎসাহ দেন, এবং যিনি কদাচ বৈরাগ্যপ্রিয় হইতে পারেন না। এইরূপে তোমাদের আন্তরিক ভাব এবং চরিত্র অনুসারে তোমাদের ঈশ্বরকে দেখিবে। এইটী না বুঝিলে তোমাদের জীবনে ঈশ্বরজ্ঞান উজ্জ্বল হইবে না। অন্তরে যথার্থ ভক্তিচক্ষু না ফুটিলে, তোমরা মুখে সহস্রবার সত্যময়, প্রেমময়, পুণ্যময় ঈশ্বর বল না কেন কার্য্যেতে সেই শুষ্ক চক্ষে আকাশই দেখিবে। অন্ধকারে প্রবেশ মাত্র গা কাঁপিয়া উঠিবে; কিন্তু অন্য সময় ভাবিতে গেলে কেহ বলিবেন শুষ্ক দেবতা, কেহ বলিবেন কি আশ্চর্য্য! শুষ্ক কৈ, আমিত দেখিলাম, বড় সুন্দর এবং কোমল, এবং আমিত তাঁহাকে দেখিলেই আহ্লাদিত হই। এ কথা ঠিক বটে। সকলের মনে তেমন লাগে না। এক জনের চটা স্বভাব, তিনি খুব গম্ভীর ভাবে তাকাইলেন বটে; কিন্তু চটা স্বভাব এক জন দেখিলেন। যেমন তোমার মন তেমনি তোমার দেবতা হয়। দেবতাত ঠিক যেমন তেমনিই রহিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাকে দেখ্‌তে হবেত আমার এই চক্ষে? চক্ষে যদি দোষ থাকে, কিরূপে তাঁহাকে ঠিক সত্যরূপে দেখিব? যে দশ জন এক রকমের লোক তাঁহারা একই রকম দেখেন। চক্ষু যদি খাটী হয়, মলা না থাকে, তাহার মধ্যে খাটী ভক্তি, জ্ঞান, সত্য, পবিত্রতা থাকে, তাহা হইলেই প্রতি ঘণ্টায় খাটী ঈশ্বরকে দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহার চক্ষু উজ্জ্বল তিনি প্রাতঃকালে তাঁহার দেবতাকে যেমন সুন্দর, উজ্জ্বল দেখিলেন, বিদ্যালয়ে গেলেন সেখানেও সেইরূপ সেই সুন্দর পুরুষকে দেখিলেন, উপাসনাগৃহেও তাঁহার আসনের নিকট তাঁহাকেই দেখিলেন। সকল অবস্থায় সেই এক জনকেই তিনি দেখেন। আর যাহারা অবিশ্বাসী তাহারা এই আকাশ মধ্যে আপনার রুচি অনুসারে ঈশ্বরকে গঠন করে। যাহারা সরল বালকের মত খাটী

বিশ্বাসী, তাহারা ঠিক যেমন এক ছোট ভাই কিংবা এক ছোট ভগ্নী আর এক ভাই কিংবা ভগ্নীকে বলে, দেখ দেখ! আকাশের মধ্যে কেমন সুন্দর এক জন আমাদের পানে তাকাইয়া দেখিতেছেন; ঐ দেখ, আবার হাসিতেছেন, ঐ দেখ, আবার ইসারা করিতেছেন, কাছে যাইবার জন্য। এরা ছোট, এরা অনেক বই পড়ে নাই, এদের ভিতরে কুটিলতা আসে নাই, এরা পরস্পরকে বলে এমন সুন্দরত দেখি নাই! কেমন হাসি হাসি মুখ, কেমন প্রফুল্ল বদন, কেমন করে ক্রমাগত ডাক্‌ছেন! আবার, দেখ দেখ! যখন আমাদের ক্ষুধা হয় তখন ইনি হাতে করে ভাত নিয়ে ডাকেন। যখন আমাদের পিপাসা হয় তখন জল লইয়া নিকটে আসেন, যখন রোগ হয় তখন ঔষধ দেন। এই রকম দুই পাঁচটা ব্যাপার দেখিয়া দুটী ছেলে মেয়ে মুগ্ধ হইল। একটী লোক আকাশে, তাঁহার হাত নাই, পা নাই, চক্ষু নাই, মুখ নাই, অথচ রূপের ডালি। দেখ্‌লেন কে? ছোট সরল শিশু। দেখিয়া বলিলেন এবার হইতে ইহাঁকে পিতা মাতা বলিব, আমাদের দুঃখের কথা ইহাঁকে জানাইব, ইহাঁর কাছে বসিয়া চিব সুখী হইব। যথেষ্ট হইল, তিনি দেখিতেছেন, জানিতেছেন। ওরে ভাই, ওরে ভগ্নী! আর সকল মিথ্যা, যে আকাশের ভিতর রূপ দেখে সেই সত্য দেখে। সেই লোকই ধন্য যিনি সরল হৃদয়ে আকাশের ভিতর রূপের ডালি দেখিয়া সন্তুষ্ট হন। কল্পনার কথা বলিতেছি না। আর অন্য ঈশ্বর নাই। কিন্তু কিরূপে তাকাইলে দেখিবে? খুব ভক্তি প্রেমের সহিত পূর্ব্ব পশ্চিমে তাকাইবে। যেমন গর্ত্ত খুঁড়িতে খুঁড়িতে কত রত্ন পাওয়া যায় তেমনি আকাশের মধ্যে যাঁহাকে ভক্তেরা পিতা, মাতা, গুরু, এবং চিত্তবিনোদন বলেন তাঁহাকে দেখা যায়। এখন যদিও তাঁহাকে উজ্জ্বলরূপে না দেখিতে পাও নিরাশ হইও না। মনে করিবে এখন তুমি ঘোলা চক্ষে দেখিতেছ, সেই কুসংস্কারের রং মাখান চস্‌মা ফেলিয়া দিয়া যখন খাটী ভক্তিচক্ষে আকাশের মধ্যে তাকাইবে তখনই তাঁহাকে দেখিয়া সুখী হইবে। ভক্তের কাছে, সরল ছোট ছেলের কাছে, তিনি প্রকাশিত হন।

পরলোক।

বুধবার ২৬ শ্রাবণ, ১৭৯৮ শক।

আমরা ঘোর অন্ধকারের ভিতরে নির্জ্জন থাকিয়া ঈশ্বরকে লাভ করিয়া স্তম্ভিত হইলাম। একাকী বসিয়া থাকিয়া শূন্য মধ্যে কে বসিয়া আছেন তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে এক জন সুন্দর পুরুষকে দেখিলাম, সেই সুন্দর পুরুষকে পিতা, মাতা বলিলাম। জীবনপথে এক জন পরম সহায় লাভ করিলাম। উন্নতির দিকে চলিতে লাগিলাম। কখন একা যাইতেছি, কখনও একটি দল বাঁধিয়া যাইতেছি। কখনও আলোকের মধ্য দিয়া যাইতেছি, কখনও অন্ধকারের ভিতর দিয়া যাইতেছি। পথে চলিতে চলিতে কাহারও পায়ে কত কাঁটা ফুটিল, প্রখর সূর্য্যকিরণ গায়ে লাগিয়া কত লোককে বিবর্ণ করিল, কত প্রকার রোগ ব্যাধি কত পথিকের শরীর জর্জ্জরিত করিল। পথ চলিতে চলিতে একটি একটি করিয়া কএকটি মরিয়া গেল। পান্থশালায় একটু নিদ্রা যাইতেছি এমন সময় এক দল চোর আসিয়া সর্ব্বস্ব হরণ করিল, প্রাতে উঠিয়া দেখি একটি পয়সা নাই, যদ্দ্বারা আহারের উদ্যোগ করিতে পারি এবং কাপড় চোপড় যাহা ছিল সমুদয় লইয়া গিয়াছে। যাহাদের মুখ দেখিয়া একটু বল হইতেছিল, তাহাদের মৃত দেহ পথে ফেলিয়া চলিতে হইল। দুঃখের শাস্ত্র পূর্ণ হইল, ক্রমে শরীর মন অবসন্ন হইল, শ্রান্ত, সন্তপ্ত, দুঃখিত, রোগে জর্জ্জরিত পথিক গাছের তলায় পা দুটী ছড়াইয়া বসিল, শরীর জীর্ণ শীর্ণ, মুখে আর হাসি নাই। আবার যখন ভাবিল তবে বুঝি পথিকেরা আমাকে ফেলিয়া চলিল, তখন কাঁদিয়া ভাসাইল। অনেক দুঃখ বিপদ সহিল, ভূতকালের দুঃখরাশি দেখিয়া কাঁদিল, আবার ভবিষ্যতে যদি আরও দুঃখ হয় এই ভাবিয়া কাঁদিয়া আরও অস্থির হইল। আপনার যাহারা ছিল সে সব মরিয়া গিয়াছে, সঙ্গের সঙ্গী কেহই নাই, একা পথিক জীবনপথে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। সূর্য্য অস্তমিত হইল, খানিক পরেই সর্ব্বগ্রাসী ভয়ানক

অন্ধকার আসিবে, কি বিপদ ঘটে কিছুই জানে না, কোন জন্তু আসিয়া হয়ত মারিবে এই ভয়ে ভীত, মনে করিল এবার বুঝি জীবনলীলা শেষ হইল। এই ভাবিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিল হায়! কি দুঃখ! কেন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। আরও কত দুঃখ আছে জানি না। নিকটে লোকালয় নাই, বাড়ী ঘর ছাড়িয়া বহু দূরে আসিয়াছি। এই মধ্যস্থলে বুঝি মারা যাই। হায়! দুঃখের জীবন বুঝি এই শেষ হইল! সে অশ্রুপূর্ণ নয়নে একবার পশ্চিম দিকে দৃষ্টি করিল, একটু একটু সূর্য্য কিরণ মেঘের উপর পড়িয়া অতি সুন্দর দেখাইতেছে; কিন্তু আর কিছু কাল পরে থাকিবে না। দৃষ্টি করিবামাত্র দেখিল, কতকগুলি লোক যাইতেছে, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি অনেক দূরে নহে, অথচ খুব নিকটেও নহে যে ভাল রূপে দেখা যায়। এই লোক গুলিকে দেখিবামাত্র পথিকের অমন যে ভাঙ্গা শরীর এবং ভাঙ্গা মন, তাহা আবার সতেজ হইয়া উঠিল। পথিক আহ্লাদের সহিত বলিল, ঐত লোকালয় দেখা যাইতেছে। চক্ষু দেখিল, তাইতো আহ্লাদ হইল। কাণও কত গুলি শব্দ শুনিতেছে, খুব নিকটে নয় তাই শব্দ শুনা গেল না। খুব হাহা করিয়া আনন্দে হাসিলে যেমন একটি আনন্দধ্বনি হয়, সেইরূপ একটি শব্দ শুনিয়া তাহার হৃদয় হাসিল। মনে করিয়াছিল কর্ণে বিপদের ভয়ঙ্কর ধ্বনি শুনিবে, সেই কর্ণ আনন্দধ্বনি শুনিল এবং যে চক্ষু বিকট আকার দেখিবে ভাবিয়াছিলেন সেই চক্ষু সুন্দর একটী নিকেতন দেখিল। পথিক রোগ, শোক, জীর্ণতা, এবং সমস্ত বিপদের গল্প ভুলিয়া গেল। তাহার মনে আবার তেজ হইল, জীর্ণ, শীর্ণ, ভগ্ন শরীরে কান্তি আসিল, অবসন্ন জর্জ্জরিত মনে আবার বালকের স্বভাব আসিল। বৃদ্ধের আনন্দ কেবল আশা। সঙ্গে পয়সা নাই, একটী লাঠী মাত্র সম্বল, তাহা আশার আনন্দ। যত বাড়ীর কাছে যায় বৃদ্ধের তত আনন্দ। কি মেয়ে কি ছেলে যত সেই আনন্দজলে স্নান করে, সেই আনন্দজল পান করে কেবলই হাসে। আবার কি আশ্চর্য্য! সেই যে অন্ধকারের ভিতরে এক জন লোক দেখা গেল তিনি আবার ঐ দিকেও গিয়া বসিয়াছেন। যাহাদিগকে কাছে লইয়া বসিয়াছেন তাহারা কত আনন্দের ধ্বনি করিতেছে। পথিক এই আহ্লাদের দৃশ্য দেখিয়া লাফ দিয়া চলিতে লাগিল। যাহা শুনিলে, ইহা পরকালের

কথা। পরকালই আমাদের যথার্থ গৃহ, এই পৃথিবী আমাদের থাকিবার স্থান নহে। ঐ সাম্‌নে একটী জায়গা আছে, তাহা অত্যন্ত সুন্দর। দূর থেকে ঝাপ্‌সা দেখিবে। যদি সহজ এবং স্বাভাবিক মন হয়, উহা দেখিলে নিরাশের আশা হইবে; দুঃখ ভুলিয়া যাইবে। ঐ স্থানে এমন ভাল ভাল ভাই, এবং এমন ভাল ভাল ভগ্নী আছেন, তাঁহাদের সঙ্গে গিয়া মিশিব? তাঁহাদের ন্যায় ভক্তিভাবে দয়াল নাম গান করিব। এখানে যাহাদের বাড়ী ঘর নাই, তাহাদের শেষ দিবস এমন হবে? আর ইচ্ছা হবে না সেই স্বর্গের ঘর ছাড়িয়া জ্বালাতন হই। পথে যাত্রীরা দয়া করিবে না, এক দিন যদি দেরি করিতে দেখে তাহারা আমাদিগকে ফেলিয়া পলাইবে। অতএব শীঘ্র শীঘ্র ঐ ঘরে গিয়া প্রবেশ করি। আমরাও ঐ পাঁচজনের ভিতরে গিয়া বসিব। তোমাদের এখানে শরীর ভেঙ্গে যাচ্ছে, ঐ দিকে তাকাও, আর এই দিকে তাকাইও না। যেমন অন্ধকারে পাইলে পিতাকে তেমনি অন্ধকার বিপদের মধ্যে পাইলে একটী ঘর।

পরলোক মনোহর।

শুক্রবার, ২৮শে শ্রাবণ, ১৭৯৮ শক।

সেই যে পরলোকের গল্প তোমাদিগকে বলিলাম শুনিয়াছ, সেই যে অন্ধকার মধ্যে একটী ঘর আছে বলিলাম সেটি ইটের বাড়ীও নহে, পাথরের বাড়ীও নহে, অথবা সাধুর পর্ণ কুটীরের ন্যায় তাহা গাছের পাতা দিয়াও নির্ম্মিত নহে, অথচ বলিলাম ঘোর অন্ধকার মধ্যে একটী সুন্দর বাড়ী আছে যেখানে আমরা যাইতেছি। আমরা ঈশ্বরকে কোন বস্তু দ্বারা নির্ম্মাণ করি না, তবে যে বাড়ীতে আমরা থাকিব তাহা চুন, সুর্‌কী, ইট, রঙ্গ এবং কাঠ প্রভৃতি দিয়া নির্ম্মাণ করিব কেন? আমাদের ঈশ্বর এবং বাড়ী দুই নিরাকার। ভগ্নি, তুমি যদি জড় বস্তু প্রিয় হও, তাহা হইলে মৃত্যুর পরেও সুন্দর অট্টালিকার মধ্যে গিয়া বাস করিতে ইচ্ছা হইবে, কিন্তু এ নির্ব্বোধের ইচ্ছা। যে মেয়ের পরিষ্কার মন সে কি চাবে? ঈশ্বর

যেমন আছেন ঠিক তেমনি তাঁহাকে দেখিতে পায়, আর ঘর খানি তিনি যেমন নির্ম্মাণ করেছেন ঠিক সেইরূপ থাকে। যাহাদের মলিন মন তাহাদের ইচ্ছা এমন একটী অট্টালিকাতে বাস করে, যাহার চারিদিকে সুন্দর উদ্যান, যেখানে সর্ব্বদা পাখীতে গান করিতেছে এবং যেখানে বিচিত্র মনোহর বস্তু সকল আছে; কিন্তু তাহারা পরলোকে চলিয়া গেলে তাহাদের শরীর যেমন পড়িয়া থাকিবে এই কল্পনার বাড়ীও তেমনি পড়িয়া থাকিবে। আমি যে ঘরের কথা বলিতেছি যদিও তাহা নিরাকার; কিন্তু মৃত্যুর পরে এই ঘরেই বাস করিতে হইবে, এবং এই ঘরটী বড় সুন্দর। অল্পবিশ্বাসীরা ইহা কোথাও খুঁজিয়া পায় না, অথচ ইহা আছে। যদি আঙুল দিয়ে দেখাই ঐ দেখ ঈশ্বর আছেন, ঐ দেখ তোমার পাতের কাছে তোমার মা তোমাকে আহার করাইবার জন্য বসিয়া আছেন, [যদিও তাঁহার শরীর নাই, তিনি তাঁহার নিজের রূপে আলো করিয়া বসিয়া আছেন। যদিও তাঁহাকে বাহিরের চক্ষে দেখা যায় না, তথাপি তিনি আছেন,] ইহা যেমন বিশ্বাসের কথা, সেইরূপ পরলোকের কিছুই দেখা যায় না, অথচ পরলোক আছে, ইহাও বিশ্বাসের কথা। দুইই প্রেমিক হৃদয়ের কথা। সেই যে অন্ধকার মধ্যে নিরাকার ঈশ্বর আছেন তাঁহাকে যেমন ভালবাসা যায়, সেইরূপ অন্ধকার মধ্যে যে পরলোকরূপ ঘর আছে উহার প্রতিও ভালবাসা হয়। মৃত্যুভয়ে ভীত হইলে পরলোক দেখা যায়। যদিও সেই ঘরের কোন বাহ্যিক গঠন নাই, তাহার ছাদে উঠিবার সিঁড়ি নাই, জান্‌লা নাই, দরজা নাই, তথাপি সেই বাড়ী আছে। পৃথিবীতে বাপের বাড়ী কত প্রিয় তাহা তোমরা জান। যেখানে ছেলে বেলা কত খেলা করিতে, মা, বাপ, ভাই, ভগ্নীদের সঙ্গে কত আমোদ করিতে সেই বাড়ী কেমন প্রিয়। কিন্তু আমি যে বাড়ীর কথা বলিতেছি ইহার একটা দিকও দেখিবার যো নাই, তবে এই বাড়ী ভালবাসিবে কিরূপে? যেমন ঈশ্বরের শরীর নাই অথচ তাঁহার রূপ আছে, গুণ আছে এবং এই জন্য তাঁহাকে ভাল বাসা যায়, তেমনি এ বাড়ীখানিও যদিও দেখিতে তেমন খুব সুন্দর চিত্র করা নহে, তথাপি ইহার গুণ আছে বলিয়া ইহাকে ভাল বাসা যায়। জিজ্ঞাসা করি ভগ্নি, সুন্দর হয় কিসে? আমি বলি সুন্দর হয় সুখে, আনন্দে। বাপের বাড়ীকে কেন সুন্দর বলি, বাহ্যিক শোভাতে নহে,

কিন্তু এই জন্য যে দুঃখের সময় কত সুখ পেয়েছ, মা বাপকে নিয়ে কত আনন্দ, এবং কত গল্প করেছ। যদি সুখের ধাম সুন্দর হইল, তবে যে বাড়ীতে সুখ আছে, পুণ্য আছে, ভালবাসা আছে, তাহা কত সুন্দর। আত্মার সুখ হয় পুণ্যেতে, প্রেমেতে, উপাসনাতে। সেই পরলোকরূপ বাড়ীতে এমন সকল উপাসনার জায়গা আছে যাহা তোমরা কল্পনাতেও ভাব নাই। আর সেখানে উপাসনার আয়োজনই বা কত। রাশি রাশি স্তব স্তুতি, কত সঙ্গীত, কত প্রার্থনা সেই বাড়ীর চারি দিকে টাঙ্গান আছে, সেই বাড়ীর ভক্তগণের কত আহ্লাদ, কত উল্লাস, সেই জন্য বলি, ঐ বাড়ী বড় মনোহর। ঐ বাড়ীর ছবি বুকের উপরে রাখিলে প্রাণ জুড়ায়। উহার বাহ্যিক রঙ্গে নহে, কিন্তু উহার মধ্যে যে প্রেম সিন্ধু হইতে দক্ষিণের বাতাস এবং শান্তির নির্ম্মল জলের স্রোত বহিতেছে তাহাতেই হৃদয় শীতল হয়। ব্রহ্মের শ্রীপদ হইতে গঙ্গা বাহির হইতেছে, সেই নদীতে ভক্তেরা স্নান করিতেছেন। সেই পুণ্যের জল, সেই প্রেমের জল, এমন মিষ্ট যে সেরূপ আর কোথায়ও পাওয়া যায় না। প্রেমের ছবি, পুণ্যের ছবি দেখিলে কত আহ্লাদ হয়। যথার্থ পুণ্যের নিকেতন প্রেমের বাড়ী, সেখানে কত পবিত্রতা, কত প্রেম, কত আহ্লাদ, আত্মার পুষ্টির জন্য সেখানে কত চাউল, কত দাল রহিয়াছে!! এক দিনও ভাবিতে হইবে না, আজ কি খাইব, কাল কি খাইব। এমন বাড়ীর কথা বলিলে নিশ্চয়ই আহ্লাদ হয়। ঈশ্বর যথার্থই স্নেহময় পিতা। তিনি এই পৃথিবীতে আমাদিগকে কত সুখ দিতেছেন। আবার পৃথিবী ছেড়ে যখন চলে যাব ভাল বাড়ীতে নিয়ে রাখিবেন। তবে তিনি অত্যন্ত দয়াল। পাঁচ বৎসরের সম্পর্ক তাঁহার সঙ্গে নহে। তাঁহার সঙ্গে আমাদের কোটি কোটি বৎসরের সম্পর্ক। আমরা যদি পাপ করিয়া থাকি সেই ঘর আমাদের সম্পর্কে বহু দূরে থাকিবে, তাহা আমরা দেখিতে পাইব না, আর যদি আমরা পবিত্র হইবার জন্য ঈশ্বরের শরণাপন্ন হই, যে ঘরে বসে আছি মন্ত্রের চোটে ইহাকে পরলোক করিতে পারি। আমাদের ঈশ্বর কোথায়? এখানেও আছেন পরলোকেও আছেন। সাধন করিতে করিতে পরলোকে যাওয়া যায়। আমরা যাই, তোমরাও যাইতে পার। একবার যখন খুব ভক্তিভাবে ঈশ্বরের কাছে বসা যায় তখন

সেই লোকের ঘর নিকটে অনুভব করা যায়। এখনই আমরা ভাবিতে ভাবিতে পিতার কাছে বসিলাম। খুব যদি প্রেমিক হই, বিশ্বাস চক্ষু উজ্জল হইয়া এখনই সেই পরলোক দেখিবে। বাস্তবিক পৃথিবীর একটি ক্ষুদ্র বাটীতে বসিয়া আছি, অথচ, সে বাটী নাই, পরলোকের ঘরে গিয়া বসিয়াছি। তবে এ কি ভ্রম, এ কি কল্পনা? তাহা নহে, নিশ্চয় বলিতেছি তাহা নহে। ঈশ্বর যদি সত্য হন তবে পরলোকও সত্য। মনের পবিত্রতানুসারে হয় দশ মিনিট নয় অধিক ক্ষণ সেখানে বসিয়া থাকিতে পারি। তাহার পরেই আবার এই অসার পৃথিবীতে আসিয়া পড়ি। পরলোকে বাস ঘুচিয়া যায়; সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায়; সেই আহ্লাদের স্বপ্ন আর দেখা যায় না। দূর হউক জঘন্য পাপের আসক্তি যাহা আমাদিগকে স্বর্গধাম হইতে পৃথিবীর মলিন পথে নিক্ষেপ করে। হে ব্রাহ্মিকা! তুমি কাহারও কথায় ভুল না, তুমি আপনার পরলোকের বাটীকে প্রাণের মধ্যে রাখিতে যত্ন কর। ইহকাল তাড়াইয়া দিয়া যাহাতে পরলোকের শান্তিধামের সুখ ভোগ করিতে পার, হে ভগ্নীগণ, এই প্রার্থনা কর।

বিবেক ব্রহ্মেরবাণী।

বুধবার, ১লা ভাদ্র, ১৭৯৮ শক।

ঈশ্বর আমার নিকটে, আমার যথার্থ গৃহ আমার সমক্ষে; কিন্তু দুয়েব সঙ্গে আমাকে বাঁধিবে কে? ঈশ্বর-জ্ঞান, পরলোক-জ্ঞান জন্মিল। বুঝিলাম পরলোক নামে একটি ঘর আমার নিকটে। বিপৎকালে নয়নগোচর হইয়া তাহা আমাদের আশা ভরসা উদ্দীপন করে। ইহাও বুঝিলাম সেই পরলোক শূন্য ঘর নহে, তাহাতে অনেক আনন্দ আহ্লাদ হয়। সুখের পিতা মাতাকে পাইলাম, সুখের ঘর পাইলাম। বাকি কি ব্রাহ্মিকা? দুটী পাইলাম, আর একটী পাইলে সব পূর্ণ হয়। ঈশ্বরকে

জানিলাম, তাঁহাকে ভাবিব কেন? পরলোক ঘর থাকিলই বা তার জন্য প্রস্তুত হইবার প্রয়োজন কি? কেন ঈশ্বরকে দেখা করিতে যাব? কেন পরকালের জন্য প্রস্তুত হব? আমাদের এখানে কত টাকা কড়ি আছে, মাঝে মাঝে ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিলে কত সুখ হয়। যাহাতে টাকা কড়ি, মান সম্ভ্রম, সুখ সম্পদ বাড়ে এ সকল করিব না কেন? ঈশ্বর, ঈশ্বর, পরকাল, পরকাল করিয়া কেন মরিব? খুসি হয় করিব, না হয় করিব না। যদি একটু একটু পাপ করিতে ইচ্ছা হয়, যদি মানুষকে শক্ত কথা বলিলে সুখ হয় কেন সেইরূপ করিব না? এমন সময় কোথা হইতে গম্ভীর ধ্বনিতে একটি কথা আসিল "যাহা আদেশ তাহা পালন কর।" মনের ভিতর গিয়া দেখিলাম, কে এই কথা বলিল বুঝিতে পারিলাম না। মন চঞ্চল হইল, এ বিষয়ে সন্দেহ রহিল। এমন সময় একটি গম্ভীর স্বর কোথা হইতে আসিল! কল্পনাপ্রিয় লোক বলিল কল্পনা। কিন্তু "যাহা সত্য, যাহা আদেশ, তাহা সাধন কর" এ অবশ্য কোন রাজার কথা। ইহা কোন বড় লোক, কোন গুরু জনের কথা। ঠাউরে দেখি ইহা কোন মানুষ বলিল না নিরাকার মুখ হইতে বাহির হইল। সেই গম্ভীর স্বর গা কাঁপাইয়া দিল। পাপ করিতে যাইতেছিলাম, সংসার বাজারে নানা প্রকার জঘন্য জিনিষ কিনিতে যাইতেছিলাম, সেই স্বর শুনিবামাত্র আর পা অগ্রসর হয় না, আর হাত এগোয় না। মাথায় হাত দিয়া বসে পড়িলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, কে তুমি? তোমার আজ্ঞা কি? অবশ্যই তুমি আমার গুরু, নতুবা তোমার কথার এমন গুরুত্ব কেন? মনের বিবেক আত্মপরিচয় দিল, বিবেক বলিল আমি রাজার প্রতিনিধি, নিজে রাজা নই। আমার ভিতর দিয়া স্বর্গের রাজা রাজাজ্ঞা প্রচার করেন। কোন্ পথে যাবে, কোন্ পথে যাবে না, কোন্ কার্য্য করিবে না, কাহার সঙ্গে কি ব্যবহার করিবে সমুদয় বলিয়া দিব। আমার সমুদয় বিধি বলিয়া দিব একটি কথা নড় চড় করিতে পারিবে না। যখন বিবেকের মুখে এই কথা শুনিলাম তখন দীক্ষা হইল, সেই প্রথম শুদ্ধতার আরম্ভ হইল। ব্রাহ্মিকা, তুমি কি সেই কথা শুন নাই? যেমন ঈশ্বর আছেন, পরলোক আছে, এ দুই সত্য, ঈশ্বর কথা কন, ইহাও তেমনি সত্য। পিতার কথা শুনা চমৎকার ব্যাপার। ঈশ্বরের কথা শুনা, গুরুর উপদেশ শুনা বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার। যখন দেখিবে

মনের মধ্যে কোন পাপ নাই, রাগ নাই, মোহ নাই, কলহ নাই, তখন একাকী শান্তভাবে বসিয়া মনের ভিতর গিয়া জিজ্ঞাসা করিও, তখন ঈশ্বরের যে দুই পাঁচটী কথা শুনিবে, তাহাতে জীবন পবিত্র হইবে। তোমরা বই পড়, লোকের কাছে উপদেশ শুন; কিন্তু তোমাদের প্রাণের ভিতরে যে এক জন গুরু, এক জন আচার্য্য আছেন তাঁহার একটী কথা শুনিলে আর কোন প্রকার সংশয় থাকিবে না। তাঁহার কথা বজ্রধ্বনির ন্যায় গম্ভীর, কিছুতেই অবজ্ঞা করিতে পারিবে না। কিন্তু তুমি যদি বাজারের কোলাহলের মধ্যে বাড়ী কর, আর তোমার নিকটে যদি "হারমোনিয়াম" বাজে তুমি কেমন করিয়া তাহা শুনিবে? তুমি স্থির হয়ে বসো তবেত এই গুরুর কথা শুনিবে। মানুষ গুরুকে ছেড়ে পালান যায়; কিন্তু এই গুরুকে অতিক্রম করা যায় না! সন্ধ্যা হইল, রাত্রিতে শুইতে যাই, সবাই ঘুমালো; কিন্তু এই গুরুর নিদ্রা নাই, ইনি পাপীকে খোঁচা মারছেন, কষ্ট দিচ্ছেন, ধমক দিচ্ছেন। জীবন্ত ঈশ্বরের প্রতিনিধি বিবেকের ভয়ানক আওয়াজ, সেই আওয়াজ আমাদিগকে দুষ্ট দেখিলে আরও ধমক দেয়। ঈশ্বর নাকি বড় দয়াল, এই জন্য তাঁহার আদেশে এই সদ্গুরু আমাদিগকে পাপ হইতে রক্ষা করেন। শান্ত হও, অনেক কথা শুনবে। গুরুর কাছে অনেক লেখা আছে। সকাল বেলা শয্যা হইতে উঠে কি করিবে, কার প্রতি কি কর্ত্তব্য, সেই গুরু বলে দিবেন। তোমার প্রাণের গুরু বিবেক যখন বলিলেন, তুমি এটী করো না, খবরদার দেখ সেটী করো না। যদি বিবেকের কথা লঙ্ঘন কর তবে পরে তাঁহার কথা কম শুনিবে। বিবেকের কথায় প্রতিবাদ করিলে অনেক বৎসর তাহার শাস্তি সহ্য করিতে হইবে। অতএব বিবেককে যত্ন করে রেখ। বিবেক যাহা বলিবেন তাহা করো। ব্রাহ্মিকা, সাবধান বিবেকের কথা লঙ্ঘন করিও না।

বিবেক সুস্বর।

শুক্রবার, ৩০শে ভাদ্র, ১৭৯৮ শক।

বিবেকের স্বর হে ব্রহ্মকন্যা, গম্ভীর স্বর এবং সুস্বর। সেই শব্দটী নিশ্চয় শব্দ, সেই শব্দ আসিতেছে, কাণে প্রবেশ করিতেছে, আমরা ধরিতেছি এইটী নিশ্চয় সত্য। এক রাজা আদেশ করিলেন, আমরা শ্রবণ করিলাম। অন্ধকার মধ্যে একটী ভয়ানক শব্দ হইল যাহা আমাদিগকে জাগাইয়া দিল, এটী আমরা ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছি। আজ শুনিতেছি সেই কথাটী মিষ্ট। সেই শব্দটী যেমন একদিকে গম্ভীর তেমনি আর একদিকে মধুর। তাহা শুনিলে যেমন প্রাণ কাঁপিয়া উঠে, তেমনি আবার প্রাণ জুড়াইয়া যায়। প্রথমে জানিলে ঈশ্বর আছেন, তার পর জানিলে ঈশ্বর সুন্দর। পরে জানিলে অন্ধকার মধ্যে একটী ঘর আছে, পরলোক নামে আমাদের জন্য একটী সুন্দর পুণ্য এবং প্রেম নিকেতন আছে। পরে জানিলে ঈশ্বরের আদেশ হয়, আজ শুনিতেছি সেই স্বর মিষ্ট, সেই স্বর সুস্বর, ঈশ্বরের আদেশ কঠোর নহে। কেবল কতকগুলি অত্যন্ত নীরস আজ্ঞা নহে। যদি বল তাঁহার আজ্ঞা মধুর নহে, তবে তুমি ভক্ত নহ, তুমি সেই রাজবিধির ভিতরে গভীররূপে প্রবেশ কর নাই, সেই বিধি তুমি কেবল ভাসা ভাসা শুনিয়াছ। "তুমি ঐ বাড়ী যাও তুমি অমুক কার্য্য করো না, তুমি সাধুসঙ্গে থাক, এ সকল কথাতে মিষ্টতা কি আছে? এত কেবল জ্ঞানের কথা, এতে সুধা কৈ? আপাততঃ দেখিয়া এ সকলকে কতকগুলি জ্ঞানের কঠোর শুষ্ক উপদেশ বলিয়া মনে হয়; কিন্তু ভগ্নি! যেমন ঈশ্বরকে দেখিলে আছেন, এবং তার পর দেখিতে দেখিতে তিনি সুন্দর হইয়া উঠেন, তেমনি এই শব্দগুলি ঈশ্বরের মুখে শুনিতে শুনিতে মিষ্ট হয়। তিনি তাঁহার গম্ভীর আদেশ দ্বারা পাপীকে কাঁপাইয়া দেন, তাঁহারই আদেশ শুনিয়া ভক্ত গলিয়া যান। তাঁহার আজ্ঞাগুলি সত্য এবং অতি মিষ্ট। আমাদের কাণে এখন সেই আজ্ঞা মিষ্ট নয়,

কেন না আমি পাপ করি, তুমি পাপ কর। পাপের কাণে সেই কথার মিষ্টতা নাই। পাপীর মন পাপাসক্ত, তার কাছে রাজনিয়ম ভাল লাগে না। সে বাঁ দিকে যেতে চাচ্ছে, এক জন ডাহিনে যেতে বলছেন, সে কথা তাহার শুনিতে ইচ্ছা হবে কেন? তার ইচ্ছা হচ্ছে খুব টাকা জমা করি, ঈশ্বরের আদেশ হইল "খবরদার আর টাকা জমাস্ নে" এই আকাশবাণী তার ইচ্ছার বিরুদ্ধ হইল। যে মদে আসক্ত সে চায় খুব মদ খেতে, আর এক জন যদি বলে "মদ খাস্ নে" কাজেই সে কথা তার কাছে তিক্ত বোধ হয়, সেই শব্দ শুনিলেই তার কাঁণ বন্ধ করিয়া রাখিতে ইচ্ছা হয়। সেই শব্দ নিজে তিক্ত নয়, তাহার কাণের দোষেই তিক্ত বোধ হয়। তোমারই জিহ্বার দোষে চিনি তিক্ত, বাস্তবিক চিনি তিক্ত নয়। আমি বলিতেছি ঈশ্বরের শব্দ এক দিন মহাপাপীর কাণেও মিষ্ট হবেই হবে। স্থির এবং শান্তভাবে শুনিয়া সেই কথাগুলি পালন কর, পরীক্ষা করিয়া দেখ। দেখিবে সেই শব্দ তোমার কেশ, তোমার হাত, তোমার চক্ষুকে ধরিল, আর একটী আদেশ তোমার কাণটী ধরিল। এই পাঁচটী কি ছয়টী আজ্ঞা বেশ মনের সহিত পালন কর, দেখিতে ~~দেখিতে~~ তোমার মন কেমন হবে যে, আর সেই বন্ধুর কল্যাণকর শব্দ কখনও তিক্ত বোধ হইবে না এবং সেই সুস্বর আর ভুলিতে পারিবে না, এবং আবার সেই শব্দ শুনিতে ইচ্ছা হইবে। প্রতীক্ষা করিয়া থাক, অলস হইও না, সেই শব্দ আটবার দশ বার ক্রমাগত শুন পরে তোমার এমন মনে হইবে যে সেই শব্দটী কাণেই লেগে আছে। তুমি যদি হারমোনিয়ামের একটী নূতন শব্দ শুন, আবার কি তোমার তাহা শুনিতে ইচ্ছা হয় না? যাহাকে আপনার বলিয়া ভাল বাস, যেমন আপনার ছেলে, আপনার মা বাপ, আপনার স্বামী, তাহাদের শব্দ কেমন ভাল লাগে। আর সকলের শব্দ, ঐ যে কাক ডাকিতেছে তাহার শব্দের মত কর্কশ বোধ হয়, যে শব্দ ভালবাসি কাণ সেই দিকেই যায়। সেই শব্দ সুমধুর যে শব্দ উপকার করে, যে শব্দ প্রাণকে আরাম দেয়। তোমার কাণ ঈশ্বরের আজ্ঞা শুনিবার জন্য আগ্রহের সহিত প্রতীক্ষা করিতেছে, যখন বুঝিবে হাঁ এইটী তাঁহার আদেশ, এবং এই আদেশটী দ্বারা নিশ্চয়ই আমার কল্যাণ হইবে, তখন তাহা ভাললাগিবে সুমিষ্ট হইবে। পালন করিলে

উপকার হয়, এই আকাশবাণী সুখের জিনিস! সৌভাগ্যবতী নারী যদি তুমি হও, সেই শব্দ রোজ শুনিবে। সাধারণ নিয়ম শুনিবে, "সত্য কথা কহিও, সকলকে ভাল বাসিবে, তুমি আমার কন্যা, তুমি আমার দাসী" এই কথাগুলি আসিবেই আসিবে। যদি মা জানেন তুমি এ গুলি লঙ্ঘন কর, তাহা হইলে এরূপ আদেশ শুনিবে "রাগ করিও না, মিথ্যা বলিও না, বিবাদ করিও না" আবার যেখানে তুমি শুন না সেখানে এমনভাবে আদেশ আসিবে যে তাহা তোমাকে জানাইয়া দিবে। গুরু হইয়া ঈশ্বর সর্ব্বদা তাঁহার সন্তানদিগকে উপদেশ দিচ্ছেন। তাঁহার রাজাজ্ঞার এক বিভাগ শাসনের অবস্থা। এই বিভাগ সমাপ্ত হইলে পরে তুমি সেই মধুময় উপদেশের বিভাগে যাইবে। মাতা বলিলেন, "তুমি দাসী ছিলে এখন কন্যা হইয়া কাছে এস। তোমাকে এতদিন ভৎর্সনা করিয়াছি, তোমার মনে কষ্ট দিয়াছি, এখন কন্যা, তুমি কাছে এস।" তুমি ঐ জায়গা ছেড়ে গাছতলায় আধঘণ্টা বসো দেখি, এই আদেশ করিলেন তোমাকে সুখ দিবেন বলে। সেখানে বসে তুমি এমনি উপাসনা করিলে যে জীবনে কখনও সেরূপ উপাসনা কর নাই। উপাসনার পরে বলিলে, মা, ভাগ্যে সেই আদেশ করিয়াছিলে তোমাকে নমস্কার করি। আর এক দিন আদেশ শুনিবে, ঐ যে গরিব লোকটী যাচ্ছে তাকে দুটী পয়সা দাও যেন কেহ না জানে। সেই লোকটী আশীর্ব্বাদ করে গেল, সমস্ত দিন তোমার মনে আহ্লাদ রহিল। আর এক দিন শুনিলে এই দুটী পয়সা দিয়া অমুক ছেলেকে ঔষধ খাওয়াও। তুমি ঔষধ খাওয়াইলে, সেই ঔষধ দ্বারা সেই ছেলেটী বাঁচিল, আর তোমার অন্তরে কত আহ্লাদ হইল। এমনি করে ঈশ্বর অনেক রকমে সুমধুর কথা বলিবেন। তখন বুঝিবে ঈশ্বর তোমার প্রতি প্রসন্ন নয়নে তাকাইতেছেন, অনেক সুমধুর কথা বলিতে ইচ্ছা করিতেছেন। তিনি বলেন, তুমি তোমার অমুক ভগ্নীকে লইয়া ছাতে বসিবে। তুমি তোমার সেই ভগ্নীকে গিয়া বলিলে পিতা আজ আমাকে বলেছিলেন তোমাকে লইয়া ছাতে বসিয়া তাঁহার প্রতীক্ষা করিতে। তিনিও আহ্লাদিত হইয়া তোমার সঙ্গে গিয়া ছাতে বসিলেন। উভয়ে বসিয়া ধর্ম্মের প্রণয় সম্ভোগ করিলে, উভয়ে মিলিয়া পিতাকে ডাকিয়া তাঁহার বিশেষ

প্রসাদ লাভ করিলে, এই রকমে পিতার মধুর আদেশ শুনিয়া সুখী হও, বিবেককে নেতা করিয়া ঈশ্বরের আদেশ শ্রবণ কর। সেই আদেশ ক্রমে অতি সুমিষ্ট এবং শান্তিপ্রদ হইবে। আগত প্রায় ভাদ্রোৎসবের পূর্ব্বে তোমরা এই ছয়টি বিষয়ে উপদেশ শ্রবণ করিলে।

(১) ঈশ্বর আছেন। (২) ঈশ্বর সুন্দর। (৩) পরলোক আমাদের ঘর। (৪) সেই ঘর মনোহর। (৫) বিবেক ব্রহ্মের বাণী। (৬) সেই বাণী গম্ভীর এবং মধুর। এই সকল বিষয় শ্রদ্ধার সহিত মনে রেখ, তাহা হইলে ইহ-লোকে এবং পরলোকে সুখী হইবে।

কন্যার প্রতি আহ্বান।

রবিবার, ১৪ই মাঘ, ১৭৯৪ শক।

সেই সময় আসিয়াছে যখন এই দেশে ঈশ্বরের কন্যাদিগের প্রতি বিশেষ আহ্বান আসিতেছে। জ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠা ভগ্নীগণ! তেতাল্লিশ বৎসর অতীত হইল এ দেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম আসিয়াছে। পুরুষেরা এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া কত উন্নত হইলেন, ইহার প্রসাদে তাঁহাদের অন্তরে পুণ্য শান্তি কত বৃদ্ধি হইল, ইহা কি তোমরা দেখিতেছ না? সেই প্রেমময়ের ঘরে গিয়া তোমাদের ভাইদের কত আনন্দ। তাঁহাদের মুখ দেখিয়া কি তোমা-দের মনে আশা হয় না? উৎসবের এই কয় দিন কি ব্যাপার হইল!! ব্রহ্মাণ্ডপতি স্বয়ং আসিয়া তাঁহার শুষ্ক সন্তানদিগকে প্রেমরসে ভাসাই-লেন। দুঃখী ব্রাহ্মেরা কত সুখী হইল; কিন্তু ইহাতেও সম্যক্ রূপে পিতার অভিলাষ সিদ্ধ হয় নাই; কেন না এখনও তাঁহার ঘর পূর্ণ হয় নাই। তিনি বলিতেছেন, দুঃখী পুত্রেরা ঘরে আসিল; কিন্তু আমার দুঃখিনী কন্যারা কোথায় রহিল? এজন্য পিতা বারংবার তোমাদিগকে গম্ভীর স্বরে ডাকিতেছেন "কন্যাগণ! তোমরাও আমার ঘরে এস, তোমারাও প্রেমধামে আমার কাছে বসিয়া আনন্দিত হও।" ভগিনীগণ! তাই

বিনীত ভাবে তোমাদিগকে বলিতেছি, পিতার আহ্বান শুনিয়া তাঁহার ঘরে চলিয়া যাও। আর বিলম্ব করিও না। শীঘ্র নয়নকে পরিষ্কৃত কর, এবং কর্ণ উন্মুক্ত কর। ঈশ্বরদর্শন এবং ঈশ্বর শ্রবণ ভিন্ন আর সুখ শান্তি নাই। তোমাদিগকে দেখা দিয়া তোমাদের সঙ্গে কথা বলিবার জন্য দয়াময় ঈশ্বর ব্যাকুল হইয়াছেন। তাঁহার কাছে যাইতে প্রতিদিন তিনি তোমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিতেছেন। বঙ্গবাসিনী নারীগণ! তোমাদের পরম সৌভাগ্য যে ঈশ্বর তোমাদিগকে এবার বিশেষরূপে জাগাইতেছেন। আমরা দিন দিন ইহার প্রমাণ পাইতেছি। এই যে ভগিনীরা দিন দিন, সপ্তাহে সপ্তাহে, বৎসরে বৎসরে, আগ্রহের সহিত ঈশ্বরের উপাসনা করিবার জন্য আসিতেছেন ইহা ঈশ্বরের বিশেষ দয়া। যে নির্ম্মল জল পান করিয়া স্বর্গে দেবতারা প্রাণ ধারণ করেন ঈশ্বরের সেই প্রেমবারি এখন তাঁহার এই বঙ্গদেশের কন্যারাও পান করিবেন। ভগ্নীগণ! তোমাদের কাছে এই নূতন পরিত্রাণের সমাচার আসিতেছে। এই বিশেষ সময়ে আর তোমরা নিশ্চেষ্ট থাকিও না। ঈশ্বর তাঁহার পূর্ণ পরিবার গঠন করিবেন। সেখানে তাঁহার পুত্র কন্যা দুয়েরই আবশ্যক। এ জন্য তিনি তোমাদিগকে বিশেষরূপে ডাকিতেছেন, তাঁহার গম্ভীর ধ্বনি শ্রবণ কর। ঈশ্বরের কথা ভিন্ন কোন মনুষ্যের আহ্বান কিংবা কোন পুস্তক তোমাদিগকে জাগাইতে পারে না। কোন সাধু ভ্রাতা তোমাদের নিদ্রা ভাঙ্গিতে পারিবে না; কিন্তু ঈশ্বরের ক্ষমতা আছে, এক বার যদি তাঁহার আহ্বান শুন তবেই তোমরা জাগিয়া উঠিবে। পিতাকে তোমরা আর অগ্রাহ্য করিও না, দেখ তোমাদের ঘরে কে আসিয়া তোমাদিগকে ডাকিতেছেন; দেখ কে ঐ "প্রেমামৃত হাতে লয়ে হৃদয় দ্বারে দাঁড়ায়ে" সুমধুর স্বরে তোমাদিগকে ডাকিতেছেন। ভগিনীগণ! তোমাদের প্রাণত কঠিন নয়, তোমরা কিরূপে তাঁহার মধুর বচন অগ্রাহ্য করিবে। কোমলতা দিয়া তিনি নারীহৃদয় গঠন করিয়াছেন, তোমরা যদি তাঁহার কথায় বশীভূত না হও, তবে কে বলিবে তোমাদের প্রকৃতি কোমল। তোমরাই তাঁহার আহ্বান শুনিয়া আগে মোহিত হইবে, ইহা যেমন তিনি চান আমরাও তোমাদের নিকট সেইরূপ প্রত্যাশা করি। যে দিন দেখিব তোমরাও পিতার চারি দিকে মোহিত হইয়া তাঁহার কথা শুনিতেছ সে দিন তাঁহার

এবং আমাদের আশা পূর্ণ হইবে। পৃথিবীতে কি তোমরা দেখ নাই, যখন মার কাছে কন্যারা আসিয়া বসেন তখন মার কত আনন্দ হয়, আবার মা যখন কন্যাদের সঙ্গে কথা বলিতে আরম্ভ করেন তখন কন্যারা কেমন মোহিত হইয়া যান, ক্রমে ক্রমে এত মুগ্ধ হন যে অবশেষে জননীকে ছাড়িয়া যাওয়া অসম্ভব হয়। কোমল হৃদয়ের কথা শুনিলে কোমল হৃদয় হইতে আপনা আপনি প্রেম উত্থিত হয়। এমন কৃপাসিন্ধু পিতার কথা শুনিয়া যদি তোমাদের হৃদয় বিগলিত না হয় তবে নিশ্চয় বুঝিব তোমাদের মন নিতান্ত কঠোর। যদি বল এখনও তোমরা ঈশ্বরের কথা শুন নাই, ইহা যদি সত্য হয়, তবে আর বিলম্ব করিও না, ত্বরায় যাহাতে সেই কথা শুনিতে পার তাহার চেষ্টা কর। সমস্ত ভারতবর্ষে, সমস্ত বঙ্গদেশে ব্রহ্ম এখন এই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "আমার কন্যাগণ কোথায় গেল?" "কন্যারা কেন এখানে অনুপস্থিত?" নিতান্ত কুপুত্রেরাও তাঁহার নিকট যাইতেছে, কিন্তু অনেক ভাল স্বভাবের সাধ্বী সতী কন্যারাও কেন তাঁহার নিকট যাইতেছে না? কে তাহাদিগকে বাধা দিতেছে? ইহা দেখিয়া তিনি আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না, কন্যাদিগকে ঘরে আনিবার জন্য তিনি বাহির হইলেন। ভগিনীগণ! ঐ দেখ তোমাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য তিনি আসিয়াছেন। নিরাশ্রয় দুঃখিনী কন্যাদিগের দুর্গতি দেখিয়া আর সহ্য করিতে পারিলেন না। মেয়েদিগকে ঘরে না দেখিয়া স্বর্গের মা মনে করিলেন অবশ্যই তাহাদিগকে কোন শত্রু ভুলাইয়া লইয়া গিয়া পায়ে শৃঙ্খল দিয়া রাখিয়াছে কিম্বা কোন রাক্ষসী মোহিনীমূর্ত্তি দেখাইয়া আপনার দাসীত্বে নিযুক্ত করিয়াছে অথবা অন্ধ হইয়া কোন পাপ-কূপে পড়িয়া আছে। ভগিনীগণ! কত দিন আর তোমরা পাপের মোহিনী মায়ায় পিতাকে ভুলিয়া থাকিবে? দেখ সংসারাসক্তি তোমাদিগকে এই পৃথিবীর সঙ্গে এমনই দৃঢ়রূপে বাঁধিয়াছে যে তোমরা বারংবার চেষ্টা করিয়াও ঐ শৃঙ্খল ছেদন করিতে পারিতেছ না। অবশ্যই মধ্যে মধ্যে তোমাদের ভাল হইবার ইচ্ছা হয়, পিতাকে দেখিবার জন্য সময়ে সময়ে তোমাদের প্রাণ কাঁদে; কিন্তু দেখ তোমাদের কেমন ভয়ানক দুর্ব্বিপাক, কেমন বিষম দুর্ঘটনা যে কোন মতেই তোমাদের ইচ্ছা সম্যক্‌রূপে চরিতার্থ হয় না। ঈশ্বর দেখিতেছেন তাঁহার অতি স্নেহের ধন নারীজাতির মধ্যে

কোন শত্রু প্রবেশ করিয়াছে, এই জন্যই তিনি কন্যাদিগকে বাঁচাইবার জন্য এবৎসর বাহির হইয়াছেন। স্ত্রীজাতিসম্পর্কে তাঁহার এই বিশেষ কৃপার মর্ম্ম। অনেক দিন তিনি কন্যাদিগকে ভক্তিঘাটে দেখিতে না পাইয়া এবার বাহির হইয়াছেন। ভগিনীগণ। এমন দুর্ল্লভ সময় তোমরা অবহেলা করিও না; পরিত্রাণের বার্ত্তা উপেক্ষা করিও না। পিতার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া থাক, অবশ্যই কোন না কোন দিন তিনি তোমাদিগকে দেখা দিয়া ফেলিবেন এবং সহজেই তোমাদের মন প্রাণ কাড়িয়া লইবেন। হয়ত একদিন সায়ংকালে যখন ছাদের উপর বসিয়া থাকিবে, তখন দেখিবে আর কেহই কাছে নাই; কিন্তু ধীরে ধীরে রাজরাজেশ্বর ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী তোমার নিকটে বসিয়া বলিলেন, "কন্যা, আজ তোমাকে একাকিনী পাইয়াছি, এত দিন কেমন করিয়া আমাকে ভুলিয়াছিলে, আজ তোমাকে আমার ঘরে যাইতেই হইবে।" পিতার এ কথা শুনিয়া কি আর স্থির থাকিতে পারিবে? তোমার হৃদয় যতই কেন পাষাণ হউক না পিতার কথায় গলিয়া যাইবেই যাইবে। তখন কোথায় থাকিবে তোমার স্বামী, কোথায় থাকিবে তোমার পুত্রকন্যা। দয়াল নামের প্রেম এত প্রবল হইবে যে তাঁহার চরণ ভিন্ন আর কিছুই ভাল লাগিবে না; তখন তোমাদের কোমল হৃদয় আপনা আপনি বলিয়া উঠিবে;—"চাই দয়ালের নাম চাই প্রেম চাই আর অভয় চরণ চাই; আমি সামান্য ধন নাহি চাই, আমি অন্য কিছু নাহি চাই, আমি ও পরশে পবিত্র হতে চাই।" কিংবা হঠাৎ এক দিন নিশান্তে নিদ্রা ভঙ্গ হইলে দেখিবে ঘরে প্রদীপ জ্বলিতেছে। সেই প্রদীপ-জ্যোতির মধ্যে দেখিবে আর এক জনের সুন্দর কিরণ পড়িয়াছে, তাহার মধ্যে থাকিয়া তিনি বলিতেছেন "কন্যা, আর নিদ্রা যাইওনা, উঠ, তুমি বড় দুঃখিনী আমি জানি, তুমি যে ধনের কাঙ্গালিনী হইয়াছ পৃথিবীতে সে ধন নাই, তুমি যে সুখের জন্য কাঁদিতেছ স্বামী কিংবা জগতের আর কেহই সে সুখ দিতে পারে না, তাই স্বর্গ হইতে আমি তোমার কাছে আসিলাম, তোমার বড় রোগ হইয়াছে আমি জানি, আমার কথায় বিশ্বাস কর, আমার দয়াল নামে তোমাকে ভাল করিব।" এইরূপে হয়ত দিনান্তে কিংবা নিশান্তে কখন যে তিনি আসিয়া তোমাদিগকে দেখা দিয়া ফেলিবেন তাহার

ঠিকানা নাই, অতএব তাঁহাকে দেখিবার জন্য সর্ব্বদা প্রতীক্ষা করিয়া থাক। এমন সুমধুর নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিও না। যখন তাঁহাকে দেখিবে তখন আর বলিতে পারিবে না যে, কেন আমি বঙ্গদেশের স্ত্রীলোক হইয়া জন্মিয়াছিলাম, পৃথিবীতে বঙ্গদেশের স্ত্রীলোকের ন্যায় দুঃখিনী যে আর কেহ নাই। পিতার কথা শুনিয়া তোমাদের প্রত্যেকেরই এক দিন এই কথা বলিতে হইবে "পিতা আমি তোমার বড় দুঃখিনী কন্যা; কিন্তু তোমার কথা শুনিয়া আমার সকল দুঃখ দূর হইল। কেন দুষ্টমতি হইয়া এত দিন তোমাকে ছাড়িয়া ছিলাম, পিতা! আজ তোমার পায়ে পড়িয়া বলিতেছি আর পাপ করিব না। এখন দয়া করিয়া তোমার এই পাপিয়সী কন্যাকে তোমার দাসী করিয়া লও।" ভগ্নী এমন কথা আর বলিও না যে তোমার দুঃখ দূর করিবার জন্য কেহ নাই। এইত যখন বড় কষ্টে পড়িয়া বলিয়াছিলে, আমার কি কেহ নাই তখনই স্বর্গ হইতে পিতা আসিয়া বলিলেন "কন্যা, আমি যে তোমার পিতা, তুমি কেন কাঁদিতেছ, আমি তোমাকে রক্ষা করিব, কেননা আমার কার্য্যই এই, যাহার কেহ নাই, নিতান্ত দুঃখিনী, অন্ন বস্ত্র পায় না, স্বর্গ হইতে চাউল জল আনিয়া দিয়া আমি তাহার দুঃখ দূর করি।" এ কথা শুনিয়া কি পাষাণ হৃদয় গলে না? পিতার কথা শুনিলেই যে তাঁহার ঘরের দিকে দৌড়িতে হইবে। তোমাদিগকে ব্যস্ত দেখিয়া তখন তোমাদের পিতামাতা এবং ভাই ভগিনী সকলে মিলিয়া বলিবে "কন্যা! ভগ্নি! এমন অল্প বয়সে কোথায় চলিলে, কাহার কথায় ভুলিয়া গেলে, সংসারের এমন সুখভোগ, ধন মান ছাড়িয়া কোথায় যাইবে? আর কিছু দিন অপেক্ষা কর, না হয় পরে ধর্ম্ম সাধন করিও।" ঈশ্বরের কথার সঙ্গে কি এ সকল কথার তুলনা হয়? ঈশ্বরের প্রেম দেখিলে কি পলকের জন্য কেহ এই ভয়ানক পাপপূর্ণ সংসারে থাকিতে ইচ্ছা করে? ঐ দেখ ভগ্নি, না কাঁদিতে কাঁদিতে কে তোমাদের কাছে আসিয়া বসিলেন ঐ শুন তাঁহার ঘরে লইয়া যাইবার জন্য তোমাদিগকে কত প্রকার মধুর বচন বলিতেছেন। এমন পিতার সঙ্গে না যাইয়া কেমন করিয়া এই পাপকূপে পড়িয়া থাকিবে? এখন যদি তাঁহাকে চিনিয়া না লও মৃত্যুর সময় কি হইবে। অতএব এ সময় তাঁহার মৃত্যুঞ্জয় নাম স্মরণ কর।

তিনি বলিতেছেন, যখন আর কেহই সঙ্গে থাকিবে না সেই মৃত্যুকালে, এবং পরলোকে অনন্তকাল তিনি তোমার কাছে থাকিবেন। ভাল করিয়া তাঁহার কথা শুন। তিনি ভিন্ন সেই অন্তিমকালে কিরূপে এই ভবসমুদ্র পার হইবে? যখন সাগরের ঢেউ দেখিয়া বুক কাঁপিবে, যখন নিজ পাপ স্মরণ করিয়া দুধারে নয়ন ধারা বহিবে, কে তখন অন্তরের ভয় দূর করিয়া তোমাদের অশ্রুমোচন করিবে? কে তখন নৌকা আনিয়া দিবে? এখন যিনি তোমাদের কাছে আসিয়া বসিলেন সেই বিপদের সময়েও ইনি ভিন্ন আর কেহই কাছে থাকিবে না। ইহাঁরই নাম ভবের নাবিক। ইনিই তখন বলিবেন;—"কন্যা! ভয় নাই, এই নেও আমার চরণতরী" অতএব ইহাঁর চরণতরী এখনই ভাল করিয়া ধর। অনায়াসে হাসিতে হাসিতে ভব পার হইয়া যাইবে। এবার তোমাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য সংকল্প করিয়া তিনি বাহির হইয়াছেন, তাঁহার চরণ ধরিয়া আনন্দ মনে তাঁহার গৃহে চলিয়া যাও। তাঁহার প্রেমের কথা বলিয়া তিনিই তোমাদিগকে কাঁদাইলেন নতুবা কি তোমরা কাঁদিতে পারিতে? তাঁহার কন্যাদিগকে তিনি আরও কত কাঁদাইবেন কে বলিতে পারে? তোমাদের নিজের ইচ্ছায়ত তোমরা তাঁহার কাছে যাইবে না তাই স্বয়ং তোমাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য তিনি বাহির হইয়াছেন। এবার তিনি তাঁহার প্রত্যেক কন্যাকে নাম ধরিয়া ডাকিবেন, যখন সেই বিশেষ আহ্বান শুনিবে কেহই আর থাকিতে পারিবে না। ভগিনীগণ! এই কথা যেন তোমাদের মনে থাকে আমাদের এক জন বন্ধু বলিয়াছেন যে "আমাদের স্বর্গীয় পিতা স্বর্গে লইয়া যাইবার জন্য আমাদিগকে খুঁজিতেছেন। আমরা যে অবস্থায় যে যেখানে থাকি না কেন আমাদিগকে ধরিয়া লইয়া যাইবার জন্য তিনি বাহির হইয়াছেন।" ভগিনীগণ! একথা ভুলিও না, পিতা বাহির হইয়াছেন, প্রতীক্ষা কর, হয়ত আজই তিনি তোমাদিগকে দেখা দিবেন। ধন্য আমাদের দয়াময় পিতা!! তিনি আপনি আপনার দয়াগুণে তোমাদিগকে দেখা দিতে আসিয়াছেন। আপনি দেখা না দিলে কি কেহ তাঁহাকে দেখিতে পায়? তাঁহাকে দেখিয়া ভগ্নীগণ! তোমরাও সুখী হও আমাদিগকেও সুখী কর। তাঁহার চরণতলে বসিলে তোমাদের আনন্দে আমাদের আনন্দ এবং আমাদের আনন্দে তোমাদের আনন্দ

হইবে। আর বিলম্ব করিও না, উৎসাহ পূর্ণ হইয়া চল সেই অমৃত নিকে-তনে যাই। জ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠা কেহ বাকি থাকিও না, সকলে যাত্রী হইয়া চল। দুঃখিনী ভগিনীগণ, পিতা নাই, মাতা নাই, স্বামী নাই, এ সকল কথা বলিয়া আর রোদন করিও না! তোমরা কি দেখিতেছ না তোমাদের কাছে একজন আসিয়াছেন যিনি পিতৃহীনের পিতা, মাতৃহীনের মাতা এবং অনাথের নাথ। বিধবা ভগিনীগণ! তোমরাও আর কাঁদিও না; বিধবা কন্যাদিগের উপর দয়াময়ের বড় দয়া, তাঁহার কাছে যাও পিতাকে দেখিলে আর তোমাদের দুঃখ থাকিবে না। তোমাদের ক্রন্দন তিনি শুনেন, দুঃখিনী কন্যাদিগের ক্রন্দনের প্রতি তিনি বধির নহেন। তোমাদের দুঃখ দেখিয়া তিনি বাহির হইয়াছেন "কোথায় আমার দুঃখিনী কন্যা সকল, কোথায় আমার দুঃখিনী কন্যা সকল," এই বলিয়া তিনি তোমাদিগকে খুঁজিতেছেন। তোমরা স্বর্গে গিয়া বসিলে তাঁহার কত আনন্দ হইবে। ঐ দেখ, তোমাদের জন্য তাঁহার ঘরে কত সুন্দর সুন্দর আসন খালি রহিয়াছে। তোমাদিগকে নিয়া তাঁহার কাছে বসাইবেন এই জন্য তিনি বাহির হই-য়াছেন। আমাদিগকেও তিনি এই বলিয়া দিয়াছেন "যখন তোমরা আমার কাছে আসিবে, আমার কন্যাদিগকেও সঙ্গে লইয়া আসিবে।" তাই ভগিনীগণ! তোমাদিগকে বার বার ডাকিতেছি! তোমরা সকলে এস, একত্র পিতার কাছে যাই, একত্র তাঁহার পূজা করি, একত্র তাঁহার গুণ গান করি, একত্র তাঁহার সেবা করি। তোমরা আসিলেই আমাদের আশা পূর্ণ হয়, এবং পিতাও দেখিয়া বলিবেন "আমার ইচ্ছা সম্পন্ন হইল আমার পুত্র কন্যা সকলেই ঘরে আসিলেন।" পিতার আহ্বানে তোমাদের হৃদয় বিগলিত হউক, তাঁহাকে দেখিয়া তোমাদের মুখ উজ্জ্বল হউক, এবার পিতাকে ধরা দাও, আর পলায়ন করিও না, আর আত্মগোপন করিও না, তোমাদের প্রত্যেকের নাম তাঁহার পুস্তকে লিখিয়া লইতে দাও। পিতার ঘরে যত খালি আসন আছে, সেখানে গিয়া তোমরা বস। ভাই ভগ্নী মিলে দয়াময় পিতার নাম কীর্ত্তন কর। ভগ্নীগণ! যে দিন দেখিব তোমরাও ব্রহ্মের ঘরে প্রবেশ করিলে, নরনারী সকলে একপ্রাণ হইয়া ঈশ্বরের চরণতলে বসি-লেন, সে দিন আমাদের আনন্দের সীমা থাকিবে না। সে দিন ব্রহ্মগণের জয়ধ্বনিতে জগৎ কাঁপিবে। ঈশ্বর তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন।

দীক্ষা।

১১ই মাঘ, ১৭৯৫ শক।

ঈশ্বরের কন্যাগণ! তোমাদের কত সৌভাগ্য, আজ দয়াময় ঈশ্বর স্বয়ং তোমাদের হস্ত ধারণ করিয়া তোমাদিগকে তাঁহার শান্তি গৃহে স্থান দিতেছেন, তোমরা কৃতজ্ঞ হইয়া সেই স্থানের উপযুক্ত হও। সংসার রিপুময় স্থান, সেখানে অনেক পরীক্ষা, অনেক বিপদ, যাহারা আপনার লোক তাহারাও বিপদের সময় পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। মৃত্যুর পর তাহারাই এই সুন্দর দেহ শ্মশানে নিক্ষেপ করিয়া গৃহে ফিরিয়া যায়। এইত সংসারের প্রবঞ্চনা। সংসারের সহস্র ধনে ধনী হইলেও তোমরা দুঃখিনী থাকিবে। সংসারে অনেক প্রকার সুখ পাইলেও তোমাদের অন্তরের দুঃখ দূর হইবে না। সংসারে পদে পদে শত্রু। সেখানে নানাদিক্ হইতে নানাপ্রকার প্রলোভন সকল আসিয়া তোমাদিগকে ভুলাইতে চেষ্টা করে, আবার অন্তরের রিপুসকল তোমাদিগকে আক্রমণ করে, সংসার যে বাস্তবিক পাপ দুঃখের আলয় ইহা কি তোমরা বুঝিতে পারিতেছ না? মায়াতে ভুলিলে বড় বিপদ। সংসারে সর্ব্বদাই বড় বড় পাপের ঢেউ উঠিতেছে। বড় নদীর মধ্যে কি তোমরা কখন তুফান দেখিয়াছ? যখন প্রবল বাত্যাতে নদী হইতে তাল বৃক্ষের মত বড় বড় ঢেউসকল উত্থিত হয়, যখন সে সকল উত্তাল তরঙ্গের আঘাতে বড় বড় নৌকাসকলও রজ্জু ছিঁড়িয়া জলমগ্ন হয়, সেই ভয়ঙ্কর ব্যাপার কি তোমরা দেখিয়াছ? কিন্তু তাহার সঙ্গে কি সংসার-সমুদ্রের তুলনা হয়? সংসারে যে ঢেউ উঠিতেছে তাহা ইহা অপেক্ষাও ভয়ানক। যখন অন্তরে রিপুসকল উত্তেজিত হয়, যখন রাগ, হিংসা, দ্বেষ, অহঙ্কার ইত্যাদি এক একটী পাপের ঢেউ মনে উঠিতে থাকে, তখন কি মনে হয় না বুঝি এ যাত্রায় মরিলাম, এ পাপের হস্ত হইতে আর বুঝি বাঁচিব না? যত দিন অন্তরে পাপের উত্তেজনা থাকিবে তত দিন এই পৃথিবীতে সুখ নাই, শান্তি নাই, এই বলিয়া তোমরা কত

দিন কাঁদিয়াছ, তাই তোমাদের ক্রন্দন শুনিয়া দয়াময় পিতা আজ তোমাদিগকে বিশেষ দয়া করিয়া এই স্থানে আনিয়াছেন। তোমরা তাঁহার কাছে কেন আসিয়াছ তাহা কি তোমরা জান না? এই জন্য তিনি তোমাদিগকে এখানে আনিয়াছেন যে, তোমরা আজ হইতে চিরকাল তাঁহার শান্তিগৃহে বাস করিতে প্রতিজ্ঞা করিবে। যদি তাঁহার ঘরে থাকিতে পার, অনেক রত্ন পাইবে। তাঁহার দয়ার কথা শুনে তোমরা আহ্লাদিত হইয়া তাঁহার ঘরে আসিয়া পড়িয়াছ, এখন তিনি তাঁহার প্রেম জালে তোমাদিগকে জড়িত করিয়া ফেলিবেন। আর আর সকলের মুখ দেখিলে তোমাদের মমতা হয়; কিন্তু যাঁহার স্নেহে সকলের মুখ দেখিতেছ, যিনি সকলের প্রেমময় পরম সুন্দর পিতা তাঁহার মুখ দেখিলে কি তোমাদের মায়া হয় না? ঈশ্বরের কন্যাগণ! আজ পিতা এখানে ডাকিয়া তোমাদিকে কি নাম দিলেন তাহা কি বুঝিয়াছ? তিনি আজ অতি স্নেহ করিয়া তোমাদিগকে দাসী নাম দিলেন। কি খাইব, কি পরিব, আর এই চিন্তা করিও না, প্রাণপণে তাঁহার সেবা কর, তিনি স্বয়ং তোমাদের অভাব মোচন করিবেন। তিনি স্বহস্তে তোমাদিগকে প্রতিদিন অন্ন বস্ত্র দিবেন। অন্ন বস্ত্রের জন্য কি তাহারা কখনও কাঁদে যাহারা ঈশ্বরের দাসী। তোমরা ভক্তিভাবে তাঁহার সেবা কর, তাঁহার আদেশ শুনিয়া তাঁহার সন্তানদিগের দুঃখ দূর কর, তিনি নিজে তোমাদের কাছে কি চান? ভক্তিনয়নের জল। প্রেমার্দ্র হইয়া তাঁহার চরণ ধৌত কর, নিজের প্রেমে নিজে সুখী হইবে। এই ভাবে তাঁহার সেবা কর যে তিনি জানিবেন যে তোমরা তাঁহার দাসী এবং তোমরাও জানিবে যে তোমরা তাঁহারই দাসী। তোমরা এই দাসের কথা মনোযোগ দিয়া শ্রবণ কর। আর কলহ বিবাদ করিয়া পিতার পরিবারে পাপ অশান্তি আনিও না। অপ্রেম, অকুশল আনিয়া আর এই দাসের হৃদয়ে দুঃখ দিও না। ভাল করিয়া তোমাদিগকে প্রসন্ন করিতে পারি নাই বলিয়া আর এই দাসকে কষ্ট দিও না। ঈশ্বরের জন্য, তোমাদের মঙ্গলের জন্য যাহা বলিব দয়া করিয়া তাহা শুনিও। তোমরা যদি সুখী হও, আমি প্রাণের ভিতর গভীর আনন্দ লাভ করিব।" একটু যদি তোমাদের ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ দেখি আমার মনে কত আনন্দ

হয়, তাহা অন্তর্যামী দেখিতে পান। আবার তোমাদের মুখে দুঃখের চিহ্ন দেখিলে আমার প্রাণ কেমন বিদীর্ণ হয় তাহাও তিনি দেখিতে পান। তাই, ঈশ্বর কন্যাগণ! তোমাদিগকে বিনীত ভাবে বলিতেছি; আর তোমরা সংসার অরণ্যে ভ্রমণ করিও না; কিন্তু যিনি তোমাদের পিতা মাতা, এবং যিনি তোমাদের জন্য সুখের স্বর্গরাজ্য প্রস্তুত করিয়াছেন, চিরকাল তাঁহার ঘরে বাস কর। তোমাদের মনে কি গৌরব বোধ হয় না, যে স্বর্গের রাজা জগদীশ্বর তোমাদের ঘরে আসিয়াছেন, তিনি তোমাদিগকে স্বহস্তে তাঁহার স্বর্গরাজ্যে লইয়া যাইতেছেন? কে কয় দিন এই পৃথিবীতে বাঁচিবে তাহার ঠিকানা নাই। মরিবার সময়ত কাঁদিলেও কেহ আপনার হইবে না, আর কেন তবে পাপের মোহিনী মায়ায় ভুলিয়া ঈশ্বরকে দূর করিয়া দিবে? চির কাল যিনি দুঃখীদের দুঃখ মোচন করিয়া আসিয়াছেন, তিনি তোমাদের ঘরে আসিয়াছেন, তোমাদের ভাবনা কি? তোমাদের মস্তকের উপর তাঁহার পবিত্র প্রেমময় হস্ত পড়িয়াছে, তোমাদের ভয় কি? তোমরা চির কাল তাঁহার বিরুদ্ধে শত্রুতা করিয়া আসিয়াছ, কৈ তিনিত তোমাদের প্রতি শত্রুতা করিলেন না, বরং তোমাদিগকে তাঁহার শান্তিনিকেতনে লইয়া গিয়া অমৃত পান করাইবার জন্য, নিজে তোমাদের হস্ত ধরিয়া এখানে আনিলেন। ভগ্নীগণ! এমন পিতাকে কি অগ্রাহ্য করিতে আছে? যাঁহাকে ডাকিলেই প্রাণে আনন্দ হয় তাঁহাকে কি রূপে হৃদয় হইতে দূর করিয়া দিবে? বল, আর এ জীবনে পাপ করিব না, আর পিতাকে ছাড়িব না, বল, সকলে দাসী হইয়া পরস্পরের সেবা করিব। দয়াময় ঈশ্বর তোমাদের সহায় হউন। তিনি তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন। তিনি তোমাদের মনে আনন্দ দিন। ভগ্নীরা সুখী হউন, আমরা দেখিয়া আনন্দিত হই। ভগ্নীগণ! পিতার নাম লইয়া তোমরা সশরীরে সকলে মিলিয়া স্বর্গে চলিয়া যাও। আমরা দেখিয়া আনন্দে উন্মত্ত হই। তোমরা দুঃখিনী, তাঁহার অবলা কন্যা বলিয়া তাঁহার এত দয়া হইল, এই দয়া ভুলিও না। তাঁহার নাম সম্বল করিয়া লও। আজ তাঁহার মন্দিরে কি হইল, এই আনন্দ ছবি হৃদয় পটে চিত্র করিয়া রাখ। দুঃখিনী কন্যাদিগের প্রতি দয়াময় পিতার এত দয়া দেখিয়া আজ চক্ষু জুড়াইল।

সুখধাম।

রবিবার ১৩ই মাঘ, ১৭৯৫ শক।

ভগ্নীগণ! তোমরা সুখ চাও, দুঃখ চাও না। এই পৃথিবীতে দুঃখ কে চায়? সকলেই সুখের প্রয়াসী, কিসে দুঃখ দূর হয় এবং সুখ বৃদ্ধি হয়, সমস্ত মানবপ্রকৃতির এই চেষ্টা। সমুদয় উদ্যোগ, চেষ্টা, এবং সাধন ভজনের লক্ষ্য এই সুখ। আমরা পুরুষ হইয়া যেমন সুখ অন্বেষণ করিতেছি, তোমরা নারী হইয়াও সেইরূপ সুখ অন্বেষণ করিতেছ। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি তোমরা কি মনে সুখ পাইয়াছ? সরল অন্তরে বল, যথার্থই কি তোমরা সুখী হইয়াছ? তোমাদের মনের মধ্যে কি যথার্থই কুশল শান্তি বিস্তার হইয়াছে? সত্য সত্যই কি তোমরা তোমাদের বন্ধুমণ্ডলী এবং পরিবার মধ্যে সেই স্বর্গের পবিত্র শান্তি সম্ভোগ করিতেছ? তোমাদের ঘরে, তোমাদের দেশে কি শান্তি আসিয়াছে? এ সকল সূক্ষ্ম প্রশ্ন, এবং এ সমুদয় প্রশ্নের এক উত্তর, তোমরা ব্রাহ্মিকা হইয়া অনায়াসেই ইহার উত্তর দিতে পার। তোমরা কি সাহস করিয়া ইহা বলিতে পার না যে, এখন তোমরা যাঁহার আশ্রয় লইয়াছ তাঁহার মধ্যে সুখ ভিন্ন দুঃখ নাই? যদিও অনেক কণ্টকে শরীর মন বিদ্ধ হইয়াছে; কিন্তু যখন ঈশ্বরের দিকে তাকাইয়া ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি কর তখন কি সহস্র গোলাপ ফুল সম্মুখে প্রস্ফুটিত দেখিতে পাও না? পশ্চাতে দুঃখের রাজ্য; কিন্তু সমক্ষে যতই পিতার প্রেমরাজ্য নিকটতর দেখিতে পাও, ততই কি পবিত্র সুখের আশা বৃদ্ধি হয় না? কোথায় ছিলে, দয়াময় পিতা তোমাদিগকে কোথায় আনিয়াছেন, যে স্থানে আসিয়া বসিয়াছ, ইচ্ছা হয় কি আবার ইহা ছাড়িয়া যাও? তোমরা কি অনেক বার বল নাই, দেহ হইতে যদি প্রাণ যায়, তথাপি ঈশ্বরের পবিত্র সাধক মণ্ডলীর মধ্যেই মরিব? যেখানে ভাই ভগ্নীদের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখা যায়, তাহা অপেক্ষা আর উচ্চতর, পবিত্রতর স্থান কোথায় পাইবে? ভাই ভগ্নীদের মুখে পিতার পবিত্র প্রেমের শোভা দেখিলে যে সুখ হয়, সে সুখ কি আর কেহ দিতে পারে? এই স্বর্গের

সুখ দিবার জন্যই পিতা তোমাদিগকে এখানে প্রেরণ করিয়াছেন, ইহারই জন্য তিনি এত আয়োজন করিতেছেন। ভগ্নীগণ! তোমরাও আমাদের দয়াময় পিতার উপাসনা কর ইহা দেখিলে যে আমাদের অন্তরে কেমন সুখ এবং শান্তি হয় কোথায়ও তাহার তুলনা নাই। যখন পিতা আসিয়া কন্যাদিগের অন্তরে দেখা দেন, তখন আর দুঃখিনীরা আপনাদিগকে দুঃখিনী বলিয়া মানে না। যে উদ্যানে দয়াময়ের আবির্ভাব, সেখানে যদি পাঁচটী ভগ্নীও একত্র হন, সে আর এক রাজ্য। সেখানকার কাহাকেও পাপ আক্রমণ করিতে পারে না। সেখানে সর্ব্বদাই প্রেম এবং পুণ্য চন্দ্রোদয়। যাঁহাদের অন্তর হইতে পিতা আপনি ভক্তি উপহার গ্রহণ করিতেছেন, যাঁহাদের হৃদয় সর্ব্বদাই স্বর্গের পুষ্পগন্ধে আমোদিত, সেখানে দুঃখের সম্ভাবনা কোথায়। এক বার যদি সেই উদ্যানে উপস্থিত হইতে পার, এই পৃথিবীর বাড়ী ঘর, আত্মীয়, কুটুম্ব, ধন, মান, সুখ সম্পত্তি, পদ, ঐশ্বর্য্য সকলই ভুলিয়া যাইবে। ঈশ্বর তোমাদিগকে যে স্থানে যাইতে ডাকিতেছেন তাহা সামান্য স্থান নহে। সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে এই একটী মাত্র স্থান। এই ভুমি সমস্ত জগতের ভূমি, এই স্থানের বায়ু সমস্ত পৃথিবীর বায়ু, এই স্থানের আলোক সমস্ত পৃথিবীর আলোক। এই আলোক পাইয়া এক দিন সমস্ত জগৎ আলোকিত হইবে, এই বায়ু সেবন করিয়া পৃথিবীর সমুদয় নর নারী বাঁচিবে। যখন সমুদায় জগদ্বাসী এই ভূমিতে আরোহণ করিবে তখনই তাবৎ জগতের পরিত্রাণ। ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন ইহা ভিন্ন যেন আমাদের অন্য কোথায়ও বসিতে না হয়। এই ভুমিতে কি দেখিতেছ? কেবলই ঈশ্বরের পূজা অর্চ্চনা, কেবলই দয়াময় পিতার চরণ সেবা। সকলেরই মুখে দয়াময় নাম, ঈশ্বরের পুত্র কন্যারা পিতার চরণে ভক্তি উপহার দিতেছেন। সকলে মিলিয়া তাঁহার নাম কীর্ত্তন করিতেছেন; সকলেই পিতার সুখে সুখী, সকলেরই অন্তরে প্রেম ভক্তি পুষ্পের সৌরভ। পিতার পরিবারে দুঃখ নাই, ভ্রাতার মুখের দিকে তাকাও দেখিবে তাঁহার মুখে পিতার পবিত্র অগ্নি জ্বলিতেছে, ভগ্নীর মুখের প্রতি দৃষ্টি কর দেখিবে, তাহার মধ্যেও ঈশ্বরের পবিত্র জ্যোতিঃ প্রতিভাত হইয়াছে, যে দিকে তাকাও সেই দিকেই ঈশ্বরের পবিত্র আবির্ভাব। কোথায়ও পাপ নাই, দুঃখ নাই। সকলেরই অন্তর বাহির পবিত্র, এখানে কাহারও

মনে পাপ প্রবৃত্তি উত্তেজিত হইতে পারে না। দয়াময় স্বয়ং পাপকে এখানে আসিতে বারণ করেন। তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিলে আর পাপীর ভয় থাকে না। পিতার ঘর নিরাপদ। তাঁহার ঘরে শত্রুর প্রবেশ নিষেধ। কে সেখানে চৌকি দিতেছেন? ঈশ্বর স্বয়ং। তিনিই নিজে তাঁহার ঘরের প্রহরী। পাছে ভক্তদিগের উপাসনার পবিত্রতার মধ্যে কেহ কলঙ্ক আনে এই জন্য তিনি আপনি দ্বার রক্ষা করিতেছেন। অন্ততঃ যতক্ষণ তাঁহার ঘরে থাকিবে, ততক্ষণ তিনি নিজে তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন, ততক্ষণ পাপ দুঃখের ক্ষমতা নাই যে তোমাদিগকে স্পর্শ করে। যখন পিতার উৎসবের প্রেমানন্দে মগ্ন থাকি সেই সময় কি আমাদিগকে পাপের বিষাদ আক্রমণ করিতে পারে? পিতার এই চরণ ভূমিই সন্তানদিগের সুখধাম, ইহাই জীবের স্বর্গ এবং শান্তি নিকেতন। ভগিনীগণ! পিতাকে তোমরা ডাকিতে শিখিয়াছ, এই অমূল্য অধিকার কত উচ্চ, কত পবিত্র, কত মধুর, যতই তাঁহাকে ডাকিবে ততই তাহা বুঝিতে পারিবে। পিতা দয়া করিয়া তোমাদিগকে তাঁহার চরণতলে যে ঘর দিয়াছেন, এ ঘরে কি দুঃখ আছে? এখানে কি কাহারও কাঁদিতে ইচ্ছা হয়? না, দুঃখিনী এ ঘরের মধ্যে কেহই নাই। সংসারে যখন ছিলে তখন দুঃখিনী ছিলে, আবার যদি এ ঘর ছাড় আবার দুঃখিনী হইবে। যে ঘরের ভিতরে পিতা বর্ত্তমান, সেখানে কি বিরোধ বিবাদ থাকিতে পারে? যাহাদের উপর পিতার প্রেম চক্ষু পড়িয়াছে তাহারা কি পরস্পরের বক্ষে অস্ত্রাঘাত করিতে পারে? পিতার ঘরে তোমরা কি এমন কোন একটি বিষয়ের আবিষ্কার করিতে পার যাহা লইয়া তোমাদের মধ্যে বিবাদ হইতে পারে? না বিবাদের কারণ তাঁহার ঘরে আনিতে পার না। এই দেখ তাঁহার ঘরে প্রত্যেক পুত্র কন্যার হৃদয়ে প্রেমের ফুল ফুটিয়াছে, ঐ দেখ সকলের অন্তরে ভক্তি স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। এ সকল লইয়া কি বিবাদ হইতে পারে? এই দেখ সকলের হৃদয়ে পিতার চরণ পদ্ম প্রস্ফুটিত। পিতার ভাণ্ডারে কি সামান্য ঐশ্বর্য্য যে তোমরা আপন আপন লব্ধ রত্ন লইয়া কলহ করিবে? সেই রসনা যাহা কলহ করিয়া বিষ উদ্গীরণ করে তাহা এখানে আসিতে পারে না। হিংসা প্রবৃত্তি যে মনে উত্তেজিত হয়, বিবাদ করিতে ভালবাসে যে রসনা এই ঘরে তাহাদের স্থান নাই। এঘরে প্রবেশ করিলে আর কাহারও পাপের

কুমন্ত্রণা পালন করিবার ক্ষমতা থাকে না। এখানে কেহ অসুখী হইতে পারে না, কেননা যে এই ঘরে প্রবেশ করে প্রেমসিন্ধু তাহার পাপ ও দুঃখ করিবার ক্ষমতা কাড়িয়া লন। যাঁহারা এই ঘরের আশ্রয় লইয়াছেন তাঁহাদের সমুদয় দুঃখের কূপ এবং যন্ত্রণার নদী শুষ্ক হইয়াছে। তাঁহাদের আর কাঁদিবার বিষয় কিছুই নাই। এমন সুখের ঘরে দয়াময় ঈশ্বর তোমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছেন। ঈশ্বরের ঘরে দুঃখিনী হওয়া যায় না ইহা দেখাইবার জন্য তিনি তোমাদিগকে তাঁহার শান্তি ঘরে আনিলেন। যদি ইহার শোভা দেখিয়া মোহিত হইয়া থাক তবে তোমাদের দ্বারা জগতের পরিত্রাণ হইবে। এই ঘরে তোমরা যে ধর্ম্ম লাভ করিবে, সমস্ত পৃথিবী সেই ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে। এখানে তোমরা যে নীতি শিক্ষা করিবে, সমস্ত জগতের তাহা আদর্শ হইবে। এই ঘরে তোমরা যাঁহাকে দেখিয়া এবং যাঁহার কথা শুনিয়া পরিত্রাণ পাইবে, পৃথিবীর লোক যে দিন তাঁহাকে দেখিবে, এবং তাঁহার আদেশ শুনিবে, সেদিন পৃথিবীর পরিত্রাণ। এই বায়ু, এই আলোক, এই প্রেম, এই পবিত্রতা, এই শান্তি পৃথিবীর সর্ব্বত্র যাইবে। এই ঘর ছাড়িলেই মৃত্যু। কেননা ইহার চারিদিকে সংসারের পাপ প্রবৃত্তি সকল প্রতীক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে; তোমাদিগকে ইহার বাহিরে দেখিলেই তৎক্ষণাৎ আক্রমণ করিবে। ভগ্নীগণ! আবার শত্রুর মুখ দেখিতে কি তোমাদের ইচ্ছা হয়? পিতার কাছে সুখ পাওয়া যদি স্বাভাবিক হয় তবে আর কেন দুঃখ পাইবে। স্বামী ভার্য্যাকে বল এই ঘর ছাড়িয়া আর পৃথিবীতে গিয়া তোমাদের মুখ দেখিব না, স্ত্রী স্বামীকে বল যদি সশরীরে স্বর্গে যাইবে তবে এখানে এস তোমার সদ্ব্যবহার করিব। পৃথিবীতে গিয়া কাহাকেও স্পর্শ করিব না, কেননা সেখানকার বায়ুতে অন্তর কলঙ্কিত হয়। স্বামী, স্ত্রী, সকলে এই ঘরে এস, এখানে পরস্পরের প্রতি পবিত্র ব্যবহার করিয়া সকলে পরিত্রাণ লাভ করি। আত্মীয়, কুটুম্ব, স্বজন, বন্ধু, বান্ধব, তোমরা সকলে এখানে এস। পিতার ঘরের প্রাচীর অনেক উচ্চ হইয়া উঠিল, আর আমরা অন্যদিকে যাইতে পারি না। আর পলায়নের পথ রহিল না। এই স্বর্গের উচ্চভূমি, এখান হইতে আর পৃথিবীর নিম্নভূমি দেখা যায় না। মায়া, মমতা কোথায় পড়িয়া রহিল আর দেখা যায় না। পিতা ক্রমাগত উপরে উঠাইতেছেন, আর ভয় নাই।

আত্মীয় বন্ধুগণ! তোমাদের চরণ ধরিয়া বলি তোমরা সকলে পিতার ঘরে এস। এস ঈশ্বরকে লইয়া সকলে ধর্ম্মের সংসার করি। ভগ্নীগণ! বারম্বার অনুরোধ করিতেছি যদি অর্দ্ধঘণ্টার জন্যও এখানে সুখ সম্ভোগ করিয়া থাক তবে যেখানেই থাক না কেন এই ঘরে থাকিবে। ইহা ভিন্ন আর তোমাদের মিত্রালয় নাই, এই তোমাদের মিত্রালয়, এই তোমাদের পিত্রালয়। একদিকে ভ্রাতা, অন্যদিকে ভগ্নী, একদিকে স্বামী অন্যদিকে স্ত্রী, একদিকে পুত্র, অন্যদিকে কন্যা। ঈশ্বরের পরিবারে নর নারী উভয়েরই আবশ্যক। স্বার্থপর হইয়া পুরুষ স্ত্রীকে ছাড়িয়া, স্ত্রী স্বামীকে ছাড়িয়া স্বর্গে যাইতে ছিল; কিন্তু একাকী কেহই পিতার ঘরে প্রবেশ করিতে পারিল না। দুজনেই স্বর্গের দ্বার হইতে ফিরিয়া আসিল। স্বামীকে ঈশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার স্ত্রী কোথায়? স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার স্বামী কোথায়, তোমরা কি জান না একাকী আসিলে স্বর্গের দ্বার রুদ্ধ হয়? চন্দ্র সূর্য্যের পরস্পর মিল না হইলে প্রকৃতির শোভা হয় না। সূর্য্য প্রকৃতি পুরুষ চির কালই তেজ বিস্তার করিয়া আপনাকে দগ্ধ করিয়াছে, চন্দ্রপ্রকৃতি কোমল স্ত্রী জাতি, আবার পুরুষ প্রকৃতির তেজ বিহনে নিতান্ত দুর্ব্বলা হইয়া পড়িয়াছে, অতএব পরস্পরের উভয়েরই সম্মিলন নিতান্ত আবশ্যক। যখনই দুই প্রকৃতির মিলন হইবে, তখনই মনুষ্য জাতির পরিত্রাণ। সেই স্বর্গ হইতে প্রেরিত রথে চড়িয়া স্বামী স্ত্রী যখন নূতন বিবাহ মন্ত্রে, নূতন প্রণয় সূত্রে নূতন জীবন্ আরম্ভ করিবেন তখন আর তাঁহারা সেই পুরাতন স্বামী এবং পুরাতন স্ত্রী, থাকিবেন না, তখন দুজনেরই মৃত্যু হইবে; কিন্তু সেই মৃত্যু হইতে নূতন জীবন উঠিবে। তখন স্বামী স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিবেন তুমি কি তিনি? স্ত্রী স্বামীকে বলিবেন তুমি কি তিনি? আশ্চর্য্য স্বর্গীয় পরিবর্ত্তন!! স্বামী স্ত্রীর নূতন সম্পর্ক হইল। যেদিন স্বামীর উপাসনা ভাল না হয়, সে দিন স্ত্রী তাঁহাকে ধরিয়া ঈশ্বরের সন্নিধানে লইয়া যান, যে দিন স্ত্রী একাকিনী ঈশ্বর দর্শনে অক্ষম, সে দিন স্বামীর সাহায্যে তিনি সেই স্বর্গের প্রাণনাথকে দেখিলেন। যখন এইরূপে স্বামী স্ত্রী, অথবা একটি ভাই এবং একটি ভগ্নীর সঙ্গে পবিত্র সম্পর্ক হইবে, তাঁহাদের পরস্পরের জীবনে স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হইবে। যখন দুজনের মধ্যে পৃথিবীর লোক এই সুন্দর যোগ দেখিবে, তখন ক্রমে ক্রমে শত সহস্র লোক এবং অবশেষে সমস্ত

অগৎ ইহার অনুসরণ করিবে। উৎসবের দিন ব্রহ্মমন্দিরে যাহা দেখিয়াছ তাহা কি ভুলিয়া গেছে? তোমাদের ইচ্ছা হইলেই তোমাদের মধ্যে স্বর্গরাজ্য আসিবে। ঈশ্বর নিজের হস্তে তাঁহার রাজ্য নির্ম্মাণ করিতেছেন, এমন সুখের সময় চলিয়া গেলে আর পাইবে না। আর বলিব কি, এই মন্ত্র যদি বিশ্বাস কর সকলই হইবে। আমি নিশ্চয় জানি আবার তোমাদের মুখ পুড়িয়া পুরাতন এবং ম্লান হইয়া যাইবে। সংসার আপনার মনোহর মূর্ত্তি দেখাইয়া তোমাদিগকে ভুলাইয়া লইবে, এই জন্য প্রাণ কাঁদিতেছে, আমি জানি আজই হয়ত যখন এই উৎসব ক্ষেত্র হইতে উঠিয়া যাইবে পাপ রাক্ষস আসিয়া তোমাদিগকে গ্রাস করিবে, এই জন্য মিনতি করিয়া বলিতেছি, ভ্রাতার কথা বিশ্বাস কর, যদি বাঁচিতে চাও, এই ঘর ছাড়িও না। এখানে থাকিতে থাকিতে পরকালের জন্য কিছু সম্বল করিয়া লও। যদি এ ঘরে পিতাকে ভালরূপে ধারণ করিতে শিক্ষা না কর তবে সংসার নিশ্চয়ই তোমাদিগকে জয় করিবে। দুঃখের আগুণ, নরকের আগুণ এই বাড়ীর চারিদিকে জ্বলিতেছে, ঐ সংসার সমুদ্রে বড় বড় ঢেউ উঠিতেছে। ফিরিয়া গেলে নিশ্চয়ই মৃত্যু। ভবসাগরের ঢেউ দেখিয়া কেন ভীত হইয়া বলিতেছ না, সংসারে বার বার রিপু দলের হস্তে মরিয়াছি, পিতার ঘর ছাড়িয়া আর সেখানে যাইব না। তোমাদের স্বামীদিগকে হাতে পায়ে ধরিয়া বলিয়াছি, তোমাদিগকেও বলিতেছি, যদি এ ঘর ছাড়িয়া যাও, তোমাদেরই অপরাধ, তোমাদেরই মৃত্যু। তোমাদিগকে চিরকাল পিতার ঘরে দেখিব, তোমাদের কাহাকেও ছাড়িতে পারি না; তোমাদিগকে লইয়া পিতার চরণতলে বাস করিব, সকল ভাই ভগ্নী মিলিয়া পিতার সুখে সুখী হইব, এই প্রাণপণ করিয়া বসিয়াছি যদি তোমরা অনুগ্রহ করিয়া এখানে থাক তবেই এই দীনের আশা পূর্ণ হয়। তোমাদের মুখপানে তাকাইয়া দেখিব, যদি ভিতরে স্বর্গরাজ্য আসিয়া থাকে ছাপিয়া রাখিতে পারিবে না। স্বর্গের বায়ু আসিয়াছে, কিন্তু তোমাদের মধ্যে সেই বায়ু প্রবেশ করিয়াছে কি না, ভিতরে তোমরা সুখ পাইয়াছ কি না তোমাদের মুখের দিকে তাকাইলেই বুঝিতে পারিব। ভিতরে যদি স্বর্গরাজ্য আসিয়া থাকে সেই অগ্নি কি তোমরা ঢাকিয়া রাখিতে পার? যদি দেখিতে পাই তোমাদের মুখে দাসীর অঙ্গীকার পত্র লিখিত হইয়াছে তবে জানিব যে তোমাদের দুঃখের দিন

শেষ হইয়াছে। যদি ইহা না হইয়া থাকে দুঃখিনী হইয়া নিশ্চয়ই তোমরা সংসারে মরিবে। কবে কাহার কি হইবে কে বলিতে পারে? ঈশ্বরের মুখের দিকে তাকাইয়া এই ভিক্ষা করি তিনি তোমাদের দুষ্ট বুদ্ধি বিনাশ করুন। তিনি তোমাদিগকে তাঁহার ঘরে রাখিয়া ভাল করিয়া দিন! ভগ্নীগণ! এই কি তোমাদের সংকল্প হইল যে ইচ্ছা করিয়া আবার দুঃখের বিষ পান করিবে? জয় দয়াময় বলিয়া একপ্রাণ একহৃদয় হও দেখি! পারি না কে বলে? যে নাস্তিক, যে অহঙ্কারী; কিন্তু যে বিশ্বাসী, বিনয়ী সে বলে পারি। পিতার নাম লইয়া পরস্পরের মুখের পানে তাকাও, স্বর্গের আলোক আসিয়া বিবর্ণকে সুন্দর, এবং শুষ্ককে সরস করিবে। মৃত্যুঞ্জয় ঈশ্বর মৃত্যু নিবারণ করুন। দুঃখিনীদের অনেক দুঃখ হইয়াছে আর যেন দুঃখ সহ্য করিতে না হয়।

জগজ্জননীকে দেখা।

সোমবার, ১৩ই মাঘ, ১৭৯৬ শক;

হে নর নারীদিগের পরম দেবতা। এই উৎসব সময়ে তোমার নিকট জগদ্বাসিনী সমস্ত ভগ্নীদের যাহাতে কল্যাণ হয় তজ্জন্য প্রার্থনা করিতেছি। তুমি যেমন পুরুষদিগকে অল্পে অল্পে উন্নত করিতেছ সেইরূপ কোমল প্রকৃতি নারীগণও যাহাতে তোমার নিকটে বসিয়া জ্ঞান ধর্ম্মে উন্নত হন এই বিধান কর। যে সকল ভগ্নীরা এখনও তোমাকে পিতা বলিয়া ডাকিতে শিখিলেন না, এখনও যাহারা পাপ কুসংস্কারে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন, তুমি বিনা কে তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিবে? না পান তাঁহারা সাহায্য স্বামীর নিকট, না পান তাঁহারা সাহায্য পিতা মাতার নিকট। পিতা! তোমার সে সকল দুঃখিনী কন্যাদের কি করিলে? তোমার সত্যের আলোক কি পৃথিবীর অর্দ্ধ ভাগেই বদ্ধ থাকিবে? তুমিত পক্ষপাতী নহ। পুত্রকে চরণতলে স্থান দিবে, আর কন্যাকে বিদায় করিয়া দিবে, পিতা! এমন নিষ্ঠুরত তুমি নহ। কন্যাদিগের দুঃখ দূর করিবে তাইত এই আশ্রম

নির্ম্মাণ করিয়াছ। আশীর্ব্বাদ কর, যাঁহারা এই আশ্রমে বাস করেন তাঁহারা পৃথিবীর জঘন্য অপবিত্র ভাব পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গের দেবভাব এবং দেবীভাব পাইয়া পৃথিবীতে পারিবারিক পবিত্র শান্তির উদাহরণ প্রদর্শন করেন। জগতের ভাই ভগ্নী সকলে মিলিয়া নাথ! কবে একত্র তোমার নিকট উপস্থিত হইব? নাথ! জগতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আমাদের যত জাতির ভগ্নী আছেন সকলের উপর তোমার আশীর্ব্বাদ বারি বর্ষিত হউক! সকল নারী তোমাকে দেখিয়া মুগ্ধ হউন। যেমন আজ এই ভগ্নীরা তোমার চরণতলে বসিয়াছেন, এইরূপ তোমার সমুদয় কন্যারা তোমার কাছে বসিতে শিক্ষা করুন! তোমার প্রেমরাজ্য সমস্ত নারী জাতির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত কর। ব্রহ্মকৃপাহি কেবলং।

জগদীশ্বরের বিশেষ দয়া না হইলে অদ্যকার এই ব্রাহ্মিকা সমাজ হইত না। দয়াল প্রভুর বিশেষ করুণা বর্ষিত না হইলে, আজ ভগ্নীদিগের সঙ্গে উৎসবে মিলিত হইতে পারিতাম না। ভ্রাতাদিগের ধর্ম্মোৎসাহ দেখিয়া কতবার সুখী হইয়াছি; কিন্তু কুসংস্কার পাপ রজ্জু হইতে মুক্ত করিয়া, কতগুলি ভগ্নীকে যে দয়াল পিতা এই উৎসব করিতে ডাকিলেন, ইহা বিশেষ দেব প্রসাদ। ইহা কখনও হয় নাই, ইহা নূতন। যাহারা পরিত্যক্ত, গৃহে অবরুদ্ধ, যাহাদের জন্য অতি অল্প লোকের চক্ষু হইতে দয়া জল পড়িয়াছে, সে সকল অসহায়া নারীদিগকে এখানে কে আনিলেন? দয়াময় বাঁচিয়া আছেন। ভগ্নীগণ! বঙ্গদেশ এবং ভারতবর্ষের দেশাচার নিষ্ঠুর হইল বলিয়া আমাদের জগদীশ্বর যে তোমাদিগের প্রতি নিষ্ঠুর হইবেন ইহা হইতে পারে না। তিনি দেখিলেন তাঁহার অল্প বয়স্কা কন্যাদিগের না হইল ধর্ম্মে উন্নতি, না হইল ভক্তির উদয়, একটু একটু বিজ্ঞানের আলোক দেখিয়া তাঁহাদের চক্ষু প্রস্ফুটিত হইল বটে; কিন্তু সেই আলোক আরও ভয়ানক রূপে তাহাদের পতনের অবস্থা দেখাইয়া দিতে লাগিল। বিদ্যা শিখিয়া লোকে সুখী হয়; কিন্তু বঙ্গদেশের নারীরা বিদ্যার আলোক পাইয়া আরও দুঃখিনী হইলেন। উচ্চ আদর্শ পাইয়াও তাহা তাঁহারা ধরিতে পারিতেছেন না, এই তাঁহাদের দুঃখ, এবং এইরূপে তাঁহাদের হীনাবস্থা দেখিয়া তাঁহারা আরও নিরাশ এবং নিরুৎসাহ হইয়াছেন। যদি আশা পূর্ণ না হইবে, কেন মনে

উচ্চ আশা হইল ? তাঁহারা বলিতেছেন যদি কুসংস্কারের পদতলে পড়িয়া থাকিতাম তাহা হইলে আমাদের এত দুঃখ হইত না, কেননা তাহা হইলে আর এ সকল উচ্চ আশা মনে প্রকাশিত হইত না এবং দুর্দশার মধ্যে থাকিয়া উৎকৃষ্ট অবস্থার পরিচয় পাইতাম না। হায়! একি আমাদের দুর্দশা হইল! জানিলাম ঈশ্বর অনেক নহেন, তিনি এক। কেন শুনিতে পাইলাম ব্রাহ্মসমাজ আসিয়াছে জগতের নারীদিগকে বাঁচাইবার জন্য ? কেন চক্ষে দেখিলাম ভক্তদিগের আনন্দ? কেন স্বর্গে যাইতে আশা হইল ? বল নাই, অবলা নারী, কেমন করিয়া অগ্রসর হইব ? রোগ বুঝিলাম, ঔষধ দেয় কে ? অন্ধকার দেখিলাম, অন্ধকার কাটিয়া যাইব কিরূপে ? যখন পাপ কুসংস্কার অন্ধকারের মধ্যে ছিলাম তখনত কেহই অনুতাপের আগুন হৃদয়ে জ্বালিয়া দেয় নাই। তবে বুঝি বিদ্যা শিখিলে আর সুখ হয় না। বুঝি ঈশ্বরের কথা শুনিয়া তাঁহার দেখা না পাইলে আর দুঃখ যায় না, এই বলিয়া বঙ্গদেশের নারীরা কাঁদিতেছিলেন। স্বর্গের দেবতা কন্যাদিগের এ সকল দুঃখের কথা শুনিলেন, তিনি দেখিলেন বিদ্যাতে ইহাদের সুখ হইল না, ইহাদের স্বামীরা, ভ্রাতারা ব্রহ্মমন্দিরে যাইয়া ঈশ্বরের নাম কীর্ত্তন করিয়া, তাঁহার চরণ ধরিয়া সুখী হইতেছে ; ইহারা জানিল ঈশ্বর নিকটে আসিয়াছেন ; কিন্তু তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। স্বর্গের কোন্ পথ দিয়া যাইয়া ঈশ্বরকে দেখিতে হয় ইহারা জানিল না। এই জন্য ভগ্নীগণ! দয়াময় ঈশ্বর তোমাদের হাত ধরিয়া তোমাদিগকে এই উৎসবে আনিলেন। যাহাদের জন্য কেহই চিন্তা করিল না, তাহাদিগকে অসহায় দেখিয়া ঈশ্বর এখানে আনিয়াছেন, অতএব তাঁহাকে তোমরা সর্ব্ব প্রথমে ভক্তির সহিত পিতা ও রক্ষক বলিয়া ডাকিবে। তাঁহাকে ডাকিলেই তোমাদের সকল দুঃখ দূর হইবে। তোমরা যে ঈশ্বরকে ডাকিতে পার ইহা তাঁহার সাধারণ দয়া নহে, নারীদিগের প্রতি তাঁহার এই বিশেষ দয়া। তাঁহার বিশেষ প্রসাদে তোমরা তাঁহাকে ডাকিতে শিখিয়াছ ; কিন্তু এই কথা কি তোমরা স্মরণ করিবে না যে ঈশ্বরকে জানিয়া তাঁহাকে না দেখিলে দুঃখ দূর হয় না ? নিশ্চয়ই তোমরা পাপে মরিবে, দুঃখে জ্বলিবে, যদি তোমরা তাঁহাকে দেখিতে না পাও। তোমরা কাহার কন্যা ? যাকে যদি না দেখিলে তবে যে তোমরা মাতৃহীন। যার

মা নাই সে বরং এক প্রকার আপনাকে আপনি সান্ত্বনা করিতে পারে, যে জানে মা সমস্ত দিন দ্বারে বসিয়া আছেন, অথচ তাঁহাকে দেখিতে পায় না, তাহার কত যন্ত্রণা সেই অন্ধকে জিজ্ঞাসা কর। আমি যদি বলিতাম, তোমাদের মা ছিলেন, আজ নাই, কিম্বা তিনি দূরে গিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে দেখা হইবে না, তাহা হইলে তোমাদের কষ্ট হইত না, কিন্তু যখন দেখিতেছি, ঐ তোমাদের মা তাঁহার আশীর্ব্বাদহস্ত তোমাদের মস্তকে রাখিয়াছেন, তখন তাঁহাকে না দেখিয়া কিরূপে তোমরা সুস্থির থাকিবে? কত দিন আর তোমরা এই কথা বলিবে, ইহাঁকে না দেখিলে যে কিছুতেই প্রাণ বাঁচে না। তাঁহার দর্শন বিনা আমাদের লেখা পড়া শিক্ষা আমাদের বিষ হইয়া উঠিয়াছে। ভগ্নি! ব্রহ্মকন্যা! যদি তোমাকে বিশ্বাস করাইয়া দিতে পারি যে তোমার প্রতি যথার্থই তোমার মার দয়া আছে. তুমি ইচ্ছা করিলেই তাঁহাকেদেখিতে পাইবে। তাহা হইলে আমার জীবন কৃতার্থ হয়। একবার তোমার মস্তক উঠাইয়া লও, দেখ এতদিনের কুসংস্কার অন্ধকারের পর কে তোমাকে দেখা দিবার জন্য আসিয়াছেন। স্বয়ং ঈশ্বর বলিয়া দিতেছেন; কন্যা! পৃথিবী এতকাল তোমার উচ্চ সুখের পথ বন্ধ করিয়াছিল, বলিয়াছিল, তুমি আর ঈশ্বরকে দেখিতে পাইবে না, আমি সেই কথার প্রতিবাদ করিতে আসিয়াছি, আর পৃথিবী তোমাকে পদাঘাত করিতে পারিবে না। এই সমাচার ভক্তের পক্ষে অতি সুখের সমাচার; কিন্তু যে ভগ্নী পিতাকে দেখিতে পান না তাঁহার পক্ষে ইহা হৃদয়ভেদী। ভগ্নীগণ! একবার ঐ মুখ দেখিয়া যদি তোমাদের মৃত্যু হয় ভয় নাই, দুঃখ নাই। আমাদের জননী কেমন তাঁহাকে চিনিয়া তাঁর অঞ্চল ধরিয়া অনন্তকাল তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিয়া সুখী হইতে পারিবে। কতকাল আর তোমরা এই বলিয়া ক্রন্দন করিবে, মা নিকটে, কিন্তু এই দগ্ধ চক্ষু যে খোলে না। যদি অকালে মৃত্যু হয় তবেত আর পৃথিবীতে মার সঙ্গে দেখা হইল না; কিন্তু যদি মার সঙ্গে দেখা না হয় তবে এই উপদেশ শুনিলাম কিসের জন্য? আর সকলই হইল, ধন চাহিয়াছিলাম, ধন পাইলাম, সন্তান কামনা করিয়াছিলাম, সন্তান হইল; কিন্তু এই দগ্ধ চক্ষু যে খোলে না, মাকে না দেখিলে যে দুঃখ যায় না। পৃথিবীতেত আমার কোন অভাব রহিল

না; কিন্তু সংসারের সুখ যে আমাকে সুখী করিতে পারিল না। হায়! আমার দুঃখ দেখে এক দিন জগতের লোক কাঁদিয়া বলিবে, ঐ বঙ্গীয় কন্যা মাকে না দেখিয়া পরলোকে চলিয়া যায়। এত উপদেশ এবং এত সাধুসঙ্গ পাইয়াও মার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল না। এই জন্য কি বঙ্গদেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম? অন্য লোকে দুঃখ করে তাহার কারণ আছে, তারাত দয়াল নাম শুনে নাই। আমাদের কাছে এত সমাচার আসিল, "তোর মা তোকে এখনই ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া আছেন" আমরা স্বকর্ণে এই কথা শুনিলাম, তথাপি কি আমাদের এই দগ্ধ চক্ষু খুলিবে না? যদি ঈশ্বর আমাদিগকে এই কথা না শুনাইতেন, তবে দুঃখ হইত না। কে যে আমাদিগকে বিশ্বাস করাইয়া দিয়া গেল যে আমরা মার ক্রোড়ে বসিয়া আছি। কে বলিয়া দিল, তাঁহার সুন্দর হস্ত দেখিলে না, যে হস্ত তৃষ্ণার সময় জল তুলিয়া দেয়, এবং শোক দুঃখে অশ্রু মোচন করে? হায়! সেই জননীর হস্তত এক দিনও দেখিতে পাইলাম না। হায়! এই পোড়া চক্ষুত তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। লোকে বলে তিনি পাপীর ঘরে আসেন, তাই আমাকে অবলা দেখিয়া আমার শয্যাতে মা হইয়া বসিয়া থাকেন। ওরে নির্ব্বোধ মন! তুই কি জানিস্ না মাকে না দেখার মত যন্ত্রণা আর নাই? মা কাছে আছেন অথচ তাঁহাকে দেখিতে পাই না এই অন্ধকার কেহ সহ্য করিতে পারে না। আর এই যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারি না, থাক্ আমার সংসারের ধন, মান, এবং বিদ্যা, আমি মাকে দেখিতে যাই। লোকে আমাকে ব্রাহ্মিকা বলিয়া প্রশংসা করে; কিন্তু আমি কি দেখিয়াছি? কি পাইয়াছি? মাকে না দেখিলে যে আর সুখ নাই। ভগ্নীগণ! বিশেষ সময় আসিয়াছে, আর বিলম্ব করিও না, তোমরা মাকে দেখিতে বাহির হও। তিনি বলিতেছেন, এই আমি তোমাদের কাছে বসিয়া আছি, আমার অঞ্চল ধর। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি তোমাদের ভাই হইয়া, আমাদের পিতার মুখ অত্যন্ত সুন্দর। একবার যে সেই মুখ দেখে সে চিরকালের জন্য মোহিত হয়। সেই মুখ দেখিলেই প্রাণের মধ্যে আপনা আপনি মত্ততা হয়, এমন মুখ কেহ কখনও দেখে নাই। মানুষের রূপ গুণ দেখিয়াছ; কিন্তু মার মুখ দেখ নাই। আমাদের মার কত গুণ, কত সৌন্দর্য্য, আজ উৎসবের দিন তাহা দেখিয়া প্রাণের

ভিতর কেমন ভালবাসা উথলিয়া উঠিতেছে। এমন মাকে তোমরা ভাল রূপে চিনিলে না, তোমাদের এই দুঃখ দেখিয়া দুঃখ হয়। তাঁহাকে দেখিয়া কেন তোমরা তাঁহার বশীভূত হইলে না? তোমাদের সুখ হইলে, আমরাও তোমাদের সুখে সুখী হইব। এই আশার কথা শুনিয়া একবার তোমরা মাকে অন্বেষণ কর। যে একবার মাকে দেখিয়াছে সে পাগলের মত হইয়াছে। আমরা কাহার মুখ দেখিয়া সকল যন্ত্রণা সহ্য করিতেছি? আমরা কি প্রবঞ্চিত হইতেছি? আমরা যে পৃথিবীতে এত নির্যাতন সহ্য করিতেছি কাহার বলে? এক এক দিন যখন আমাদের বুক দুঃখে বিদ্ধ হইয়া অবসন্ন হইয়া পড়ে, তখন কাহার মুখ দেখিতে যাই? যিনি দুঃখীদের ক্রন্দন শুনেন, তাঁহারই চরণ আমাদের একমাত্র আরাম স্থল। যদি দুঃখ দূর করিতে চাও ইঁহাকে যত্ন করে রেখ, ভালবাসার আসনে ইঁহাকে রেখ। শুষ্ক কঠোর ভাবে পর মনে করিয়া ইঁহাকে তাড়াইয়া দিও না। বড় আশা ছিল এই আশ্রম সম্পূর্ণ রূপে দয়াল পিতার আশ্রম হইবে; কিন্তু তোমরা তাঁহাকে গ্রহণ করিলে না। তোমরা বারম্বার আমাকে আসিতে অনুরোধ কর, আমি আসি না কেন? এখানে আমার মাতা পিতার বড় অপমান হয়, এই জন্য আমি আসিতে পারি না। যে বাড়ীতে আমার পিতা মাতার অপমান; সেখানে আসিয়া আমি কি রূপে আহ্লাদ করিব? পূর্ব্বে তোমাদের আশ্রমে আসিয়া আমি কত বলিয়াছি, তোমাদের সঙ্গে প্রতিদিন পিতার পূজা করিয়া কত আনন্দিত হইয়াছি, তাহা কি তোমাদের মনে নাই? এত যত্ন করে যে বাড়ী নির্ম্মাণ করিলাম সেই বাড়ীতে আমার পিতা মাতার অপমান ইহা কি আমার প্রাণে সহ্য হয়? আজ তোমাদিগকে বলিলাম কি জন্য আমার বিরাগ হইয়াছে। আবার যদি তোমরা মার অপমান কর আমার বুকে আরও তীক্ষ্ণতর, আরও বিষম শেল বিঁধিবে। তোমাদের ঘর শ্মশান নহে, ইহা অতি যত্নের, সুন্দর এবং উচ্চ ঘর। এক একটি পুত্র কন্যাকে দেখা দিবেন বলিয়া পিতা সমস্ত দিন এখানে বসিয়া থাকেন। ভগ্নীগণ! নিরাশ হইও না, তোমাদের ভাইয়েরা যেমন পিতাকে দেখে সুখী হচ্ছেন, তোমরাও তাঁহাকে দেখে সুখী হও। অনেক দিন পাপের অবিশ্বাসের বিষ পান করিয়া দুঃখ পাইলে;

এখন প্রেমময় ঈশ্বরের প্রেম মধু পান কর। এই মধু পান করিয়া এবার অমর এবং অজয় হও। এমন পিতাও দেখি নাই, এমন বন্ধুও দেখি নাই। ভগ্নি! তবে তোমার আশা আছে। বাঁচিবার জন্যই এমন পিতার আশ্রয় পাইয়াছ, মরিবার জন্য নহে। অমর হয়ে, অজয় হয়ে, দয়াল পিতার দিব্যধামে গিয়া জননীর হাত ধরে এ জীবন থাকিতে থাকিতে স্বর্গের সুখ সম্ভোগ কর।

প্রেমময়ি জননি! স্নেহের পিতা মাতা! কি দুঃখ তাঁহাদের যাঁহারা তোমাকে দেখিতে পান। তোমার হাত দিয়া আমাদের চক্ষু খুলিয়া দাও! যে একবার তোমার দর্শন পায় তাহারত দুঃখ থাকে না। পিতা! এই তোমার সমক্ষে কএকটী ভগ্নী বসিয়া আছেন ইহাঁরা তোমাকে কি রূপে দেখিবেন? আবার ইহাঁরা ছাড়া যে আমাদের আরও কত দুঃখিনী ভগ্নী আছেন তুমি তাঁহাদেরও উপকার কর। তুমিত জান, অন্তর্যামী, তোমাকে বলিব কি? তোমার অদর্শন যন্ত্রণা যে সহ্য হয় না। তুমিই অগতির গতি। তোমার ঐ চরণের সঙ্গে ইহাঁদের হৃদয় গুলিকে বাঁধ। যেমন রূপ লাবণ্য দেখাইয়া ভক্ত জনের লোভের বস্তু হইয়াছ, তেমনই যেন শুনিতে পাই, আজ আশ্রমের অমুক ভগ্নী, কাল অমুক ভগ্নী তোমাকে দেখিয়া সুখে মত্ত হইয়াছেন। নাথ! আশীর্ব্বাদ কর, তোমার আশীর্ব্বাদে সকলই হয়।

খাটী ধর্ম্ম।

মঙ্গলবার ১৩ই মাঘ, ১৭৯৭ শক।

ব্রাহ্মিকাগণ! ঈশ্বরের সন্তানগণ! তোমরা সরলা হইবে। পৃথিবীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবে না, কেন না পৃথিবী তোমাদিগকে কপটতা শিক্ষা দিবে, বাহ্যিক ভদ্র ব্যবহার ও বাহ্যিক ভদ্রবেশভূষা গ্রহণ করিতে বলিবে।

যে সংসারে তোমরা জীবনের এক দিন কাটাইলে সেই সংসারের লোকেরা গুরু হইয়া তোমাদিগকে এমন পথে লইয়া আসিল যে তাহা ভিতরে এক প্রকার বাহিরে অন্য প্রকার। অন্তরে উপাসনা করিতে ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক, উপাসনার আসনে বসিলেই হইল, অন্তরে দয়া থাকুক বা না থাকুক পরের উপকার করিতে যাইবে। সংসার এই কপটতা শিক্ষা দিল। কেবল ভদ্রতা নাম কিনিবার জন্য পৃথিবী টাকা কড়ি উড়ায় এবং অনেক প্রকার কপটাচরণ করে। তোমরা কি জন্য ব্রাহ্মিকা হইয়াছ? এ সকল লোক কুসংস্কার ছাড়িয়া কেমন জ্ঞান ধর্ম্মে উন্নত হইয়াছে, ইহারা জনসমাজের ভূষণ স্বরূপ, এই সুখ্যাতি ক্রয় করিবার জন্য কি তোমরা ব্রহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছ? তবে তোমরা কি সরলা হইতে চেষ্টা করিবে না? তোমাদের অন্তরে যাহাতে যথার্থ ধর্ম্মের উদয় হয় তাহার জন্য কি তোমরা ব্যাকুল হইবে না? প্রাণের ভিতরে যদি ঈশ্বরের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি এবং ভ্রাতৃপ্রেম ও ভগ্নীপ্রেম স্থান পাইল, ধর্ম্ম জীবন লাভের আর অবশিষ্ট কিছু রহিল না। যাহাতে তোমাদের প্রাণ যথার্থ ধর্ম্ম ভূষণে ভূষিত হয় তাহার জন্য যত্ন কর। লোকের কথার প্রতি দৃষ্টি করিও না। ঠিক অন্তরে যাহাতে ঈশ্বরের পূজা হয়, চরিত্র যাহাতে সরল হয় তোমরা এই জন্য বিশেষ যত্নবতী হও। অনেকে বলে এত কঠিন ব্রাহ্মধর্ম্ম, তাহাতে স্ত্রীলোকদিগের অধিকার কি? একজন স্ত্রীলোক কিরূপে নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা করিবে? স্ত্রীলোক নিরাকার ঈশ্বরের সঙ্গে আলাপ করিবে কিরূপে? স্ত্রীলোককে সংসারের কার্য্য করিতে হইবে, এবং সংসারের কার্য্য করিতে করিতে ঈশ্বরকে ভুলিয়া যাইবেই। যদি কোন বাহ্য মূর্ত্তি থাকে বরং তাহা সে ভাবিতে পারে। স্ত্রীলোক অবলা, সে কিরূপে নিরাকার ব্রহ্ম সাধন করিবে? স্ত্রীলোকের প্রকৃতি কোমল, তাঁহারা কি এমন কঠিন ধর্ম্ম সাধন করিতে পারেন? তাঁহারা একটু একটু সত্য কথা কহিবেন, একটু একটু পরোপকার করিবেন। নিরাকার ঈশ্বরকে তাঁহারা ঠিক আপনার বন্ধু জানিয়া আপনার পরিত্রাণ কর্ত্তা জানিয়া পূজা করিবেন ইহা কিরূপে সম্ভব? কুটিল সংসার এই সকল প্রশ্ন করে। যে সরল হইল না তার কাছে এই ধর্ম্ম চিরকালই কঠিন থাকিবে। যদি তোমরা ঠিক সরল হইয়া ঈশ্বরকে চাও, তবে

তোমাদের পক্ষে এই ধর্ম্ম পালন করা অতি সহজ হইবে। আর কিছুই চাই না, অন্য কোন উপকরণের প্রয়োজন নাই, কেবল ভক্তির সহিত তাঁহাকে ডাক। দক্ষিণে, বামে, সম্মুখে, পশ্চাতে, চারিদিকে তাঁহার প্রতি তাকাইবে, বারবার তাকাইবে; ভক্তির সহিত তাকাইবে, যতই তাঁহার মুখের পানে তাকাইবে, ততই অন্তরে ভক্তির উদয় হইবে! যাঁহাকে মা, মা বলিয়া ডাকিলে প্রাণ শীতল হয়, তাঁহার মুখ দেখিলে কি আর মনের ভিতরে দুঃখ ও অভক্তি থাকিতে পারে? যদিও তিনি নিরাকার, তথাপি তাঁহার রূপ আছে; কিন্তু এ চক্ষু তাহা দেখিবে না। কেবল বিশ্বাস ভক্তি নয়নে তাঁহাকে দেখা যায়। ভক্তেরা ঈশ্বরের দর্শন পান, কেবল এই সত্যটীও যদি ভাব তাহাতেও তোমাদের অন্তরে ভক্তির উদয় হইবে। আমি তোমাদের ভ্রাতা আমি তোমাদের কি উপকার করিতে পারি? কেবল এই বলিতেছি, তোমরা সরলা হইয়া পিতাকে দর্শন করিবার জন্য যত্ন কর। তোমাদের নিকট এখনও এই আকাশ কেন শূন্য রহিল? কবে তোমরা দেখিতে পাইবে এই আকাশ আকাশ নহে, ইহা ঈশ্বরের প্রেমাসন। এখানে তাঁহার চরণ পদ্ম ধ্যানে যোগী ঋষিরা বসিয়া আছেন, আমাদের স্তবস্তুতি লেখা থাকুক বা না থাকুক যিনি আমাদের চিরকালের স্তবনীয় তিনি আসিয়া এখানে বসিয়া আছেন। সমস্ত আকাশজুড়িয়া আমাদের প্রেমময় পিতা বসিয়া আছেন। এই প্রিয়তম পরমেশ্বরকে যিনি উপাসনা ঘরে ছাড়িয়া সংসারে চলিয়া যান, তিনি বিষয়াসক্ত সংসারী। আর যিনি সংসারের ভিতরেও এই ঈশ্বরকে দেখেন তিনি স্বর্গের লোক। যদি তোমাদের প্রাণ মন সর্ব্বস্ব ঈশ্বরের চরণে অর্পণ করিয়া থাক, তবে যখন তোমরা এই উপাসনা ঘর অতিক্রম করিয়া বাহিরে যাইবে, তখনও দেখিবে এই পবিত্র পরমেশ্বর সেখানেও তোমাদিগের ডান দিকে, বাম দিকে সর্ব্ব স্থান পূর্ণ করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। যখন তোমরা রন্ধন কিম্বা সংসারের অন্য কোন কার্য্যে ব্যস্ত থাকিবে তখনও এক একবার তাকাইয়া দেখিও মা সঙ্গে আছেন কি না। ব্রাহ্মিকার জীবনের যে অশেষ পুরস্কার তাহা লাভ করিবে যদি সহজে চক্ষু তাকাইবামাত্র ঈশ্বরকে দেখিতে পাও। যদি অন্তরে ঈশ্বরকে দেখিতে না পাও, তবে ধর্ম্মের সমুদয় অনুষ্ঠান বৃথা। যদি দশ বৎসর ক্রমাগত

উপাসনাগৃহে যাতায়াত কর, এবং অনেক ধর্ম্মপুস্তক পাঠ কর, তাহাতে কিছুমাত্র যথার্থ ধর্ম্মলাভ করিতে পারিবে না যদি সরলান্তরে ঈশ্বরকে না দেখিতে পাও। সাবধান, লোককে দেখাইবার জন্য ধর্ম্ম সাধন করিও না। যাহাতে ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য দেখিয়া অন্তরে যথার্থ প্রেম ভক্তির উদয় হয় এমন সাধন করিবে। যখন তাঁহার সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে তোমাদের অন্তর পবিত্র হইবে তখন তোমরা আপনারাই জিজ্ঞাসা করিবে এমন বিশ্রী মুখ সুশ্রী হইল কিসে? তখন তোমাদের মুখশ্রীতে পরমেশ্বর অবতীর্ণ হইয়াছেন ইহা সপ্রমাণ হইবে। তখন সহজেই তোমাদের চক্ষু হইতে ভক্তির অশ্রু বাহির হইবে। পরস্পরের প্রতি তোমাদের ব্যবহার পবিত্র এবং অতি সুমিষ্ট হইবে। তখন তোমাদের এক এক জনের দৃষ্টান্ত দেখিয়া পৃথিবীর লোক সকল বলিবে এ স্ত্রী সামান্য স্ত্রীলোক নহে। সরলান্তরে সাধন করিলে এত অল্পকালে এই হয়। কপটান্তরে সাধন করিলে কুটিলতা যায় না এবং বিপরীত ফল হয়। অতএব বাহ্যিক আড়ম্বর পরিত্যাগ কর। ব্রহ্ম কন্যা! তুমি যে ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছ ইহাতে বাহিরের আড়ম্বর নাই। ভিতরে যাও, যদি তাহা না কর, খাটী ধর্ম্ম পাইলে না, ব্রহ্মদর্শন হইল না, ব্রহ্মের মিষ্ট কথা শুনিলে না, বৈরাগ্য কি জানিলে না, ব্রাহ্মিকা নাম লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে অবশেষে পরলোকে চলিয়া যাইতে হইবে। যদি তোমরা সরলা হইয়া ঈশ্বরের পূজা অর্চ্চনা কর, সমস্ত স্ত্রী জাতির, বিশেষতঃ এই দেশের স্ত্রী লোকদিগের পরিত্রাণের পথ পরিষ্কার হইবে। একটি সরল হৃদয় স্ত্রীকে দেখিলে দশ জন স্ত্রীলোকের মন সরল হইবে, এবং সেই দশটী সরল হৃদয় স্ত্রীলোকদিগকে দেখিলে সমস্ত দেশের স্ত্রীলোকেরা সরলা হইতে চেষ্টা করিবে, ব্রহ্মকন্যাগণ! আর তোমরা সংসারের মিথ্যা আড়ম্বরে ভুলিও না। অসার সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য প্রাণপণে ব্যাকুল হও। মাঝি আসিতেছেন, নৌকা খুলিয়া তিনি তোমাদিগকে তাঁহার স্বর্গধামে লইয়া যাইবেন। গম্ভীর নিঃশব্দ ভাবে আসিতেছে সেই সুখের দিন, যখন তোমরা তোমাদের পিতার প্রেমমুখ দেখিয়া আহ্লাদ করিয়া হাসিবে। এই সংসারে বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতে পিতাকে চিনিয়া লও। "এতকাল বৃথা আড়ম্বর করিয়া মরিতাম, কার উপাসনা করিতাম বুঝিতাম না..

আজ পিতা একাকিনী পাইয়া তাঁহার কন্যাকে দেখা দিলেন। ” এই শুভ সংবাদ কবে তোমাদের মুখে শুনিব ? শীঘ্রই যাহাতে তোমাদের দুঃখ দূর হয় ঈশ্বর তোমাদের সকলকে এই আশীর্ব্বাদ করুন।

পতিপ্রাণা সতী।

বুধবার ১২ ই মাঘ, ১৭৯৮ শক।

শব্দটী এমন মনোহর না জানি বস্তুটী কত মনোহর। কি শব্দটী ? পতিপ্রাণা। যে গুণটী এই শব্দ নির্ব্বাচন করে তাহা অতি সুন্দর। স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম এই-পতিপ্রাণা হওয়া। স্ত্রীলোকের সকল ব্রত, সকল ধর্ম্ম এই এক কথার মধ্যে নিহিত। পতিব্রতা, অথবা পতিপ্রাণা হওয়া, এই শব্দের অর্থ কি ? যাঁহাদের স্বামী আছে, তাঁহারা ইহার অর্থ জানেন। পতিপ্রাণা শব্দের অর্থ প্রাণ, মন, অথবা অন্তরের সমুদয় প্রণয় একস্থানে বদ্ধ রাখা। যিনি যথার্থই পতিপ্রাণা তাঁহার সমস্ত হৃদয় স্থির ভাবে সেই একস্থানেই থাকে, তাঁহার সমস্ত মনের একাগ্রতা এক দিকে। কোন কারণে সেই একাগ্রতা ভঙ্গ হয় না। স্বামী সুন্দর হউন, বা কদাকার হউন, স্বামীর মন উদ্যমশীল হউক কি নিস্তেজ হউক, স্বামী পতিপ্রাণা স্ত্রীর যোল আনা ভক্তির ভাজন। ইহাই পতিপ্রাণা স্ত্রীর সতীত্ব। এই সতীত্বই স্বর্গ, সতীত্বই পরিত্রাণ। সতী হওয়া আর কিছুই নহে, কেবল প্রাণ মন একস্থানে রাখা। সতীত্বের অর্থ একাগ্রতা, এক দিকে টান্, এক দিকে আকর্ষণ। এই সতীত্ব দ্বারা উচ্চতর সতীত্বে আরোহণ করা যায়। বিবাহ হইবামাত্র নারী প্রাণপতির প্রতি আসক্ত হন। বিবাহ হইবামাত্র এই ব্রত গ্রহণ করিতে হইল যে যাবজ্জীবন তাঁহাকে পতিসেবা করিতে হইবে। পতিপ্রাণা সতীর এই পতিব্রত, এই সতীত্ব যদি একটু পৃথিবীর ঐ দিকে লইয়া যাইতে পার তাহা হইলে তোমরা স্বর্গ হাতে ধরিতে

পারিবে, অনতিবিলম্বে সশরীরে স্বর্গারোহণ করিতে পারিবে। এই স্বামী আমার, ইনিই আমার সর্ব্বস্ব, পতিপ্রাণা সতী যেমন প্রাণ ভরিয়া আপনার স্বামী সম্পর্কে এই কথা বলিতে পারেন, সেইরূপ এই কথাটী যে স্ত্রী ঈশ্বরকে উচ্চতর সম্বন্ধে বলিতে পারেন সেই সতীকে প্রধানা সতী বলিব। যিনি বলিতে পারেন আমার প্রাণ মন ঈশ্বরে সমর্পিত, আমার সর্ব্বস্ব, ঐশ্বর্য্য সম্পদ ঈশ্বর হইয়াছেন, সতীদিগের মধ্যে তিনি প্রধানা। সংসার সম্পর্কে পতিকে যেরূপ প্রাণের মধ্যে বরণ করিয়াছ, অনন্তকালের জন্য পরমাত্মাকেও তোমরা সেইরূপ প্রাণের সহিত বরণ কর, তাহা হইলে আর তোমাদের কোন দুঃখ থাকিবে না। বিবাহ যে দিন হইয়াছিল সেই দিনই ইহকালের স্বামীকে চিনিয়া লইয়াছিলে, সেইরূপ ঈশ্বরকে যদি চিরকালের পতি বলিয়া বরণ করিয়া লইতে পার তাহা হইলে তোমাদের সুখের আর সীমা থাকিবে না। ঈশ্বর সম্পর্কে যদি এই কথা বলিতে পার, "এই যে তাঁহাকে এই প্রাণ দিয়াছি, ইহা আর কোনদিকে যাইবে না।" তাহা হইলে আর তোমাদের ভয় নাই। এই কথা যদি বলিতে না পার তবে তোমাদের মনের অনুরাগ পাঁচ দিকে যাইবেই যাইবে। এখনও বিলম্ব হইতেছে কেন, এখনও তোমরা সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের হইতে পারিতেছ না কেন বুঝিতেছি। এখনও তোমরা ঈশ্বরকে তোমাদের প্রাণ মন সর্ব্বস্ব দিতে পার নাই। যদি বাঁচিতে চাও, তাঁহাকে হৃদয়ের স্বামী জানিয়া তাঁহার শ্রীচরণে সর্ব্বস্ব দাও। অন্যভাব রাখিও না। পৃথিবীর স্বামীকে যেমন প্রাণের সহিত ভালবাস, ঠিক্ তেমনি করে ঈশ্বরের চরণে প্রাণ মন অর্পণ কর। সকলের অধিকারী যিনি, যাঁহার নাম বিশ্বপতি তাঁহাকে প্রাণ মন সর্ব্বস্ব দাও। নারীর পক্ষে এই সতীত্ব নিতান্ত আবশ্যক। ঈশ্বরকে সর্ব্বস্ব জানিয়া তরিয়া যাইবে। তোমাদের প্রাণের ভিতর গিয়া তোমাদের প্রাণের ঈশ্বরকে ডাক। ঈশ্বর তোমাদের হৃদয়ের স্বামী এবং প্রাণের পতি হউন, ঈশ্বর তোমাদের সর্ব্বস্ব হউন! ভক্তেরাও এই চান, যোগীরাও এই চান। যেখানে গেলে প্রাণে প্রাণে মিলিয়া যাইবে সেই স্থান সকলেরই প্রার্থনীয়। যখন ঈশ্বরকে আপনার ঈশ্বর বলিয়া বরণ করিয়া লইলে, তখন যোগ ভক্তির আর কি বাকি রহিল? পৃথিবীর স্বামীকে চিনিয়াছ এখন চিরকালের স্বামীকে চিনিতে চেষ্টা কর। বিবা-

হিত নারী, কি কুমারী, তোমরা একপ্রাণ, এক মন, এক হৃদয় হইয়া ঈশ্বরকে বক্ষে ধারণ কর, এবং ঈশ্বরেতে আনন্দিত হও। সতীত্ব দ্বারা যেমন ব্যভিচার পাপ অসম্ভব হয়, তেমনি ঈশ্বর সম্পর্কে উচ্চতর সতীত্ব দ্বারা সকল পাপ এবং সকল দুঃখ দূর হয়। নারি, সতীত্ব সম্বন্ধে তুমি বলিয়াছ, সতীত্বের কাছে অধর্ম্ম অসম্ভব, সেইরূপ ঈশ্বর সম্বন্ধে বল, এই যে আমার প্রাণ এবং আমার ইচ্ছা ঈশ্বরের চরণে বিক্রী করিয়াছি ইহা আর অন্য দিকে যাইবে না। এই যে আমার প্রাণ, ইহাকে আর ধন মানের পদতলে নিক্ষেপ করিব না। আমার অলঙ্কার বস্ত্র সমুদয় ঈশ্বরের চরণে বিক্রয় করিলাম। এইরূপে ঈশ্বরকে হৃদয় প্রাণ উৎসর্গ কর, অবিশ্বাস অপবিত্রতা থাকিবে না, নারি, তুমি বাঁচিয়া যাইবে।

ঈশ্বর জননী।

শুক্রবার ১৩ই মাঘ ১৭৯৯।

পিতা পুত্রদিগের মধ্যে, জননী কন্যাদিগের মধ্যে আপনার সদ্গুণ প্রকাশ করেন। পুরুষদিগকে সেই পরম পুরুষ আপনার জ্যোতি দেখান এবং যোগিগণকে আপনার দিকে আকর্ষণ করেন। এখন কেবল কয়েকটী পুরুষের মধ্যে পিতা আপনার পরিচয় দিয়াছেন। কন্যাদিগের সঙ্গে আজও তাঁহার তেমন পরিচয় হয় নাই। আজ কন্যাদিগের সভা হইয়াছে দেখিয়া তিনি আপনার জননীর মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছেন। কন্যাদিগের কোমল ভাবের মধ্যে তাঁহারই লাবণ্য। সুন্দর দেশে, সুন্দর বেশে জননী কন্যাদিগের মধ্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন। পিতা যেমন পুত্রদিগকে, জননী তেমনি কন্যাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছেন। দুই দিন দুই সভাতে পিতা আপনার আশ্চর্য্য লাবণ্য দেখাইয়াছেন। এখানে

আর এক ভাবে তাঁহার পূজা। সে ভাব প্রেমিকের ভাব। তোমাদিগের যেমন স্বাভাবিক কোমলতা বিনয় লজ্জা তিনিও তেমনি তোমাদিগের নিকট আপনার সুকোমল মাতৃ-মূর্ত্তি প্রকাশ করিতেছেন। তোমরা কেহ পুরুষ হইও না; কিন্তু সেই স্বর্গীয় মাতাকে স্ত্রীজাতির আদর্শ জানিয়া তাঁহার মুখে যেমন সুকোমল লাবণ্য প্রকাশ পাইতেছে, তাহার অনুকরণ কর; স্ত্রীজাতির পবিত্র ধর্ম্ম পালন কর। নারীজাতির শ্রেষ্ঠ কে? নারী জগতের আদর্শ কে? আমি বলি পরমেশ্বর। নারীজাতিকে কিরূপে চলিতে হয়, কিরূপে ধর্ম্ম সাধন করিতে হয়, কিরূপে শুদ্ধ হইতে হয়, নারী জাতিকে কিরূপে অনুষ্ঠান করিতে হয়, সে সকল বিষয়ে তিনিই উচ্চতর আদর্শ। সর্ব্বদা তাঁহার গতি অধ্যয়ন কর, তাঁহার মত এমন নারী কোথায়ও নাই? সেই পরম জননীর ব্যবহার দেখিয়া ভয় পরিত্যাগ কর, তাঁহার প্রতি নির্ভর করিতে চেষ্টা কর। সেই জননী যাহা ইচ্ছা করেন চুপ করিয়া তাহার অনুসরণ কর। ইহাতে ধর্ম্ম ও প্রেম একীভূত হইবে। তোমরা এখন শরীরের শোভা বৃদ্ধি করিতে যত্ন করিতেছ তখন কেবলই আত্মার শোভা বৃদ্ধি করিতে যত্ন করিবে। পরমেশ্বরের কি অলঙ্কার নাই! তাঁহার সমুদায় অলঙ্কার প্রেম ও পুণ্যের অলঙ্কার। অসার বস্ত্রালঙ্কার পরিধান করিয়া রূপ বৃদ্ধি করিলে কি হইবে? যিনি নারীগণ মধ্যে বড়, তাঁহার পরিধানে পুণ্য-বস্ত্র। তোমাদের শরীরে কত অলঙ্কার আছে। প্রাণের ঈশ্বরকে প্রাণের মধ্যে স্থান দেও, তিনি তোমাদিগকে সুন্দর অলঙ্কারে সজ্জিত করিবেন। তোমরা তাঁহাকে ভাল বাস, তোমাদের স্বাভাবিক প্রেমের অলঙ্কার কখন পরিত্যাগ করিবে না। তিনি পুণ্যের বস্ত্র, প্রেমের অলঙ্কার পরিয়া কন্যাদিগের সভায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তোমরা ঋষিকন্যা আশ্রমকন্যা হইয়া শুদ্ধ ভাবে ঈশ্বরের নিকট হইতে বস্ত্র অলকার সঞ্চয় কর, এবং সেই বস্ত্র অলঙ্কার পরিতে যত্ন কর। এখন যে রূপের অহ-ঙ্কার, ইহা নিতান্ত অসার। এখানকার সামান্য বস্ত্র অলঙ্কার পরিধান করিয়া অভিমান করিও না। বস্ত্র অলকারের প্রতি আসক্তি তোমাদিগের দুর্ব্বলতা। এই দুর্ব্বলতাকে জয় কর। বস্ত্রালঙ্কারের প্রতি লোভ অন্য দিকে লইয়া যাও। সর্ব্বদা এই দেখ, পুণ্যে রূপ বৃদ্ধি হইতেছে কি না? পুণ্যে মুখ ভাল দেখাইতে যত্ন কর। পুণ্যপ্রেমে এমন রূপ হইবে যে

চারিদিকের সকলকে মোহিত করিবে। যেরূপে ঈশ্বরের রূপ প্রকাশ পায় সে রূপ দেখিলে পাষণ্ডও মোহিত হয়। তাই বলি যেরূপ দেখিলে নরনারী সকলে মোহিত হয়, সেইরূপে রূপবতী হও। তোমাদের কোন ভয় নাই, ভাবনা নাই, তিনি তোমাদের সকলকে মণি মুক্তা মাণিক্যে সাজাইয়া দিবেন। যদি তোমরা তাঁহার বশীভূত হও, তোমাদিগের মাতা তোমাদের শরীর মন বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত করিবেন। তোমাদের সে রূপের নিকট কেহ দাঁড়াইতে পারিবে না। তোমাদের মুখ হইতে সত্য ও প্রেমের এমন জ্যোতি বাহির হইবে যে সমুদয় জনসমাজ তোমাদিগকে ঈশ্বরের কন্যা বলিয়া আদর করিবে। পরমেশ্বরকে স্ত্রীজাতির আদর্শ জানিয়া সর্ব্বদা তাঁহাতে লক্ষ্য স্থির রাখিতে হইবে। ঈশ্বর নারী জাতির লক্ষ্য, তিনিই বেশ ভূষা। যাহাতে এইরূপ সজ্জায় সজ্জিত হইয়া পরলোকে যাইতে পার, তজ্জন্য যত্নবতী হও। যে স্ত্রী ধর্ম্ম সঞ্চয় করে, তাহার ধন অলঙ্কার চিরকালের জন্য সঞ্চিত হয়; সে ঈশ্বরের নিকট হইতে উচ্চ আসন লাভ করে। পৃথিবীতে লোকে তাহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হয়। জননীকে তোমাদিগের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত কর, তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুকরণ কর, অনন্তকাল সুখ শান্তি লাভ হইবে, ইহলোকে সৎকীর্ত্তি এবং পরলোকের সম্বল হইবে।

পতি ও সতী।

সোমবার ১৫ ই মাঘ ১৮০০ শক।

শাস্ত্রে অতি উৎকৃষ্ট কথা সকল দেখা আছে; কিন্তু যতই কেন উৎকৃষ্ট হউক না সে সকল কথা মানুষের মন শীঘ্র ভাল করিতে পারে না। কেননা পুস্তকের কথা মৃত "মনে কর এই চমৎকার কথাটী পুস্তকে লেখা আছে,—যে দারাগারপুত্রাপ্ত প্রাণান্ বিত্তমিমং পরং। হিত্বা মাং শরণং

যাতাঃ কথং তাংস্ত্যক্তুমুৎসহে। ময়ি নির্ব্বদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শিনাঃ। বশে কুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা॥ ৯, ৪, ৪৮। "যাহারা স্ত্রী পুত্র আত্মীয় প্রাণ বিত্ত ইহকাল পরকাল ত্যাগ করিয়া আমার শরণাগত হয় আমি তাহাদিগকে কি প্রকারে পরিত্যাগ করিয়া থাকিব? সাধ্বী স্ত্রীগণ যেমন সৎপতিকে বশীভূত করে সেইরূপ সমদর্শী সাধুগণ আমাতে নিবদ্ধহৃদয় হইয়া ভক্তি দ্বারা আমাকে বশীভূত করে।" শাস্ত্রে এই কথা পড়িয়া তোমরা ইহাকে ভাল বলিলে; কিন্তু তোমরা এই কথাকে কি ঈশ্বরের কথা বলিয়া বিশ্বাস করিলে? "সাধ্বী স্ত্রীগণ যেমন সৎপতিকে বশীভূত করে সেইরূপ সমদর্শী সাধুগণ আমাতে নিবদ্ধহৃদয় হইয়া ভক্তি দ্বারা আমাকে "বশীভূত করে" কে এই কথা বলিলেন? ইহা শাস্ত্রকারলিখিত কথা না ঈশ্বর মুখ নির্গত কথা? শাস্ত্রলেখক এবং ঈশ্বর এই দুয়ের মধ্যে অনেক প্রভেদ। যদি ঈশ্বর মানুষের মত হইয়া কিংবা কোন সাকার রূপ ধারণ করিয়া তোমাদিগকে বলিতেন;—"দেখ যাহারা সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া আমার শরণাগত হয় আমি তাহাদিগকে ছাড়িয়া থাকিতে পারি না" তাহা হইলে তোমরা বিস্ময়াপন্ন এবং মোহিত হইয়া তোমাদিগের প্রাণ মন স্বর্ব্বস্ব তাঁহাকে দিতে। তোমরা চমৎকৃত হইয়া বলিতে কি! ঈশ্বর—যিনি এত বড় লোক, যিনি এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী, তিনি সামান্য মনুষ্যকে এত আদর করেন? তিনি কি না নিজ মুখে বলেন স্বাধ্বী স্ত্রী যেমন সৎপতিকে বশীভূত করে আমার ভক্ত সেইরূপ আমাকে বশীভূত করেন। ঈশ্বর নিজ মুখে বলিয়াছেন, ওরে আমার ভক্তকে ছাড়িয়া আমি থাকিতে পারি না। যদি তোমরা স্বকর্ণে পিতার মুখে এই কথা শুনিতে তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমরা মোহিত হইতে। স্বর্গের রাজা যাঁহার কোন অভাব নাই, মহাসাগর যাঁহার শ্রীচরণ ধৌত করিতেছে, যিনি আকাশে কোটি কোটি চন্দ্র সূর্য্য এবং রাশি রাশি হীরকখণ্ডের ন্যায় নক্ষত্র সকল ছড়াইয়াছেন, যিনি এত বড় রাজা তিনি এক জন সামান্য অনুরাগী ভক্তকে বলিলেন;—ওহে পর্ণকুটীরবাসী ভক্ত, তোমাকে ছাড়িয়া আমি থাকিতে পারি না। আমার ঐশ্বর্য্যের সীমা নাই; কিন্তু তুমি আমাকে যে ভাবে ডাকিয়াছ তাহাতে আমি তোমার বশীভূত হইয়া পড়িয়াছি, তোমার ঘর ছাড়িয়া আমি আর কোথায়ও যাইতে পারি

না। ঈশ্বর ব্রহ্মাণ্ডের রাজা হইয়া একটি সামান্য ক্ষুদ্র ভক্তকে এমন কথা বলিলেন। ভক্তরাজ্যে এই কথার বহু মূল্য, বিশেষতঃ নারীজাতির মধ্যে এই কথার বড় আদর। পতিব্রতা স্ত্রী এই কথার আদর জানেন। ঈশ্বর বলিলেন পতিব্রতা সতী যেমন আপনার সৎপতিকে বশীভূত করে সেইরূপ আমার ভক্ত আমাকে বশীভূত করে। ভক্ত হইলেন স্ত্রীর ন্যায়, ঈশ্বর হইলেন স্বামীর মত। স্ত্রীর কথায়, ভক্তের কথায় ঈশ্বর মুগ্ধ হইলেন, ভক্তের কাছে তিনি আকৃষ্ট হইলেন। স্বামী যেমন স্ত্রীর কোমল ব্যবহারে বশীভূত হন রাজাধিরাজ ঈশ্বর সেইরূপ ভক্তের ভাবে বশীভূত। সতী স্ত্রী যেমন সৎপতিকে বশীভূত করে, আমার ভক্ত সেইরূপ আমাকে বশীভূত করে; ঈশ্বর এই দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিলেন কেন? তিনিত বলিতে পারিতেন যে আমাকে ভক্তি করে আমি তাহার বশীভূত হই। তিনি এ দৃষ্টান্ত দিলেন কেন? এই জন্য দৃষ্টান্ত দিলেন যে সাধ্বী স্ত্রী এবং স্বামী উভয়েই তাঁহার ভাব বুঝিতে পারিবে। তিনি স্বামী এবং স্ত্রী উভয়কে তাঁহার কাছে ডাকিলেন; স্ত্রীকে বলিলেন;—"সাধ্বী স্ত্রী, তুমি যেমন স্বামীকে বশীভূত কর, আমার ভক্তও তোমার ন্যায় আমাকে বশীভূত করে। তিনি স্বামীকে বলিলেন, তুমি যেমন সাধ্বী স্ত্রী দ্বারা বশীভূত হও, আমিও তোমার ন্যায়, আমার ভক্ত দ্বারা বশীভূত হই। স্বামী স্ত্রী, তোমরা যেমন উভয়ে একপ্রাণ এবং অভিন্নহৃদয়, আমি এবং আমার ভক্তও তেমনি অভিন্ন। আমি আমার ভক্তের চিত্তরঞ্জন। আমার ভক্ত ব্যাকুল অন্তরে আমার নিকট কাঁদিলে আমার প্রেম উথলিয়া পড়ে। দেখ আমি সমস্ত আকাশ ঘুরিয়া বেড়াই, কোথাও আমার অগম্য স্থান নাই, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড আমার জমিদারী; কিন্তু আমার ভক্ত আমাকে প্রেমরজ্জুতে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। এত বড় যে আমি আমার ভক্তের নিকট আমার স্বাধীনতা হারাইতে হইল।" যখন স্বামী স্ত্রী ঈশ্বরের মুখে এ সকল কথা শুনিল তখন তাহারা ভাবিল, ঈশ্বর যখন এরূপ দৃষ্টান্ত দিলেন, তখন আমাদের দুজনেরই প্রাণ তাঁহাকে উৎসর্গ করা উচিত। আমাদের চিরকালের বন্ধু ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী ঈশ্বর আমাদিগের ঘরে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন। ঈশ্বর আর আমাদের ঘর ছাড়িতে পারেন না। স্ত্রী সংসারের সামান্য কার্য্য রন্ধনাদি করিতে যান

সেখানেও ভক্তাধীন হরি সেই স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গে যান। তিনি ভক্তের কাছে বসিয়াই আছেন। প্রভু পরমেশ্বর সর্ব্বদাই ভক্তের সঙ্গে ভক্তিরজ্জুতে বাঁধা রহিয়াছেন। উন্মত্ত ভক্ত বলিল মহাপ্রভু, কৈ আজ যে তুমি যাও না, ঈশ্বর হাসিয়া বলিলেন "আর কি তুমি যাইতে দাও?" ভক্ত আবার বলিলেন; "প্রভু এত বেলা হইল, এখন তুমি আমার কাছে বসিয়া আছ?" ঈশ্বর বলিলেন;—"ভক্ত, তোমার ঘর যে আমার বড় মিষ্ট লাগিয়াছে। এ ঘর ভিন্ন আমি আর কোথায় যাইব, তোমার ঘরে চিরকালের জন্য বন্দী হইয়াছি।" নিশীথ সময় ভক্ত জাগিয়া ঈশ্বরকে দর্শন করিয়া বলিলেন; "প্রভু, সকলেই এখন নিদ্রায় অচেতন, তুমি কেন এখনও প্রহরী হইয়া রহিয়াছ?" ঈশ্বর হাসিয়া বলিলেন "ভক্তের ঘরে দিনেতেও আমি রজনীতেও আমি, যখন এক বার আমি এই গৃহ অধিকার করিয়াছি, আর আমি ইহা ছাড়িতে পারি না।" ভক্তবৎসলের ক্ষমতা নাই যে ভক্তের গৃহ ছাড়িয়া যান, সে গৃহ হইতে তাঁহার উঠিবার ক্ষমতা নাই। ঈশ্বর বলেন, "যে ভক্ত আমাকে সর্ব্বস্ব দিয়াছেন, আমি কি তাঁহার জন্য এই টুকু করিব না যে তাঁহার সঙ্গে সর্ব্বদা থাকিয়া তাঁহার সংসার নির্ব্বাহ করিব?" ঈশ্বর নিজে বলিয়াছেন "পতিব্রতা নারী যেমন তাহার সৎপতিকে বশীভূত করে, আমার ভক্তও সেইরূপ আমাকে বশীভূত করে।" পৃথিবীর পণ্ডিতেরা আর কি শিখাইবে? ব্রাহ্মিকাগণ, তোমরা ঈশ্বরের ব্যবহৃত এই দৃষ্টান্ত মনে রাখিবে। যখনই তোমরা এই দৃষ্টান্ত স্মরণ করিবে তখনই যেন তোমাদের মনে হয় তোমাদিগের আসল পতি পবিত্রস্বরূপ ঈশ্বর। যিনি সকলের পতি, পরম পতি, চিরকালের পতি, যিনি সকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন, একটু ভক্তি দিলেই যদি সেই পতির পতি জগৎপতি ব্রহ্মাণ্ডপতিকে বশীভূত করিতে পার তবে আর নীচ সাংসারিকতা ছাড়িবে না কেন? ঈশ্বর যখন নিজে স্পষ্টরূপে তাঁহাকে বশীভূত করিবার এই মন্ত্র শিখাইয়া দিলেন আমরা যেন ইহা অবহেলা না করি। তিনি আমাদের কাছে বশীভূত হইয়া থাকিবেন! সংসারে আমাদের আর কোন বন্ধু থাকিবে না, কেবল সেই পরম বন্ধু চিরকাল আমাদের সঙ্গে থাকিবেন। প্রভুর চরণে আমাদের মতি ভক্তি বৃদ্ধি হউক! ব্রাহ্মিকামণ্ডলীর নিকট আমার এই বিনীত নিবেদন, তাঁহারা যেন ঈশ্বরের ব্যবহৃত দৃষ্টান্ত স্মরণ

করিয়া তাঁহাকে বশীভূত করিতে চেষ্টা করেন। তিনি দয়াময় ঈশ্বর, তোমরা একটুকু তাঁহাকে হৃদয়ের মধ্যে রাখিতে চেষ্টা করিলে তিনি সহজে ধরা দিবেন। কোমল হৃদয় ব্রাহ্মিকা, তুমি কদাচ ভক্তির এই সহজ পথ পরিত্যাগ করিও না। ভক্তিশৃঙ্খলে তাঁহাকে হৃদয়ের মধ্যে বদ্ধ করিয়া চিরকৃতার্থ হও এবং পরিবারের কল্যাণ কর।

স্ত্রীর অলঙ্কার।

গয়া ৩০এ কার্ত্তিক ১৮০১ শক।

স্ত্রীজাতির অলঙ্কারস্পৃহা স্বভাবতই প্রবলা। কোন্ সুন্দরী স্ত্রী না বস্ত্রালঙ্কার পরিয়া আরও সুন্দরী হইবার জন্য ইচ্ছা করেন? এই স্পৃহা ঈশ্বরের দেওয়া। ব্রাহ্মিকাগণ! এই নারী স্বভাবের ইচ্ছাকে বিনাশ করিও না। নারী সর্ব্বাপেক্ষা গহনা ভাল বাসে। যখন নারী বালিকা থাকে, তখন সে পিতা মাতাকে বলে, বাবা, মা, আমাকে গহনা করিয়া দেও। কোটি কোটি টাকা অপেক্ষা তাহার পক্ষে এক খানি ছোট গহনা বড়। পিতা যদি সমস্ত রাজ্য দিতে চাহেন বালিকা সেই রাজ্য ছাড়িয়া এক খানি গহনা চাহে। পরে যখন বালিকার বিবাহ হইল তখন কেবল পাত্র ভেদ হইল, তখন পিতা মাতার কাছে না চাহিয়া সে তাহার স্বামীর নিকট অলঙ্কার চাহিতে লাগিল। নারী প্রকৃতির এই অলঙ্কারস্পৃহা অনিবার্য্য। পরম সুন্দর হরিপাদপদ্ম যে দেশে অতি উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত সেই দেশের লোকেরা জানেন কিরূপে স্ত্রীজাতির এই বাসনা পূর্ণ করিতে হয়। ব্রহ্মভক্ত জানেন কিরূপে ব্রহ্মকন্যার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করা যায়। জগজ্জননী নিজেই জগতের ভূষণ, জগতের চন্দ্রহার। যে স্ত্রী সেই ভুবনমোহিনী জগজ্জননীকে আপনার মস্তকে, কণ্ঠে, হৃদয়ের মধ্যে প্রাণের মধ্যে রাখিয়াছেন তাঁহার ন্যায় সুন্দরী আর কে? সেই জননীর প্রেমানন্দরূপ অলঙ্কার পরিলে স্ত্রীজাতির স্বাভাবিক অল-

কারস্পৃহা পূর্ণ হয়। যখন সেই ভাগ্যবতী স্ত্রী ভক্তির সহিত জগদীশ্বরীকে মা মা বলিয়া ডাকেন তখন সেই জগজ্জননী, বিশ্বের রাণী প্রসন্ন হইয়া বলেন;—"মেয়ে, বর নেও।" মেয়ে বলিল;—"মা, ছেলে বেলা হইতে আমি অলঙ্কার চাহিয়াছি, অধিক বয়সে স্বামীর নিকটে অলঙ্কার চাহিয়াছি, অন্ন বস্ত্র এবং রাজ্য অপেক্ষা অলঙ্কার বড়। যার অলঙ্কার নাই সে অনাথিনী দুঃখিনী, অলঙ্কারের জন্য আমি উন্মাদিনী, অতএব হে জননি, আমাকে এই বর দেও যেন এক খানি চিরকালের অলঙ্কার পরিয়া আমার বাল্যকালের আশা পূর্ণ হয়। আমাকে এমন এক খানি গহনা দেও যাহা পাড়ার লোক দেখিবা মাত্র আমাকে বলিবে সুখী তুমি, ধন্য তুমি।" সেই জগজ্জননী কৃপা করিয়া তাঁহার পাদপদ্মরূপ চির সুন্দর অলঙ্কার দিয়া কন্যার বাসনা পূর্ণ করিলেন। একদিকে পাদপদ্মরূপ অলঙ্কার, আর একদিকে পৃথিবীর রাশি রাশি সোণা রূপা মুক্তা এবং হীরা প্রভৃতির গহনা। গহনার জন্য পাগলিনী ব্রহ্মকন্যা আনন্দ মনে স্বর্গের গহনা খানি গ্রহণ করিলেন। সাধ্বী ব্রহ্মকন্যা দর্পণে আপনার মুখের সৌন্দর্য্য দেখিয়া মোহিত হইলেন। মা, মা বলিয়া তিনি আনন্দে কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে আনন্দরস উথলিয়া উঠিল। তাঁহার চক্ষে জল আর ধরিল না। আনন্দময়ীর আবির্ভাবে তিনি স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য ধারণ করিলেন। তিনি হাসিতে হাসিতে স্বামীর নিকট আসিয়া বলিলেন, তোমাকে আর গহনার জন্য বিরক্ত করিব না। স্বর্গের জননী আমাকে এমন গহনা দিয়াছেন যে তাহা দেখিয়া ত্রিভুবন মোহিত হয়। দুঃখিনী ছিলাম আমি, কখন ভাল বালা কি ভাল বাজু পরি নাই; কিন্তু আজ মার স্নেহে রাণীর ন্যায় গহনা পরিয়াছি। তোমার বন্ধুদিগকে আজ নিমন্ত্রণ কর, এই অপূর্ব্ব গহনা দেখিয়া তাঁহারাও সুখী হইবেন। তুমি বহুকাল আমাকে বিবাহ করিয়াছ বটে; কিন্তু তুমি কখন এমন অলঙ্কার দিতে পারিতে না। ভাগ্যে আমি ব্রাহ্মিকা হইয়াছিলাম, তুমি স্বামী হয়ে যাহা কখনও দিতে পার নাই আজ আমার মা আমাকে তাহা দিলেন। এখন এই গহনা কোথায় রাখিব? সিন্দুকে রাখিব না বুকের মধ্যে রাখিব? এই গহনাতে আমি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী হইলাম। আমি ছেলে বেলা হইতে যে জন্য কাঁদিতাম মা আজ আমাকে তাহা দিলেন। মার এই পাদপদ্ম আমার হৃদয় পরশমণি, ইহা আমার চক্ষুর অঞ্জন, ইহা আমার প্রাণের

ভূষণ, ইহা আমার হস্তের ভূষণ, ইহা আমার কণ্ঠের ভূষণ। মার কথা শ্রবণ করা আমার কর্ণের ভূষণ। মার পাদপদ্ম পাইয়া আমার আর অন্য স্পৃহা নাই। আর আমার পৃথিবীতে কি চাই? আমি মার দাসী হইয়া থাকিব, আমি রাণী হইতে ইচ্ছা করি না, আমি পরিবারের সকলকে লইয়া মাকে ডাকিয়া সুখী হইব। আমার আর কোন কাজ নাই; পৃথিবীতে কেবল মার গুণ কীর্ত্তন করিয়া সুখী হইব। আহা! মা আমাকে কেমন সুন্দর অলঙ্কার দিলেন!! কবে আর আর ভগিনীরা এই অলঙ্কার পাইয়া সুখী হইবেন!! মার পাদপদ্ম পাইয়া আমার ঘর যেমন উজ্জল এবং সুন্দর হইল সকল ঘর সেরূপ উজ্জল এবং সুন্দর হউক! ভারতের সৌভাগ্যের সীমা থাকিবে না যখন ভারতের সকল নারী এই অলঙ্কার পরিবেন। কবে নারীকুল অসার অলঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মপাদপদ্মভূষণ প্রার্থনা করিবে?

সম্পূর্ণ।